আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

সপ্তম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

সপ্তম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের দয়ায় আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ, সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডে তঁৎ-প্রদত্ত দেওঘর-অধ্যায়ের ধারাবাহিক বাংলা গদ্য বাণীসমূহের ৩২১২ থেকে ৩৫৯৭ নম্বর পর্য্যন্ত—এই ৩৮৬টি বাণী স্থান পেয়েছে। ৩২১২নং বাণীটি প্রদানের কাল ১৯৫১ সালের ২০শে মে, সকাল ৭টা, আর এই খণ্ডের শেষ বাণীটির আগমলগ্ন ঐ সালেরই ৮ই সেপ্টেম্বর, রাত ৯-১৫ মিনিট। এর মধ্যে কতকগুলি বাণী বেশ সুদীর্ঘ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও সাহিত্য একাত্ম। করুণাঘন পরমদয়াল আমার সদাই কারণভূমিতে অধিষ্ঠিত, স্থূলজগতের প্রতিটি সমস্যার নিরাকরণ ও সমাধান তাই তাঁর অপরোক্ষ অনুভূতিলব্ধ চেতনায় নিত্য সমুদ্ভাসিত। আবার, নিখিলের প্রতিপ্রত্যেকের মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি সতত ব্যগ্র ও ব্যাকুল, স্বতঃস্ফূর্ত্ত সর্ব্বতোমুখী অতন্দ্র সেবা তাঁর স্বভাব, এই-ই তো ভজনদীপ্ত শ্রীভগবানের অন্তরতম এষণা। তদুপরি জীবের জটিল সমস্যাসঙ্কুল জীবনপ্রবাহের বাস্তব প্রাণকেন্দ্ররূপে অজস্র সহস্রবিধ সেবাসম্পোষণা তাঁর সহজাত কর্ম্ম। তাই দেবত্বদীপী জীবন-বেদ-সৃষ্টিরূপ অবদান তাঁর অনির্ব্বাণ সেবাযজ্ঞের অন্যতম পূত উপচার। স্বভাবতঃই অন্যান্য খণ্ডের মত এই খণ্ডেও ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আদর্শ, শিক্ষা, সাধনা, বিবাহ, প্রজনন, বিধি, নীতি, ব্যবহার, কর্ম্ম, সমাজ, বর্ণাশ্রম, রাষ্ট্র, রাজনীতি প্রভৃতি বহু-বিষয়ক বাণী সমাবেশিত হয়েছে।

এই ভাগবত সাহিত্যের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সক্রিয় অনুশীলন আমাদের সকলকে সুকেন্দ্রিক মহত্তর জীবনে সমারূঢ় ক'রে তুলুক—তাঁর রাতুল চরণে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্

সৎসঙ্গ, দেওঘর

১৫ই মাঘ, ১৩৮৪

ইং ২৯।১।১৯৭৮

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
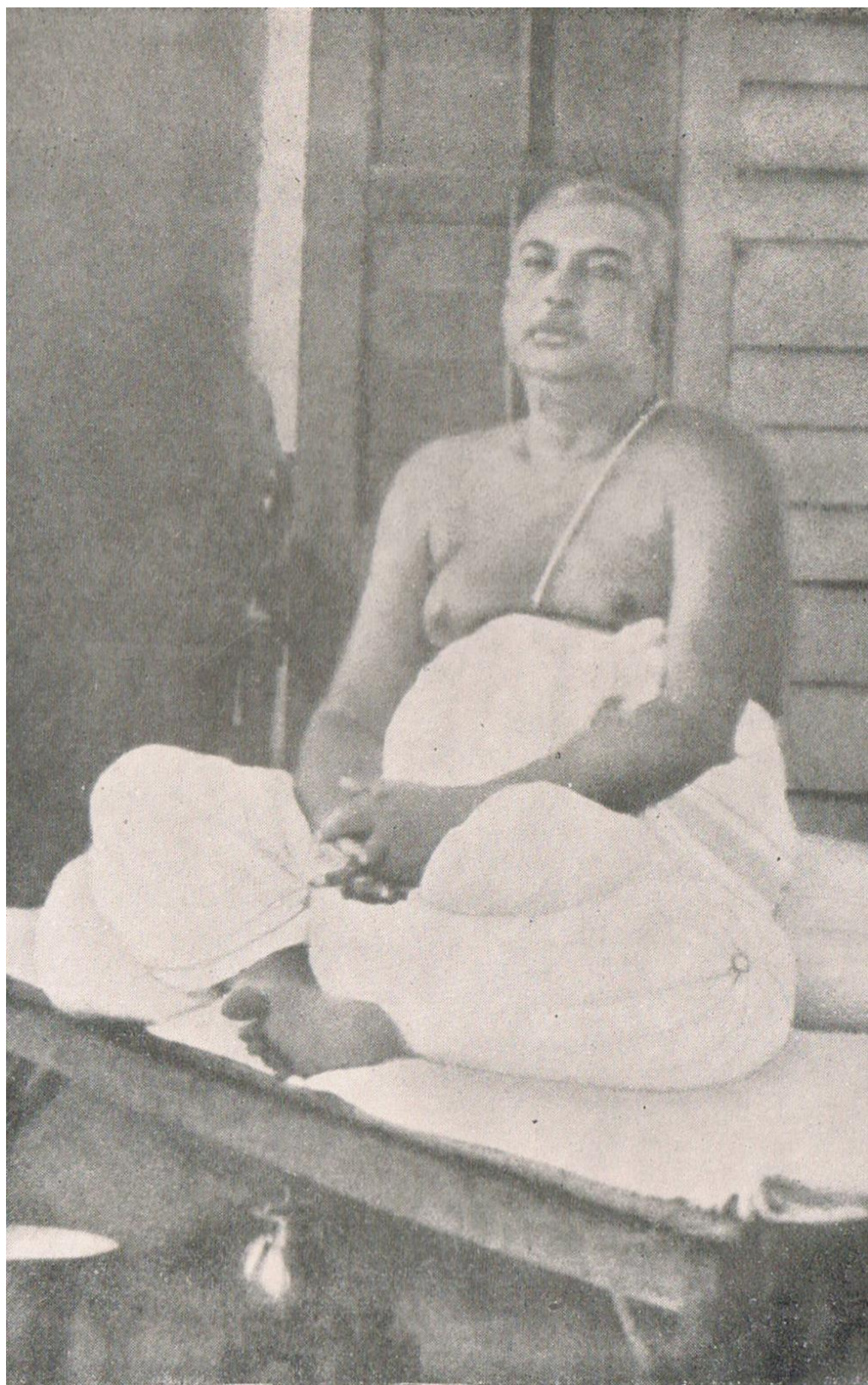
আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

যতদিন না গণসমাজের প্রত্যেকে
পূরয়মাণ এক ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে উঠছে,
যতদিন না প্রত্যেকটি পরিবারের কুলসংস্কৃতি
পরিশুদ্ধি লাভ ক'রে
সুকেন্দ্রিকতায় ক্রমবিবর্দ্ধন-প্রবণ হ'য়ে উঠছে,
যতদিন না বৈশিষ্ট্যপালী কৌলিক-সংস্কৃতি
রক্ষা ক'রে
অনুলোমক্রমিক বিবাহ বা নিবাহ-নিবদ্ধতায়
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী-গতিসম্পন্ন হ'য়ে
সুপ্রজননকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারা যাচ্ছে,
শাসন-সংস্থার সুপরিবেষণ ও দৃঢ় নিয়োগে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী সতাৎপর্য্যে
প্রতিটি ব্যষ্টি ও সমাজ যতদিন
সংশাসিত হ'য়ে না উঠছে,—
ততদিন পর্য্যন্ত
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, কলা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য
যোগ্যতায় অভিনন্দিত হওয়া তো দূরের কথা—
বরং তা'
সংহতিহারা উচ্ছন্নমুখী হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
আর, ভরদুনিয়ার প্রজনন, জন ও গোষ্ঠী
অপলাপের আবর্ত্তনে
আবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে;
যদি সপরিবেশ নিজের উন্নতি চাও,

পরাক্রমে প্রবুদ্ধই হ'তে চাও,
বোধিবিজৃম্ভী সৌরত-সন্দীপ্ত পৌরুষত্বে
মানুষকে সংহত ক'রে তুলে
উন্নতির অভিযাত্রীই ক'রে তুলতে চাও—
বিক্রম-অভিদীপ্ত উদ্যোগ ও প্রস্তুতি-প্রাচুর্য্যে—
খতিয়ে, বেশ নজর দিয়ে
যেখানে যেমন ক'রতে হয়
ক'রে চল উন্নত পরিচর্য্যায়,
নয়তো, জাহান্নমের লেলিহান জিহ্বা
তোমাদিগকে অনুসরণ ক'রতে ছাড়বে না। ৩২১২।
২০।৫।১৯৫১, সকাল ৭টা

ইষ্টার্থপরায়ণ পৌরুষত্ব, সংহতি ও পরাক্রম
যেখানে যত নিস্তেজ,—
শ্রেয়নিষ্ঠা, কুল ও আত্মমর্যাদার অপলাপও
সেখানে তত তীব্র,
তাই, সে-সমাজ বা পরিবারের স্ত্রীগণও
ব্যভিচার-উন্মুখ স্বতঃই,
বিবাহ-বিতৃষ্ণাও সেখানে প্রবল,
কুপ্রজননের কুৎসিত মহড়াও সেখানে অলল,
নারীগণ সেখানে
বোধিহানি ও স্বাস্থ্যহানিরই প্রসূতি। ৩২১৩।
২০।৫।১৯৫১, সকাল ৭।২০

যে-প্রীতির অভিব্যক্তি কেবল কথায়—
কাজে বা চরিত্রে নয়কো,
তা' কাপট্যলাঞ্ছিত প্রায়শঃ। ৩২১৪।
২০।৫।১৯৫১, বিকাল ৪-৪০

স্বার্থগৃধ্নু হীনম্মন্যতার খাতিরে
হামবড়াইয়ের প্ররোচনায়
সংহতিকে সৃজন ক'রো না,
ইষ্টানুগ শ্রেয়চেতী হ'য়ে
সংহতিকে প্রীতিনিবদ্ধ, বজ্রকঠোর ক'রে তোল,
অনুবীক্ষী সন্ধিৎসা-তৎপর সুসংহত
বোধিতাৎপর্য্যে
পূর্ব্বাপর বিবেচনা ক'রে
তোমাদের পন্থা ও চলনকে দৃঢ়দীপ্ত ক'রে তোল,
উপযুক্ত সঙ্গতি-সমভিব্যাহারে
শক্তি, সামর্থ্য, পরাক্রম উচ্ছল হ'য়ে রইবে। ৩২১৫।
২০।৫।১৯৫১, বিকাল ৫টা

পূরয়মাণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ যাঁ'রা—
তাঁ'রা স্বতঃ-উদ্বোধনী তাৎপর্য্যে
বিধায়কই হ'য়ে থাকেন প্রায়শঃ,
আর, সেই মহাপুরুষে অন্তরাসী
তদর্থপরায়ণ বেষ্টনী যাঁ'রা
তাঁ'রা যদি তদনুবর্ত্তিতায়
ঐ বিধানের নিয়ামক হ'য়ে হ'য়ে ওঠেন,—
এই বিধায়ন ও নিয়মনের যোগদীপ্তি
গণ-হৃদয়ে ও গণ-জগতে
একটা উদ্বর্দ্ধনী প্লাবন সৃষ্টি ক'রে থাকে,
বিপ্লব সেখানে স্বতঃ, সলীল,
অবস্থানুপাতিক দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
ক্ষিপ্র ও দক্ষ কুশলকৌশলী হ'য়ে
ব্যষ্টিজীবনকে আকৃষ্ট ক'রে

উন্নতির অভিদীপনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
স্বর্গের 'স্বাগতম্'—আহ্বান
উদ্গাতার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে
সার্থক ক'রে তোলে দুনিয়াটাকে। ৩২১৬।
২০।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৩৫

পূরয়মাণ প্রকৃত মহাপুরুষস্ব
যাঁ'দের ভিতর নিহিত থাকে—
তাঁ'দের যিনি যে-স্তরেরই হউন না কেন,
সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ ও সম্যক্ সহযোগিতা
সেখানে সলীল,
প্রত্যেক মহাপুরুষ
প্রত্যেক মহাপুরুষের অনুপূরক
ও সক্রিয় সহযোগী—একত্বানুধ্যায়ী,—
প্রকৃতির আসল তাৎপর্য্যই এই। ৩২১৭।
২০।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

যখনই দেখছ, মানুষ
পূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্যকে, ধর্ম্মকে,
কৃষ্টিকে, বৈশিষ্ট্যকে
সম্ভ্রম বা সমীহ না ক'রেও
বা সমীহ থাকা সত্ত্বেও
শ্রেয়শ্রদ্ধাহীন, আত্মম্ভরী, উদ্ধত,
ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যে অমর্য্যাদাসম্পন্ন—
এমনতর প্রবল সত্তাপহা ব্যক্তিত্বের সমর্থক
ও তা'তে অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠছে,

বুঝে নিও—
গণহৃদয় ব্যসনবিলোল প্ররোচনায়
অনেকখানিই এগিয়ে উঠেছে,
আত্মমর্য্যাদাকে পর্য্যুদস্ত ক'রেও
আভিজাত্যকে অস্বীকার ক'রেও
অসহায় ক্লীবের মত
অন্তর তা'দের
ঐ প্রবল ব্যক্তিত্বে পরাভূতি স্বীকার ক'রেছে,
আর, ওই হ'চ্ছে অকল্যাণের আগমনী—
সংহতির সর্ব্বনাশা ছেদনী আকর্ষণ ;
এটা নজরে এলেই যদি সাবধান না হও—
সমাজ-কাঠামো, গণ-সংহতি
খোলা খাবরার মত খান-খান হ'য়ে যাবে,
বিদ্রোহ ও বিপাক অললভাবে
শাতনের কুটিল ব্যাদানে
অভিচারী অভিসম্পাতে গিয়ে ঢুকে প'ড়বে ;
দেশকালপাত্রানুপাতিক
সংহতির বৈশিষ্ট্যপালী মূলসূত্রকে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায় জাজ্বল্যমান ক'রে
বিহিত করণীয়ের ভিতর-দিয়ে
সংহত ক'রে তোল সবাইকে,
ভবিষ্যৎ নস্যাৎ-মন্ত্রে
নাশক হ'য়ে উঠবে না তোমার। ৩২১৮।

২০।৫।১৯৫১, রাত্রি ৭-৪৫

পদ ও অর্থের সুসঙ্গত সান্বয়ী
সার্থকতার ভিতর-দিয়ে

যে সংশ্লেষণী সমাবেশ বিস্ফষ্ট হ'য়ে ওঠে—
তা'ই হ'চ্ছে পদার্থতত্ত্ব। ৩২১৯।
২০।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

সাত্ত্বিক সন্দীপনা যা'র যত তমসাচ্ছন্ন—
ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দের বিবেচনাও
তা'র তত সঙ্কীর্ণ,
তাল-বেতালে ব্যক্তিত্বও তা'র
বিপন্নও হয় তেমনি। ৩২২০।
২১।৫।১৯৫১, সকাল ৭-২০

প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী মনোবিকার
আনুপাতিক বিচার-তাৎপর্য্যে
পছন্দের সৃষ্টি করে,
কিন্তু ইষ্টার্থপরায়ণতা
বিকার ও তৎসম্ভূত বিচারকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
একসূত্রসঙ্গত ক'রে তোলে। ৩২২১।
২১।৫।১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

পূর্ব্বতনে আপ্যায়নী উদ্দীপনায়
সশ্রদ্ধ প্রীতিবদ্ধ,
এবং তাঁদেরই বোধিদীপ্তিতে আপূরিত হ'য়ে
গণপরিপূরক যাঁ'রা—
তাঁ'দের বোধ ও বাণীর
সার্থক অন্বয়ী সমাবেশ নিয়ে,
দেশ, কাল ও পাত্রানুপাতিক পুরশ্চরণী পরিবেষণে,
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন সমঞ্জসা ছন্দানুবর্ত্তিতায়

বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রকে স্ফুরিত ক'রে,
গ্লানি-অপনোদনে—
পূর্ব্বতনেরই আরোতর উদ্ঘাটনে
ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে
সংস্থাপিত ক'রে,—
তাঁ'রাই মহান পূরণকারী,
পূরয়মাণ মহৎ তাঁ'রা। ৩২২২।
২১।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

অনর্থক ও অবিন্যস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম
যা'দের মস্তিষ্কে মজুত থাকে—
তা'দের বোধিও তদ্রূপই হ'য়ে ওঠে,
সৎ-অনুরাগ ও সৎ-নির্দ্দেশ
তা'দের পক্ষে ভাবের কথা মাত্র,
প্রবৃত্তি-প্ররোচিত ভ্রান্ত বোধি
যেদিকে টেনে নিয়ে যায়—
সেই গতিসম্পন্ন হয় তা'রা,
ফলে, দুঃখ-কষ্ট ও অকৃতকার্য্যতাও
অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে;
শ্রেয়ার্থপরায়ণ হও,
তৎস্বার্থী হ'য়ে তদনুগ চলনে চল,
অমনি ক'রেই
অবিন্যস্ত বোধি ও তৎপ্রসূত কর্ম্মকে
বিন্যাস ক'রে তোল,—
রেহাই পাবে। ৩২২৩।
২২।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৫০

নৈতিকতা দাবী করবার পূর্ব্বেই মনে রেখো—
নৈতিকতা প্রথমতঃই তোমার জন্য,
তুমি যদি নৈতিক জীবন প্রতিপালন কর,
নীতি-পরিপালী হও,
তবেই নীতিজ্ঞানের উন্মেষ হ'তে থাকবে তোমাতে,
নীতিজ্ঞ হবে তুমি,
এবং তা'রই দীপ্তি অনেকের জীবনকেই
নৈতিক জীবনে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
আলোকিত হ'য়ে উঠবে তা'রা—
ঐ নৈতিক সার্থকতায়,
ক্রমশঃই তা'রাও তোমার প্রতি
অমনতর ক'রতে থাকবে;
এমন ক'রেই
তুমি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে সবাইতে,
আবার, সবাই তোমাতে সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠবে
অন্তরাবেগ-তাৎপর্য্যে;
তাই, নৈতিকতা দাবী করবার আগে
তোমার জীবনকে
নৈতিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
তোমার ঐ আত্মনিয়ন্ত্রণই
ঐ দাবীকে কবুল ক'রবে,
নইলে, তা' পরিবেশের কাছে প্রত্যাশা করা
একটা বিড়ম্বনা মাত্র। ৩২২৪।
২২।৫।১৯৫১, বিকাল ৪-২৮

তুমি কিছু ক'রবে না,
অথচ তোমার চাহিদা যা'-কিছু

কেউ পূরণ ক'রে দেবে—
তা' ভগবানই হউন বা সাধু-সজ্জনই হউন,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ঈশ্বরপ্রদত্ত জৈবী-প্রেরণাকে
উদ্যমী আবেগে
কর্ম্মোৎফুল্লতার ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রণে
স্ফুরণ ক'রে তুলতে চাও না,
যা'র ফলে, তুমি ক্রম-বিবর্ত্তনে
উন্নত অনুক্রমায়
যোগ্যতার বিন্যাস-প্রকীর্ত্তিতে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পার,
অথচ জৈব-আকূতির ভোগবিলাস
তোমাকে প্রলুব্ধ করেই কি করে,
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায় তদনুগ চলনে
নিজের কর্ম্মানুপ্রেরণাকে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
উপযুক্তভাবে নিষ্পন্ন ক'রে
কৃতিত্বই যদি অর্জ্জন না কর,—
যিনিই হউন, তিনি তোমাকে
লাখ দিন না কেন,
তা'তে তোমার কিছুই এসে যাবে না,
তুমি উপভোগই ক'রতে পারবে না তা'
তা'র মরকোচকে উদ্ভিন্ন ক'রে,
তোমার বিজ্ঞতা ব্যসন-বিজৃম্ভণে
সাবাড় হ'য়ে চ'লবে,

যতই এৎফাঁক কর না কেন,
সবই ফক্কিকারীতে নিকেশ হ'য়ে যাবে ;
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায় তদনুগচলনে চল,
তদর্থে তোমার সমস্ত চাহিদাগুলিকে
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে নিষ্পন্ন ক'রে
কৃতী হ'য়ে ওঠ—
একটা সুসঙ্গত সমাবেশে,
যোগ্যতার যোগ্য পরিকৃতিতে,
এমনি ক'রেই সার্থক বিজ্ঞতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
প্রাজ্ঞতায় অধিষ্ঠিত হও,
সার্থক হ'য়ে ওঠ সেই বোধিসত্তায়। ৩২২৫।
২২।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২০

অজ্ঞজনের বিজ্ঞ উপাধি
জীবনকে ব্যাধিসঙ্কুলই ক'রে তোলে। ৩২২৬।
২২।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২৫

যা'দের কাছে প্রীতির কদর নেই,
সাত্ত্বিক সহানুভূতি ও সঙ্গত সমর্থনে
স্বতঃই যা'রা সানুকম্পী হ'য়ে ওঠে না,
'ফেল কড়ি, মাখ তেল—
তুমি কি আমার পর ?'—
এই নীতিই যা'দের
অন্তর্নিহিত ভাব ও চলনাকে নিয়ন্ত্রণ করে,
বুঝো, সেখানে প্রীতির ব্যবসা আছে,
প্রীতি নেইকো সেখানে ;

ব্যবসাদারী প্রীতির লক্ষণই হ'চ্ছে—
'তোমার জন্য পরাণ কাঁদে
দেবার কিছু নাই',
দেওয়ার বা করবার সন্ধিৎসাপ্রবণ
বোধোদ্দীপী আগ্রহই জাগে না,
তাই, সুযোগ ও সুবিধাও খুঁজে পায় না,
এমনতর সংশ্রব তোমাকে
উন্নতিপ্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে না ;
তুমি শ্রেয়ার্থ-চলনে অটুট থাক
ও তেমনি ক'রেই চল,
ঐ শ্রেয়-প্রীতিই যেন তোমার
আদান-প্রদানের নিয়ামক হয়,
তোমার জীবন-স্পর্শ পেয়ে
সবাই যেন উল্লসিত চরিত্র নিয়ে
প্রীতি-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ৩২২৭।
২২।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

কেউ যদি ইষ্ট বা শ্রেয়ার্থ-পরায়ণ হয়,
তা'র প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা
তদনুগ উপচয়ী হ'য়ে চলে—অচ্যুত চলনে
সন্ধিৎসু সামঞ্জস্যে—
কর্ম্মঠ বোধিদীপনায়
নিষ্পাদনী নৈপুণ্য নিয়ে—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের অন্বিত সমর্থনে,
তা'কে বাহ্যিক দৃষ্টিতে
যেমনতর পাগল ব'লেই

প্রতীয়মান হো'ক না কেন—সে সুস্থই ;
আবার, যে
ইষ্ট বা শ্রেয়ার্থী-চলনহারা,
অনর্থক অসমঞ্জস বিজ্ঞতার অভিদীপনায়
প্রবৃত্তি-সংক্ষুধ হ'য়ে চলে—ওতেই সার্থক হ'তে,
বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি-অভিভূতিতে
অর্থান্বিত হওয়ার আগ্রহ-চলনে—
তা'রই সঙ্গতিসম্পন্ন যুক্তি নিয়ে,
যত বড়ই বিজ্ঞ অভিব্যক্তি থাক না কেন তা'র,
সে কিন্তু বিকৃত—উন্মত্ত—অসুস্থই। ৩২২৮।
২২।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

তোমার শুভস্বার্থী যাঁ'রা,
তোমার উৎকর্ষী উপচয়ী উন্নত চলনে
যাঁ'রা নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করেন,
এক-কথায়,
সর্ব্বতোভাবে তোমার মঙ্গলকামী যাঁ'রা,
তোমার দুঃখ, দৈন্য
বা তোমার প্রতি অন্যায়-অত্যাচারে
বা তুমি বিড়ম্বিত হ'লে—
তা'তে তোমার দোষ থাক্ বা না থাক্—
যাঁ'রা অন্তরে আঘাত পান, মুসড়ে যান,
সন্ধিৎসু, চকিত, শুভসন্ধিক্ষু দৃষ্টিতে
তোমার অনুধ্যায়ী যাঁ'রা,
যেমন মা, বাপ, খুড়ো, জ্যাঠা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি,
এমন-কি, তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ হ'য়েও

তোমার শুভানুধ্যায়িতাই
যাঁ'র উৎকণ্ঠাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা,
—তেমনতর গুরুজন, আচার্য্য, ইষ্ট ইত্যাদিই
তোমার পক্ষে শ্রেয়,
সমস্ত শ্রেয় হ'তেও শ্রেয় তিনি—
যিনি তোমার পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ বা ইষ্টদেবতা—
যিনি বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণ-ভঙ্গিমায়
ভালমন্দ শাসন-তোষণের ভিতর-দিয়ে
সমস্ত শ্রেয়কে সার্থক ক'রে
উন্নত সন্দীপনায়
পরমার্থে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলেন তোমাকে। ৩২২৯।
২৩।৫।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

যে-প্রবৃত্তির সংঘাত বা প্ররোচনা
তোমাকে শ্রেয় বা ইষ্ট হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে
বা বিচ্ছিন্ন ক'রতে চায়—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার নিয়ামক-বৃত্তি—
যা' অবগুপ্তভাবে তোমাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছে
সহযোগী প্রবৃত্তি নিয়ে—নানাভঙ্গিমায় ;
তোমার অনুরাগ
ঐ প্রবৃত্তিকে ভেদ ক'রে
শ্রেয় বা ইষ্টার্থে নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি,
তুমি ইষ্টানুগ চলনে চলনি তখনও,
ঐ প্রবৃত্তির তোয়াজ যখনই যেমন পেয়েছ—
তা'তেই ঐ তোয়াজে অনুরক্ত হ'য়ে
তেমনতরই চ'লেছ ;
তাই, তোমার বিজ্ঞ গর্ব্বেপ্সা বা ভাঁওতা

ওরই সুবিধেমাফিক
যা'কে যেমনতরভাবেই প্ররোচিত ক'রতে হয়
তা'ই ক'রে চ'লেছে—
সঙ্গতিহারা অনর্থক অর্থ আরোপ ক'রে,
ঈশ্বর বা দেবতার নামে
ভূতেরই পূজারী হ'য়ে রয়েছে—
ঐ ভূতপ্রসাদেরই আবাহনে,
যত বিজ্ঞতাই দেখাও না কেন,
তোমার বোধিজলুস, প্রচেষ্টা ও কর্ম্ম-সন্দীপনা
ওখানেই খতমের আবর্ত্তনে
ওঠানামায় অবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লেছে
উচ্ছল ক্রমানুচলন হারিয়ে;
কিন্তু শ্রেয় বা ইষ্টার্থনিবদ্ধ অনুরাগ হ'লে
তোমার প্রবৃত্তিগুলি
একটা সার্থক সংহতি নিয়ে
ঐ শ্রেয় বা ইষ্টেই অন্বিত হ'য়ে উঠত,
তোমার দর্শন ও বোধিবৃত্তিও
সার্থক হ'য়ে উঠত ওখানে—
একটা যোগ্য ও প্রাজ্ঞ অভিদীপ্তিতে। ৩২৩০।

২৩।৫।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

যিনি প্রাচীন বা পূর্ব্বতনে অনুরাগ-উচ্ছল হ'য়ে
তাঁ'দের বার্ত্তা বা বাণী পরিপালন ক'রে
দেশ কাল ও পাত্রানুপাতিক
তা'রই সুসঙ্গত সার্থক পরিপূরণশীল—
তিনিই পূর্ব্বপূরয়মাণ,

ইষ্টার্থ-অনুচারী,
তপপ্রাণ বেত্তা-আচার্য্য তিনিই। ৩২৩১।
২৩।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

যা'রা বলে "ঈশ্বরকে স্বীকার করি",
অথচ তাঁ'রই বার্ত্তিক গুরু-পুরুষোত্তমকে
অনুসরণ ক'রে না,—
বাস্তবতায় ঈশ্বরকেও স্বীকার করে না তা'রা,
কারণ, তদ্বার্ত্তিক পূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমই
ঈশ্বরের জীবন্ত বেদী ;
আবার, যখনই তাঁ'র আবির্ভাব হয়
তিনিই তখন বিশ্বগুরু – এককই—
অদ্বিতীয়—অতুল্য। ৩২৩২।
২৩।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-১০

পূরয়মাণ গুরু-পুরুষোত্তম যিনি—
তাঁ'তে শ্রদ্ধানিবদ্ধ অচ্যুত অনুবর্ত্তী যাঁ'রা,
তপপ্রভ, সক্রিয়, অটল পরাক্রম-তাৎপর্য্যবাহী যাঁ'রা,
তাঁ'রাই তাঁ'রই দীপ্ত বলয় বা বেষ্টনী—
লোক-উদ্গতি—উদ্গাতা—
পূজার্হ অর্ঘ্যনীয় গণনায়ক তাঁ'রা—
নমস্য তাঁ'রা—
কারণ, তাঁ'দের উদ্দীপ্ত বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে
তিনিই ফুটন্ত হ'য়ে
লোক-অন্তর প্রদীপ্ত ক'রে তোলেন। ৩২৩৩।
২৩।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-২০

তুমি পূর্ব্বতন প্রাচীনে
যতই অনুরাগনিবদ্ধ থাক না কেন,
পূর্ব্বপূরয়মাণ গুরুপুরুষোত্তমে
তপপ্রাণ শ্রদ্ধানিবদ্ধ যদি না হও,—
তোমার ঐ পূর্ব্বতনে অনুরতি
অবৈধ ও অজ্ঞতাব্যঞ্জক,
কারণ, বর্ত্তমানের প্রতি যদি আনুগত্য
না থাকে—
তবে পূর্ব্বতনের অনুসরণ
মনগড়া-সংস্কারাবৃত ক'রে
মানুষের ধীকে অস্বচ্ছ ক'রে রাখে,
কিন্তু ঐ যুগপুরুষোত্তমের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'দের জীবন প্রদীপ্ত হ'য়ে
বোধ ও বাণীর দীপক তাৎপর্য্যে
সুকেন্দ্রিক সান্বয়ী বোধিদীপনায়
মানুষকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে,
প্রাণন-পথ প্রাঞ্জল হ'য়ে ওঠে তা'দের কাছে,
সবারই সুসঙ্গত বোধিব্যাখ্যাও
তাঁ'তেই নিহিত থাকে,
তাই, তাঁ'কেই যা'রা ভজনা করে—
ঐ পূর্ব্বতনেরই উপাদানসামান্যে
সশ্রদ্ধ সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
সেই বোধিসত্ত্ব তাঁ'কেই পেয়ে থাকে তা'রা। ৩২৩৪।

২৩।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-৪০

আয়াসবিহীন পাওয়া
বা অযথা সাহায্য নেওয়া

যোগ্যতাকে জাহান্নমের দিকে নিয়ে যায়,
আবার, তা' মানুষকে
অকৃতজ্ঞও ক'রে তোলে তেমনি,
কারণ, কত করায় কী পাওয়া যায়
বা কত ধানে কত চাল
তা'র বোধ নেই তা'দের। ৩২৩৫।
২৪।৫।১৯৫১, সকাল ৬-৫০

দমে যা'রা খাট—
নীচু পথই বেছে নিতে চায় তা'রা প্রায়শঃই,
আর, দমে যা'রা তাজা—
উচ্চল বত্ম'ই তা'দের পক্ষে আনন্দের বিষয়। ৩২৩৬।
২৪।৫।১৯৫১, সকাল ৭-৫০

অলস আরামশীল প্রকৃতি
একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে, উদ্যোগী প্রযত্নে
সময় থাকতে প্রস্তুত হ'তে পারে না,
যা'তে আপদ-বিপদ-দৈবদুর্বিবপাকে
আত্মরক্ষা ক'রতে পারে,
পরে আপসোস-সহকারে
নানারকম বুদ্ধির এৎফাঁক ক'রতে থাকে,
তা'ও নিরর্থকই প্রায়শঃ,
চোর পালালে বুদ্ধি গজায় তা'দের ;
ঐ প্রকৃতি অযথা আপদ-বিপদের
আমন্ত্রকই হ'য়ে থাকে। ৩২৩৭।
২৪।৫।১৯৫১, সকাল ৮টা

সশ্রদ্ধ বোধি-আনতি নিয়ে
সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
অনুরাগ-মুখর স্মিত সেবাপ্রাণ শ্রমানুচর্য্যায়
পালন-পূরণ-পোষণে
শ্বশুর-শাশুড়ী-পরিবার-পরিজন-সহ
স্বামীর চিত্ত-বিনোদন ক'রে
শ্রেয়ানুগ পন্থায় নিজে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
স্বামীকে যে ঐ শ্রেয়ানুগ উচ্চল চলনে
শ্রমসুখী ক'রে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে—
বর্দ্ধন ও বদান্যতায়,
সেই নারীই ধন্য,
গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী সে । ৩২৩৮ ।
২৪।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৫৫

তোমার স্বার্থ যিনি—
আর, তাঁ'র স্বার্থ-প্রণোদী যে বা যা'রা—
এই উভয়ের স্বার্থ-পরিচর্য্যায়
শ্রমসুখ-সেবানিরত থেকে
তা'দের উপচয়ে উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে
যতই চ'লতে পারবে,—
তুমিও উপচয়ী হ'তে থাকবে ততই । ৩২৩৯ ।
২৪।৫।১৯৫১, সকাল ৯টা

একই যুগে সমসাময়িক
বহু মহৎ, সাধু গুরু বা সিদ্ধসন্তের
আবির্ভাব হ'তে পারে,
কিন্তু তাঁ'দের প্রত্যেকেই

ভাগবত-তাৎপর্য্য-সমত্বে দাঁড়িয়েও
বোধ ও অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যবান ;
কিন্তু বিশেষত্ব এই—
তাঁ'রা প্রত্যেকেই সেই এক গুরু-পুরুষোত্তমে অনুশ্রদ্ধ
এবং পারস্পরিকতায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকেরই অনুপূরক—
সক্রিয় বাস্তবতায়,
আর, এর ব্যত্যয় যেখানে
মহত্ত্ব সেখানে সন্দেহের ;
আবার, তাঁ'রা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের
সহায়ক ও শুভসাধন-সঙ্কল্পী
স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে,
কারণ, ঈশ্বর এক
এবং তাঁ' থেকেই যা'-কিছু উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
সেই পরম একত্ব-বিধৃত বিভিন্ন বিশেষত্বে। ৩২৪০।

২৪।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৩০

সশ্রদ্ধ যে, কথাও ফোটে তা'র কাছে,
সেই কথাই আনে বুঝ,
আর, সে-বুঝ চিত্তস্পর্শী হ'লেই
মানুষকে তদনুপাতিক চলন্ত ক'রে তোলে,
তাই, তোমার চলনাকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর
যা'তে তোমার সংস্পর্শে মানুষ
স্বতঃই তোমার প্রতি শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
সেই অবস্থায় তোমার কথা
তা'র প্রাণকে স্পর্শ ক'রে

বুঝকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, অমনতর বুঝই তা'র চলন-ভঙ্গিমার
নিয়ামক হ'য়ে উঠবে। ৩২৪১।
২৪।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

পূরয়মাণ পরম আচার্য্য গুরু-পুরুষোত্তম
বা পরম স্বতঃ-সত্ত্ব বা তথাগতের আবির্ভাব
কোন বাঁধাধরা স্থল বা প্রথার
ভিতর-দিয়েই হ'য়ে উঠবে
এমন কোনই কথা নেই;
বিশেষ কোন জাতিই হো'ক
বিশেষ কোন বর্ণই হো'ক
বিশেষ কোন ধর্ম্মসংস্থা বা দ্বিজাধিকরণই হো'ক
তা'র ভিতরই যে তাঁ'র অভ্যুদয় হ'তে হবে—
তা'র কোন স্থিরতা নেইকো;
তিনি ধনীর ঘরেও আবির্ভূত হ'তে পারেন,
মহাদরিদ্রের ঘরেও আবির্ভূত হ'তে পারেন,
অত্যন্ত হীনজাতির ঘরেও
আবির্ভূত হ'তে পারেন,
অত্যন্ত উচ্চ জাতির ঘরেও
আবির্ভূত হ'তে পারেন,
কিন্তু এটা ঠিকই,
যেখানেই আসুন তিনি,
যাঁ'দের ভিতর-দিয়েই আবির্ভূত হউন না তিনি,
তাঁ'রা সশ্রদ্ধ ইষ্টার্থপরায়ণ
সহজ ও সলীল অনুকম্পা-অনুস্যূত
আকুতিপ্রবণ হ'য়েই থাকেন প্রায়শঃ,

যেখানে গণসত্তার উৎক্রমণী আহ্বান
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
অনুকম্পাঘন হ'য়ে
সুদৃঢ় আকূতি-উচ্ছল হ'য়ে থাকে ;
আবার, সেই দেশেই তাঁ'র আবির্ভাব হ'য়ে থাকে—
যে-দেশের সমাজ-নিয়ন্তাগণ
এমনতরই একটা বিপাক-আবর্ত্তনের
সৃষ্টি ক'রে তোলে
যা'র ভিতর-দিয়ে
লোকের সত্তা-সংরক্ষণী উৎকণ্ঠ আবেগ
দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত উদ্ভিন্ন হ'য়ে
অজান চাহিদায়
'তুমি এস, বাঁচাও' ব'লে
আহ্বান ক'রতে থাকে,
আর, ঐ হ'চ্ছে তাঁ'র আবির্ভাবের
আগম-আহ্বান ;
তাই, কোন মনগড়া বাঁধাধরা নীতির নিগড়ে
আবদ্ধ হ'য়ে
কোন সম্প্রদায়, সমাজ বা সংহতিতেই
তাঁ'র অভ্যুত্থান
হ'য়ে উঠতে নাও পারে,
কারণ, তিনি সব সম্প্রদায়ের, সব সমাজের,
সব দ্বিজাধিকরণেরই পরিপূরক—
সত্তাসংরক্ষী অভ্যুদয়ের উদ্গাতা,
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী লোকতন্ত্র-বিধায়ক ;
ফল কথা, দুনিয়ার চাহিদা যেখানে আকুল-কণ্ঠে
মূক-গভীর বেদন-উৎকণ্ঠায়

স্বকেন্দ্রিক আগ্রহ-অপেক্ষায়
চকিত চলনে অপেক্ষা করে—
বাক্য, ব্যবহার ও চালচলনের
সমঞ্জসা আকৃতি নিয়ে
আবির্ভাবও হ'য়ে থাকে তাঁ'র সেখানেই
প্রায়শঃ। ৩২৪২।
২৪।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮-৫৫

তোমার সেবা ও সরবরাহ
অন্যকে যতই
সৌন্দর্য্যতৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে,
তুষ্টিপ্রসন্ন ক'রে তুলতে পারবে,—
অন্যেও তোমাতে তত
অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে,
তোমার সেবা বা সরবরাহকে পছন্দ ক'রে
তা'ই উপভোগ ক'রতে চাইবে,
আর, ঐ চাওয়াই
তোমার প্রাপ্তিকে উচ্ছল ক'রে তুলবে,
তাই, শুভপ্রচেষ্টায় মানুষকে
শুভস্ফূর্ত্ত ক'রে তোল,
প্রতিক্রিয়ায়
শুভপুষ্টিতেই তুমি পুরস্কৃত হ'য়ে উঠবে। ৩২৪৩।
২৫।৫।১৯৫১, সকাল ৮টা

কন্যা বা তা'র অভিভাবকের
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত আত্মপ্রসাদী আত্মোৎসর্গ বা দান
যে-বিবাহের নিয়ামক
সেই বিবাহই শ্রেয়—

যেমন, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও ব্রাহ্ম বিবাহ,
এ-সব বিবাহ সুফলপ্রসূই প্রায়শঃ,
তাই, শাস্ত্রকারেরা ঐ জাতীয় বিবাহগুলিকে
প্রশংসনীয় ব'লে গিয়েছেন,
কারণ, তা' প্রত্যাশাপীড়িত আত্মোপভোগমত্ত নয়কো,
সেখানে আছে সমর্থনী সেবা-সম্বর্দ্ধনা
ও গুরুগৌরবী শ্রেয়-প্রতিষ্ঠা,
সুকেন্দ্রিক, সমঞ্জস, অন্বয়ী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
আত্মবিকাশ
ও সত্তাপোষণী কামসঙ্গতি ;
আবার. কাম-অধ্যুষিত লোলুপতার ভিতর-দিয়ে
প্রলুব্ধ পরিবেক্ষণে
প্রবৃত্তি-উপভোগ-তাৎপর্য্যে
নিজেকে মোহমুগ্ধ ক'রে
যে-বিবাহ নিষ্পন্ন হয়
তা' শ্রেয়সন্দীপী নয়কো,
সুফলপ্রসূও নয় প্রায়শঃ,
তাই, সেগুলি নিন্দনীয়—
যেমন গান্ধর্ব্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষসবিবাহ ;
কিন্তু নিম্ন পর্য্যায়ের মধ্যে
বৈশিষ্ট্যপালী, কুলসংস্কৃতি-পোষণী
গান্ধর্ব্ব-বিবাহই শ্রেয় । ৩২৪৪ ।

২৫।৫।১৯৫১, বিকাল ৬-৩০

প্রত্যাশা-প্ররোচিত ক'রে
মানুষকে আয়ত্তে আনতে যেও না,

ভেবো না, ঐ প্রত্যাশার প্রলোভন দিয়েই
তুমি তা'কে কিনে ফেলবে,
বরং ঐ প্ররোচিত প্রত্যাশা
তোমাকেই তা'র শিকার ক'রে নিতে
কসুর ক'রবে না ;
প্রলোভন দেখিয়ে
কাউকে কিনতে পারা যায় না,
তাই, তোমার আচার, ব্যবহার, অনুকম্পা,
সহৃদয়ী সৌজন্য, সেবানুচর্য্যা
ও সার্থক সুসঙ্গত
বাস্তব বোধিবিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
মানুষ তোমার হৃদয়ের স্পর্শলাভ করুক,
সশ্রদ্ধ আনতিতে অচ্ছেদ্যভাবে
তোমাতে প্রীতিনিবদ্ধ হ'য়ে উঠুক ;—
এমনি ক'রে হৃদয় দাও, হৃদয় পাবে,
তোমার অন্তরস্থ অনুকম্পী আকর্ষণ
মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট ক'রে তুলবে ;
অবশ্য, অযথা বিজ্ঞতার
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ খোলস প'রে
যা'রা শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন ক'রে আছে,
সেই খোলস না ফাটা পর্য্যন্ত
তা'রা নিজেকে খুলতে পারে না,
কিন্তু তা'দের অন্তরেও
যদি ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠা ক'রতে পার,
তা'ই-ই তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলবে
সাত্ত্বিক স্বভাব-সঙ্গত বান্ধবতায়,
এমনি ক'রেই তোমাতে সর্ব্বতোভাবে

স্বার্থান্বিত ক'রে তোল তা'দিগকে,
তুমিও তা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ-অনুচর্য্যায়,
সম্বৰ্দ্ধিত হবে তুমি,
তাপস ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনার স্বাগতম্-আমন্ত্রণে
ক্রমযোগ্যতায় তা'রাও
সার্থক ও সম্বৰ্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে। ৩২৪৫।
২৫।৫।১৯৫১, রাত্রি ৯-৪০

মেয়েদের
অশ্রেয়-পুরুষে বা বহুপুরুষে বাগ্‌দান
ব্যতিক্রমী, বিকেন্দ্রিক, ব্যভিচারী শ্রদ্ধাদীপনা-হেতু
ভ্রষ্টাচারের তুল্য উপপাতক,
বিকৃত মানসিকতার দরুন
শ্রদ্ধা-অনুচর্য্যাকে ব্যাহত ক'রে
অপকৃষ্ট জননেরই আমন্ত্রক তা'। ৩২৪৬।
২৬।৫।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

তপশ্চর্য্যায়
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণে
বাস্তব পরিক্রমায়
ভঙ্গী-তাৎপর্য্যের সহিত
মনোদীপ্তির সুসঙ্গতিতে
যেমন বিনিয়োগে যা' সংঘটিত হয়,
আয়ত্তে অধিগত ক'রে

তা'রই প্রয়োগ-ব্যবস্থিততে
ব্যাপার বা অবস্থার প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রণ—
তা'ই হ'চ্ছে সিদ্ধাই বা বিভূতি,
কিন্তু এই সিদ্ধাই বা বিভূতি-সম্বেগ
মানুষকে পরমার্থে সার্থক ক'রে তোলবার
বাধাই স্থষ্টি ক'রে থাকে প্রায়শঃ । ৩২৪৭ ।
২৬।৫।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

যে-কোন মানুষকে কোন-কাজে
মনোনীত ক'রতে হ'লে পরেই
আগেই দেখে নিও—
সে কোন্ বিশিষ্টকুলসম্ভূত,
তা' থেকেই খানিকটা সম্ভাব্যতাকে
এঁচে নিতে পারবে,
তারপরেই বুঝতে চেষ্টা ক'রবে—
কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, চলাফেরা
ইত্যাদি রকমারির ভিতর-দিয়ে—
তা'র সহজাত গুণবৈশিষ্ট্য কী কী,
যা'র 'পর দাঁড়িয়ে অন্য যা'-কিছুকে
সে তা'র বিবেচনার আয়ত্তে নিয়ে আসে—
একটা স্বাভাবিক সঙ্গতিপূর্ণ
যুক্তি ও যোগ-অনুক্রমিকতায় ;
তা'রপরেই দেখে নেবে বিশেষভাবে—
সে কেমনতর নিপুণ,
সাহস, দক্ষতা এবং ক্ষিপ্রতাই বা তা'র কেমন,
অপচয়িতা বা উপচয়িতার ধাঁজই বা কেমন,
কর্ম্ম বা বাক্-চাতুর্য্যের সঙ্গতিই বা কেমন,

আ'রো দেখবে, কাম, ক্রোধ, লোভ
এই তিনটি প্রবৃত্তির ভিতর
কোন্ প্রবৃত্তি সহজ উত্তেজনাশীল
বা সংযত সাম্য-ভাবাপন্ন,
আর, কোন্ ব্যাপারে
কেমন অন্তরাসী হ'য়ে
তা'র অন্তরায়গুলিকে কেমনভাবে
সহজে পরিহার, নিরাকরণ
বা নিয়মন ক'রতে পারে,
বা এড়িয়ে চ'লতে পারে,
আর, এই সব বিবেচনাগুলির ভিতর-দিয়ে
দেখে নেবে—
কেমনতর আন্তরিকতা নিয়ে
কতখানি চ্যুত বা অচ্যুত-ভাবে
অন্তরাসী হ'য়ে চ'লতে পারে,
আবার, সে-অন্তরাসের জলুসই বা কেমনতর ;
তারপর এই সবগুলিকে জরিপ ক'রে, ধীইয়ে,
সবগুলিকে বিবেচনায় বুঝে নিও—
সে কতখানি বিশ্বস্ততার সহিত
একনিষ্ঠ হ'য়ে চ'লতে পারে,
এই বিশ্বস্ততা দেখেই
তা'কে যেখানে যেমন নিয়োজিত ক'রতে হয়
তেমনিভাবে তা' ক'রো,
না হয় ছেড়ে দিও,
কিংবা যেখানে যে-সময়ে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনিভাবেই তা'কে ব্যবহার ক'রো,
এই হ'চ্ছে

মানুষ মাপবার বাহ্যিক যৎকিঞ্চিৎ,
এইটের উপর দাঁড়িয়ে
যেখানে যেমন প্রয়োজন তাই ক'রো,
যদি এমনি ক'রে
বিবেকী পরীক্ষা-পরিচয় নিতে পার—
ঠ'কবে কম। ৩২৪৮।
২৬।৫।১৯৫১, রাত্রি ৯-৩৪

অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠ, চতুর
ভব্য-বীর্য্যে নিষ্পাদন-স্বার্থী যা'রা নয়কো,
যোগ্যতায় জ্বলন্ত হ'য়ে ওঠা
তা'দের পক্ষে কৃচ্ছ্রতম হ'য়েই থাকে। ৩২৪৯।
২৭।৫।১৯৫১, সকাল ৬-৩০

চিন্তায় যা'রা চতুর
কিন্তু কর্ম্মদক্ষ নয়,
ফতুর হ'য়ে বসবাস করাই
তা'দের স্বাভাবিক। ৩২৫০।
২৭।৫।১৯৫১, সকাল ৬-৩৫

যে অনুযোগ বা অনুরোধ বিরোধ সৃষ্টি করে—
তা' হ'তে বিরত থাকাই শ্রেয়,
বরং সে-সমস্যার সমাধান
অন্যপথে করাই সমীচীন,
আর, তা'ই-ই বিচক্ষণতা। ৩২৫১।
২৭।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

তুমি অজচ্ছল গুণসমন্বিত হ'য়েও
দাঁড়ায় যদি দৃঢ় না থাক,—
তবে সব গুণই ব্যর্থতাতেই বিপর্য্যস্ত হবে। ৩২৫২।
২৭।৫।১৯৫১, সকাল ১০-২৪

ইষ্টার্থপরায়ণ গণহিতই যা'দের জীবিকা,—
উঞ্ছবৃত্তি
এক কথায়, অন্তর উপচানো শ্রদ্ধাবদান
বা দক্ষিণাই যা'দের বৃত্তি—
ইষ্টার্থী আত্মনিয়ন্ত্রণেই
যা'দের ব্যাপ্তি ও প্রাপ্তি,
দোষ ও ত্রুটির জন্য
যা'রা নিজেকে কখনও ক্ষমা করে না,
পরিশুদ্ধি-শাসন যা'দের
স্বতঃই স্বতঃ-প্রণোদিত,—
এমনতর ব্রাহ্মণ যাঁ'রা—
তাঁ'দের, রাজদণ্ডের আয়ত্তে
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হ'ত না,
তাঁ'দের উপর রাজদণ্ডের
কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না,
কারণ, স্বতঃই তাঁ'রা
লোকপ্রতিনিধি, লোকনিয়ামক,
লোকোৎকর্ষী সাথীয়া-রাজনিয়ন্তা,
মানুষের চিরনমস্য তাঁ'রা,
মানুষের পূজার্হ তাঁ'রা,
স্মৃতি-আপ্লুত-কল্পনায়
গণ-অন্তর এখনও গেয়ে ওঠে—

'নমস্তে ব্রাহ্মণায়',
তাই বলি, ব্রাহ্মণ! এখনও জাগ,
আবার দাঁড়াও, আবার চল,
ঐ গুণ-পোষণী আলিঙ্গনে
সবাইকে কোলে তুলে নাও,
ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায়
সবাইকে সংহত ক'রে তোল,
শক্তি ও সম্বর্দ্ধনায় অটুট ক'রে তোল,
আর, তোমার তপ অমনি ক'রেই
সার্থক হ'য়ে উঠুক আবার—
একটা ব্রাহ্মীদীপ্তি বিচ্ছুরণে। ৩২৫৩।
২৭।৫।১৯৫১, বিকাল ৪-৩০

আজ তুমি
শ্রেয়ার্থপরায়ণ অনুরাগ-উদ্দীপনায়
অজচ্ছল হ'য়ে উঠেছ,
ঐ অনুরাগ-বিলোল ভাবালুতায়
আত্মত্যাগেও
কতই না উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছ,
মানুষের নিন্দাস্তুতি বা কোন যুক্তিবাদই
তোমাকে ঐ চলনা হ'তে
নিরস্ত ক'রতে পারে না;
আবার, দু'দিন পরেই উল্‌টে গেলে—
তোমার অনুরাগ-স্রোতস্বতী নেই,
ইষ্টার্থ-উদ্দীপনায় তোমার চিত্তজগৎ
মস্তিষ্কে কোন ধান্ধারই
সৃষ্টি ক'রতে পারছে না,

আত্মত্যাগ স্বার্থসম্ভূত হিসাব-নিকাশে
প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছে ;—
তা'র মানেই,
ভাবীর প্রণোদন-পরিচর্য্যায়,
তাঁ'রই অভিদীপ্তিতে
তুমি ভাববিহ্বল হ'য়ে উঠেছিলে,
কিন্তু সে-ভাব তোমার নয়কো,
তোমার নিজস্ব সত্তাসম্ভূত নয়কো,
তা' ছাড়া, তোমার ভাবালুতা
যে-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে
অমনতর হ'য়ে উঠেছিল—
সেই প্রবৃত্তির ঘাটই বদলে গেছে,
বোধিসম্বুদ্ধ অনুরাগ-আকূতি
শ্রেয়নিবদ্ধ ক'রে তোলেনি তোমাকে,
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ গর্ব্বেপ্সাপুরণী
যে অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বোধ ও বিবেচনার এৎফাঁকে
তুমি অমনতর অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠেছিলে
তা' শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ নয়কো,
তাই, শ্রেয়কেই একান্ত ক'রে
তাঁ'তেই একান্ত হ'য়ে
তদনুপোষণী ধান্ধায়
তা' নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠেনি ;
আদর্শই বল, ইষ্টই বল,
বা কুল বা গৃহদেবতাই বল,
ঐ প্রবৃত্তি-নিঃস্রাবী ভাবালুতা
যেখানে যেমনতর আবেগ-সম্পাত ক'রছে

তখনই তুমি তাঁ'রই উপাসক,
কোন শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনা
ঐ নিয়ামকপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে না তোমার;
তোমার প্রীতি শ্রেয়-স্পর্শী নয়,
তাই, দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগ
সব-কিছুকেই অতিক্রম ক'রে
উল্লাস-আবেগে ধাবমান নয়কো,
প্রবৃত্তি-প্রস্রবণ যতক্ষণ চলে
ততক্ষণ তা' উদ্দীপ্ত আবেগ-সম্পন্ন,
আবার, সেই প্রিয়র সঙ্গলাভ ক'রেও
সেই প্রস্রবণ যখন নিঃস্ব হ'য়ে যায়
তখন শুকিয়ে যায় তা' মরা গাঙের মত,
তুমি তৃপ্তি পাও না,
দীপ্তিও থাকে না তোমার,
এই ম্যাচকাফেরের হাত এড়াতে
বিগত আদর্শ যিনি বা যাঁ'রা
বা যে দেব-দেবী
তোমার ঐ প্রবৃত্তির স্বার্থগৃধ্নু লাম্পট্যের সাথে
সংঘাত সৃষ্টি করেন না,
যে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
যথেচ্ছ তুমি নিয়ন্ত্রিত হ'তে পার—
মনগড়া, ব্যভিচারী ব্যাখ্যা নিয়ে,—
সেই দিকেই ঝোঁক হওয়া স্বাভাবিক ;
সেও তোমার দুর্ব্বল-সংস্কারাচ্ছন্ন
মানসিকতার পাঁক ছাড়া কিছুই নয়কো,
পূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্য যিনি
তাঁ'তেই যে সর্ব্বদেবতা

আত্মিক অভিব্যক্তিতে সজাগ হ'য়ে থাকেন,—
এমনতর ধারণার আধিপত্যে আসা
তোমার পক্ষে অত্যন্তই জঞ্জালসঙ্কীর্ণ,
একার্থী অন্বয়ী বোধি
সজাগ নেই তোমাতে,
তবেই বুঝে দেখ,
তোমার ভাবই বল,
ভক্তিই বল, আর বোধই বল—
তা'র কিম্মৎ কতখানি,
তোমার মনুষ্যত্বের ব্যক্তিত্বই বা কতটুকু ;
যা'র আওতায় যখনই পড়ছ,
স্বার্থগৃধ্নু পরিচর্য্যার তোয়াজ যেখানেই পাচ্ছ,
সেখানেই তুমি মুগ্ধ,
সেখানেই তুমি বুদ্ধিমান,
সেখানেই তুমি বিবেচক,
ঐ বিবেচনা কতখানি নিরর্থক,
কতখানি অসাধু,
কতখানি বিপর্য্যয় ও বিড়ম্বনার স্রষ্টা—
তা' ভেবেচিন্তে এঁচে নেওয়াও
তোমার পক্ষে হাওয়ার লাড়ুর মত,
ফল কথা, ইষ্টার্থে
যতক্ষণ না একানুধ্যায়ী হ'য়ে উঠছ—
তোমার বিচার-বিবেচনা
সবই যে ভ্রান্তির উৎপাদক
তা' বুঝতে পারবে না তুমি,
কারণ, তোমার জীবনের উপাদানসামান্য ব'লে

যতক্ষণ না পূরয়মাণ কাউকে বা কিছুকে
অবলম্বন ক'রছ,
তোমার ঐ বিচার-বিবেচনা
যে, সত্তাকে ফাঁকি দিয়ে
প্রবৃত্তিনিয্যন্দী হ'য়ে উঠবে
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়,—
যোগের স্থল না থাকলে
যুক্তিতর্ক দাঁড়ায় কোথায় ?
বিপথগামীই হ'য়ে থাকে তা' সাধারণতঃ ;
তাই, ঝিম যদি ভাঙ্গে,
বুঝতে যদি পার,—
এখনও ফেরো,
পূরয়মাণ ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
সুনিষ্ঠ ঐকান্তিকতার সহিত
তদর্থেই যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পার,
কর,
বোধিতাৎপর্য্যে সত্তাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
বাস্তব-জগতে সম্বৃদ্ধ হও,
যদি পার,
এমনি ক'রেই সম্বর্দ্ধনার অধিকারী হও,
নইলে অপরং কিং ভবিষ্যতি
দুর্গতি ছাড়া ? ৩২৫৪ ।
২৭।৫।১৯৫১, রাত্র ১০-১০

তোমার প্রতি যে যেমনতরই
অত্যাচার করুক না কেন—
অসম্মান করুক না কেন—

যত পার, হাসিমুখে তা' সহ্য ক'রে চ'লো,
কিন্তু অন্যের প্রতি যখন অমনতর কেউ করে,
তা' যদি নীরবে সহ্য কর,
নিরোধ না কর,—
তোমার ব্যক্তিত্ব দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থগৃধ্নু,—
পাপপ্রলোভী,
খতিয়ে দেখ—তুমি কী। ৩২৫৫।
২৭।৫।১৯৫১, রাত্রি ১০-১৫

মানুষ যখন পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ বা ভাবীর
অনুপ্রেরণা-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
বৃত্তি-সার্থকতায়
তাঁ'র অনুরাগ-অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে,
যা'র ফলে, ঐ প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তিগুলি
তদনুকম্পী ভাব-বীচি বা ধারণাবাহী হ'য়ে
চ'লতে থাকে,
কিন্তু তা'রই মাঝখানে যখনই
ঐ প্রবৃত্তি-প্ররোচিত স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
তা'কে অভিভূত ক'রে
ঐ শ্রেয় বা ইষ্ট হ'তে বিচ্যুত ক'রে তুলে
ঐ নিয়মনে তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাকে—
তখনই সে যোগভ্রষ্ট হ'য়ে থাকে;
যোগভ্রষ্ট মানে—
ঐ পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ বা ভাবীর সহিত
যে আকূতি-নিবদ্ধ ছিল সে,—
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অন্য নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চ'লেছে,

তাহ'লেও ঐ পুরুষ অনুপ্রেরিত ঐ বীচিভঙ্গিমা
যা' ঐ প্রবৃত্তিতে রেখাপাত ক'রেছে—
সুশাসী-তোষণ, পোষণ-সন্দীপনায়,
উপযুক্ত সময় বা সুযোগে
আবার সেইগুলি
স্ফোটদীপনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
ঐ উদ্দীপনা যতই প্রাখর্য্য লাভ করে—
সাত্ত্বিক সংস্থিতিও প্রভান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকে
তেমনিতরই,
ফলে, ক্রমশঃই সে শুচি হ'য়ে উঠতে থাকে,
শ্রীমান হ'য়ে উঠতে থাকে,
কিংবা ঐ শুচি বা শ্রীমানদের ঘরেই
কম্পিত সত্তায়, অনুকম্পী আশ্রয়ে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে উদ্‌গতি-লাভ ক'রতে থাকে,
তাই, ভগবান বাসুদেব বলেছেন—
'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'। ৩২৫৬।
২৮।৫।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

মনে থাকা মানে—
বোধ-বিবিদ্ধ হ'য়ে মস্তিষ্কলেখায় নিবদ্ধ থাকা,
ঐ নিবদ্ধ যা' আছে
তা'কে উস্কিয়ে তোলাই
মনে করা,
আর, সমজাতীয় অনুপ্রেরণায়
ঐ মস্তিক-লেখা যখন চিত্তে প্রতিফলিত হ'য়ে
স্মরণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
তা'ই হ'চ্ছে স্মৃতি,

আর, স্মরণ মানেও হ'চ্ছে
তা'রই প্রতিক্রিয় প্রতিফলন। ৩২৫৭।
২৮।৫।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

যে-কোন আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী
বা পূরয়মাণ ইষ্টার্থপোষণী না হ'য়ে
মানুষকে বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে,
যা'ই হো'ক না কেন,
তা'কেই বৃত্তি বা প্রবৃত্তি বলা যেতে পারে—
আর, ঐ প্রলুব্ধ ঈপ্সার জটিল সমাবেশই বৃত্তি। ৩২৫৮।
২৮।৫।১৯৫১ সকাল ১০-২০

ভোগ কর, কিন্তু যোগসঙ্গতি বজায় রেখে
সত্তায়—ইষ্টে—ঈশ্বরে,—
ঐ ভোগকে তঁদর্থে অর্থান্বিত ক'রে। ৩২৫৯।
২৮।৫।১৯৫১, সকাল ১০-২৫

যাঁ'র পোষণ-পরিচর্য্যায় তুমি পরিপুষ্ট হ'চ্ছ,—
তাঁ'কে পোষণ-উদ্বুদ্ধ না ক'রে
স্বার্থান্ধ আত্মতুষ্টির প্ররোচনায়
যেই তাঁ'কে অগ্রাহ্য ক'রতে লাগলে,
তোমার অন্তরে স্তেয় বা চৌর্য্যের
প্রতিষ্ঠা হ'তে লাগল তখন থেকেই,
তুমি শোষক,
তোষক বা পোষক নও তাঁ'র। ৩২৬০
২৮।৫।১৯৫১, বেলা ১১-৪০

মানুষ বিরহ বা ঔদাসীন্যে কাতর হ'লেও
প্রিয়র অবজ্ঞা বা অননুচর্য্যা
দুর্ব্বহই হ'য়ে থাকে তা'র কাছে,
অহং-অভিমান-সংক্ষুব্ধ, বেদনাদীর্ণ
ক'রে তোলে তা'কে,
এমন কি, ভাগবত মানুষের পক্ষেও তা'ই—
যদিও তাঁ'রা সমঞ্জস চলনেই চ'লে থাকেন
অকামাহত হ'য়ে—
বোধি-বিচক্ষণতায় ;
তাই, কাউকে যদি
প্রিয় ব'লেই গ্রহণ ক'রে থাক,
তা'র অবজ্ঞা বা অবহেলায় বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে
ক্ষোভপ্রশমক অনুচর্য্যায় হৃষ্ট ক'রে তোল তা'কে—
অবশ্য যদি ঐ অবজ্ঞা বৈশিষ্ট্য-অপদস্থকারী,
অসৎ-সন্দীপী না হয়,
যদিও সাধুসঙ্গতিতে
অনুতাপদিগ্ধ সৌহার্দ্দ্য
ও শান্তি-স্থাপনই শ্রেয়,—
সুখী হবে উভয়েই । ৩২৬১ ।
২৮।৫।১৯৫১, বেলা ১১-৪৫

তুমি কৃতকার্য্য হ'তে পার না কেন
তা' কি ভেবে দেখেছ ?—
সম্ভবতঃ, তীক্ষ্ণ-ধী সন্ধিৎসার সহিত
সুযোগ ও সুবিধাকে খুঁজেপেতে নিয়ে
তা'র উপযুক্ত ব্যবহার ক'রতে পারনি—
অদ্রোহী সহযোগ-সঙ্গতিতে,

তৎ-সম্পাদনী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়,
হয়তো, তুমি অন্যের প্রতি নির্ভরশীল,
কিংবা, যা' কর'বে,
বিহিতভাবে সেগুলি করা হ'ল কিনা—
বিহিত পর্য্যবেক্ষণে
তা'র উপযুক্ত সমাধান করনি,
নয়তো, যখন যেমন ক'রে
যা' করতে হবে—
তা'র সুসঙ্গত উপকরণ-সমাবেশ ক'রে
তুমি তা'কে নিষ্পন্ন ক'রতে পারনি
একনিষ্ঠ সক্রিয় অনুধ্যায়িতায় ;
এই জাতীয় অলস ইচ্ছা নিয়ে যা'ই ক'রবে
অকৃতকার্য্যতাই মিলবে তা'তে ;
তাই, তীক্ষ্ণধী সক্রিয় আগ্রহে,
সুনিপুণ তৎপরতায়,
সুযোগ্য সঙ্গতিপূর্ণ উপকরণ-সমাবেশে
ও হাতেকলমে তা'র বিহিত সন্নিবেশ ক'রে
যা' চাও
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল উপযুক্ত সময়ে,
এই হ'চ্ছে কৃতকার্য্য হওয়ার
কয়েকটি শুভ-সঙ্কেত ;

একে বরবাদ ক'রে
কৃতকার্য্য হওয়ার লিপ্সা
একটা অপচয়ী ভূতুড়ে কাণ্ড ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৩২৬২।
২৮।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৩০

তোমাকে বা তোমার সত্তাকে
প্রবৃত্তির অধীন বা অভিভূত হ'তে দিও না,
প্রবৃত্তি তোমার অধীন থাকুক—
সুকেন্দ্রিক সার্থক সমন্বয়ী তাৎপর্য্যে,
তা'কে সত্তাপোষণী ক'রেই ব্যবহার ক'রো ;
এই হ'চ্ছে, ব্যক্তিত্বকে
অবিচ্ছিন্ন, জমাট
ও সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে রাখবার ছোট্টখাট্ট তুক। ৩২৬৩।
২৮।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

মানুষের অহং প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে
হীনম্মন্যতায় সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে যখন—
স্বার্থগৃধ্নু ঐ প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে,
আত্মম্ভরী প্রতিষ্ঠায়
তা'র পরিবেশকে অবনমিত ক'রে,
ঐ হীনম্মন্য অহং-এর
আত্মপ্রতিষ্ঠার যে-প্রয়াস
তা'কেই গর্ব্বেপ্সা ব'লে অভিহিত করা যায়। ৩২৬৪।
২৮।৫।১৯৫১, রাত্রি ৯-৫০

মানুষের অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতি
যা' রজোবীজের আগ্রহ-আবেগে একীভূত হ'য়ে
জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
সেই আগ্রহ-আবেগকেই
যোগেপ্সা,
যোগাবেগ বা সৌরত-সন্দীপনা
বলা যেতে পারে,

চলতি কথায়, যা'কে আদিরস ব'লে থাকে,
মানুষের যে অভিব্যক্তি,
প্রীণন-পরিচর্য্যী প্রীতি
শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরাগ ব'লে আখ্যাত হয়,
বা, ইন্দ্রিয়-ভোগলিপ্সায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
তা' ঐ যোগেপ্সা, যোগাবেগ
বা সৌরত-সন্দীপনারই বিভিন্ন আত্মপ্রকাশ,—
জীবনের বিবর্ত্তন-বীজও ওখানে ;
আবার, এই যোগেপ্সা-নিবদ্ধ জৈবী-সংস্থিতি
যেখানে যত সুকেন্দ্রিকতায় জমাট,
উন্নত আবেগ ও একাগ্রতাও সেখানে তত প্রখর,
কিন্তু, এই সংস্থিতি যেখানে যত শ্লথ,
মানসিকতাও তা'র তেমনি অব্যবস্থ
ও অভিভূতিপ্রবণ । ৩২৬৫ ।
২৮।৫।১৯৫১, রাত্র ১০-২০

সত্তার আত্মপোষণী সলীল আকূতি
ভোগলিপ্সায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
ঐ ঈপ্সাই আবার
তীক্ষ্ণ আবেগে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
যখন জটিল-জমাট-নিবদ্ধ হ'য়ে
স্থিতি লাভ করে,—
তা'কেই বলা যায় অন্তর্নিহিত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি,
আবার, ঈপ্সা-আকূতি
পারিবেশিক সংঘাতে সন্দীপ্ত প্রতিক্রিয়ায়
যে-ধাঁজে যেমন ক'রে অভিব্যক্তি লাভ করে,

ইন্দ্রিয়ও তদনুগ পর্য্যায়ে
অভিব্যক্ত হয় তেমনি—
কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ে
বিকশিত হ'য়ে
আত্মপালী আধিপত্য-সম্বেগে। ৩২৬৬।
২৯।৫।১৯৫১, সকাল ৮টা

অন্তরাবেগকে
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলার মানেই হ'চ্ছে—
জৈবী-উপকরণগুলিকেও
সুসংহত ক'রে তোলা,
কারণ, ঐ উপকরণের বিকিরণী তাৎপর্য্যই
সম্বেগের উদ্গাতা,
আর, ঐ সমাবেশই
জীবজগতের বিবর্ত্তন-বিধায়ক। ৩২৬৭।
২৯।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৫০

মানুষের সহজাত সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত
অনুক্রমিক মস্তিষ্কলেখার বিন্যাস যেমনতর—
মনও তা'র তেমনতর,
আর, ঐ সম্ভূত সংস্থিতি
যা' মস্তিষ্কে নিবদ্ধ হ'য়ে
যে-পর্য্যায়ে অবস্থিত হ'য়ে চ'লেছে,
মোক্তা কথায়, তা'কেই মন বলা যেতে পারে;
এই পর্য্যায়-অনুপাতিক
বিন্যাস যা'র যেমন,
মানসিকতাও তা'র তেমন। ৩২৬৮।
২৯।৫।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

সত্তা ও বস্তুর সংঘাত থেকে যা' হয়
অর্থাৎ, যে ভাব ও বোধের আবির্ভাব হয়,
যুক্তিযোজনার শৃঙ্খলায়
তা'কে সঙ্গত পর্য্যায়ে সজ্জিত ক'রে
জীবচিতী সম্বেগ
মস্তিষ্কে যে-সমাবেশ সৃষ্টি করে—
তা'কে বোধি বলা যেতে পারে। ৩২৬৯।
২৯।৫।১৯৫১, সকাল ৯-৩৪

রজ ও বীজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-সহ
যোগেপ্সা বা যোগ-আবেগ-নিবদ্ধ যে-সংস্থিতি
তা'রই স্ফুরিত তাৎপর্য্য যা'
তা'ই-ই জীবের সহজাত সংস্কার,
এই সংস্কারই চিতীসম্বেগে সংঘাতপ্রাপ্ত
বস্তু, বোধ বা ভাবের বিন্যাস ও নিয়মনে
বোধিকে অঙ্কুরিত ক'রে তোলে,
আবার, ঐ বোধি যতই সুকেন্দ্রিক অনুশাসনে
সংগঠিত হ'য়ে ওঠে,—
জীবনের বিবর্ত্তনও এগিয়ে আসে ততই। ৩২৭০।
২৯।৫।১৯৫১, সকাল ১০-১০

বোধগুলিতে বিচরণ ক'রে
সঙ্গতির সঙ্গে কোন সিদ্ধান্তে আসাকে
বলা যায় অনুমান। ৩২৭১।
২৯।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৩০

যোগেপ্সা, যোগাবেগ বা সৌরত-সন্দীপনা
যা' জৈবদানায় সংস্থিত হ'য়ে
জীবনে উৎচেতিত হ'য়ে ওঠে,
তা'কেই জীবাত্মা বলে। ৩২৭২।
২৯।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

তোমার বিচারালয়ে দণ্ডিত যে
সে যেন
একটা বোধিদীপ্তি নিয়ে বুঝতে পারে—
সে যেমনতর অপরাধ ক'রেছে,
তেমনতর স্থলে
সে কেমনতর দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রত,
তোমার বিচারালয়ের দণ্ডও যেন
তা'র চাইতে মোলায়েম ছাড়া কড়া না হয়—
একটা তাজা বোধায়িত অভিদীপনায়
তা'র অন্তরকে অভিদীপ্ত ক'রে,
যেন শাস্তিই তা'র শান্তির উচ্ছ্বাস হ'য়ে ওঠে;
বিচার যতই
এমনতর ব্যবস্থায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
দণ্ডিতও তা'র সত্তা-আকূতি নিয়ে
স্বানুধ্যায়ী তাৎপর্য্যে
ঐ শান্তিরই হোতা হ'য়ে উঠবে। ৩২৭৩।
২৯।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-১০

ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায় গণ-সংরক্ষণ,
নিজে ধর্ম্মাচারী হ'য়ে
লোককে ধর্ম্মাচারী করণ,

ধর্ম্মানুগ কৃষ্টিচর্য্যা ও যোগ্যতার্জ্জন,
অপরকেও
কৃষ্টিচর্য্যা ও ধর্ম্মানুগ যোগ্যতা-আহরণে
উদ্বুদ্ধকরণ,
যেই হো'ক না কেন,
যথাসাধ্য এই আচরণে
যা'রা ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে—
তা'রা আত্মঘাতী ও গণঘাতী ;
অধর্ম্মই যে তা'দের একমাত্র নিয়ন্তা
এটা কিন্তু নিঃসন্দেহের। ৩২৭৪।
৩০।৫।১৯৫১, সকাল ৭-৪০

যে বা যা'রা
তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত নয়কো,
এক কথায়
যা'রা তোমার স্বার্থ-সংরক্ষী নয়কো,
তোমার সুসমর্থক নয়কো,
তোমার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টায়
আত্মপ্রসাদ লাভ করে নাকো,
সতর্ক অনুসন্ধিৎসার সহিত
তোমার সংরক্ষণী বর্ম্ম হ'য়ে
তোমাকে আবরণ ক'রে
আপদ, বিপদ, কলঙ্ক ইত্যাদিকে ব্যাহত করে না,
তোমার দোষ-স্খালনে পরাক্রমী নয়কো—
কুশলকৌশলী বোধিতাৎপর্য্য
ও তীক্ষ্ণ কূট দক্ষতা নিয়ে
—যাদু জলুসে,—

এমনতর যা'রা, হয়তো তা'রা
তোমাকে ভালইবাসে না,
নয়তো, নিজ অর্থকে ব্যাহত ক'রে
তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'তে চায় না;
তুমি যদি কা'রও প্রতি
আগ্রহপ্রদীপ্ত অন্তরাসী হও,—
ঐসব গুণ সমস্ত পরাক্রমী মাধুর্য্য নিয়ে
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়েই থাকে। ৩২৭৫।
৩০।৫।১৯৫১, সকাল ৭-৫৫

স্বার্থসঙ্কুচিত মন যা'দের
তা'দের কথা প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে না। ৩২৭৬।
৩০।৫।১৯৫১, সকাল ৯-৫৪

গাছের একটি পাতার উদ্গতির সাথে
যেমন একটা গাছের বৈধানিক সঙ্গতির বৈশিষ্ট্য
ওতপ্রোতভাবে নিহিত—
তেমনি বিশ্বের কোন বিশেষ উদ্গমের সঙ্গেও
বিশ্বপ্রকৃতি ও তৎবিধানের বিশেষ সঙ্গতি
ওতপ্রোতভাবে অন্তর্নিহিত থেকেই চলে,
এমন-কি, জীবদেহের একটি কোষের ক্ষেত্রেও
তেমনি;
এই বিধিনিঃসৃত বৈধানিক বিশেষ উদ্গতি
যেমনতরই হো'ক না কেন,
সে সবিশেষ হ'য়েও
ঐ নির্ব্বিশেষ বিধিস্রোতেরই
বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই নয়কো,

প্রকৃতির বুকে বিধিস্রোতা ঐ বিশেষ উদ্ভব
ঐ নির্বিবশেষ হ'তে
নিজেকে সবিশেষে সঙ্কুচিত ক'রে
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়
ঐ নির্বিবশেষেই
আত্মপ্রসারপ্রয়াসী হ'য়ে চ'লেছে—
তা'র উদ্গত জীবন-সংস্থিতির বৈশিষ্ট্য হ'তে
বহু বৈশিষ্ট্যে সঞ্চরণ ক'রতে-ক'রতে
নানারূপে,
নানা ভঙ্গিমার
ঐকতানিক ছন্দায়িত নর্ত্তন-তাৎপর্য্যে,
বিলোপ ও আবির্ভাবের জীবনমরণ ঢেউয়ের মতন,
বাঁচাবাড়ার লীলায়িত সঙ্গম-উপভোগে ;
তাই, প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরালেই আছে—
সেই নির্বিবশেষ বিশেষত্বের
বহুপ্রকাশী বিবর্ত্তন—
সংঘাত-সঙ্গতি-সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে,
সন্ধিক্ষু, সুকেন্দ্রিক, শ্রদ্ধায়িত
সক্রিয়, সার্থক চলনে
প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে তা'। ৩২৭৭।
৩০।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮টা

মানুষের সত্তাসম্বুদ্ধ অহং
শাতনী প্রবৃত্তি-প্ররোচিত ঔদার্য্য-অভিভূতিতে
যখন আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যকে
জলাঞ্জলি দিয়ে
ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভোগ-দীপনায়

বিবেক-বিরোধকে উপেক্ষা ক'রে
নিজেকে অসহায়ভাবে
আত্মাহুতি দিয়ে চ'লতে থাকে—
উদ্ধত পূতিপঙ্কিল প্রেতদীপনার অবাধ্য আকর্ষণে
পৈশাচিক ডাইনীর চুম্বক চাহনিতে
আকৃষ্ট হ'য়ে,
তখন সে মানে না, বোঝে না,
শোনে না—
সত্তাসম্পোষী বান্ধববাণী,
ফিরতেও চায় না সে তা' হ'তে ;
মরণ-আকৃষ্ট নরক-লোলুপ শঙ্কিত নেশা
বিড়ম্বনার কঠোর আঘাতে
তা'কে উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, অদম্য টানে
নিয়ে যেতে থাকে
ঐ বিষ-বিজৃম্ভী বীভৎসতায়। ৩২৭৮।
৩০।৫।১৯৫১, রাত্র ১০-৫০

স্ত্রী ও পুরুষের সত্তা-উদ্ভিন্ন অহং
যখনই
শাতন-প্ররোচিত ঔদার্য্য-অভিভূতিতে
কামুক ভোগলালসায়
সংক্ষুধিত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে
ঐ ভোগপ্রসারকেই
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে চায়,
আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যপালী বিবেক-শাসনকে
তখন থেকেই তা'রা উপেক্ষা ক'রতে থাকে—
শ্রেয়কেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুচর্য্যাকে

অগ্রাহ্য ক'রে,
আবার, শাতন-অগ্নিতে
নিজে আহুতি হ'য়ে
অন্যকেও
ঐ আহুতি-প্ররোচনায় প্ররোচিত ক'রে
সবাইকে সর্ব্বনাশে পরিচালন-প্রয়াসী
হ'য়ে চলে তা'রা—
সত্তাপোষণী নীতি-বিধিতে সংঘাত এনে,
অবৈধ শাতন-নীতি-প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টায়। ৩২৭৯।
৩০।৫।১৯৫১, রাত্রি ১১টা

মানুষের ইষ্টার্থপরায়ণতা বা শ্রেয়ার্থপরায়ণতা
ও তদনুবর্ত্তনী সঙ্গতি
যখনই প্রবৃত্তির মোহনিগড়ে নিবদ্ধ হ'য়ে
পেছটানের কুহক-নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়ে
আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও
ঐ নাগপাশকে ছিন্ন ক'রতে পারে না,
বুঝতে হবে তখন—
তা'র আত্মিক শক্তি শ্লথ হ'য়ে উঠেছে,
তা'র কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ দুর্ব্বল;
এই অবস্থা এই ইঙ্গিত ক'রছে—
বিপাক-শরজালে নিবদ্ধ হ'য়ে
হয়তো পীড়িত হ'তে হবে তা'কে,
যদি ঐ কেন্দ্রিক আকর্ষণ
প্রবল ও সাধ্যমত তপ-পরায়ণ হ'য়ে চলে—
তা'তে নিপাত হ'তে রেহাইয়ের পন্থা

উন্মুক্তই থাকবে,
ঐ বাঁধন কেটে হয়তো একদিন
মেঘমুক্ত দেদীপ্যমানও
হ'য়ে উঠতে পারবে সে,
নয়তো, স্তব্ধ শৈথিল্যে
জীবন ক্ষেপণ ক'রতে হবে। ৩২৮০।
৩১।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৩৪

বিষয়কে যে জানে না,
বিষয়ের ধারণা যা'র নাই,—
সে ব্যাপারকেও বোঝে না
বা বুঝতে চায় না,
তা'র বিবেক যে বিচার করে
তা' ভ্রান্তিরই ইন্ধনমাত্র,
তা' অন্যায্য, অপকৃষ্ট এবং
সাংঘাতিকই প্রায়শঃ। ৩২৮১।
৩১।৫।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

কা'রও নিন্দাবাদ বা অসৎ-অভিপ্রায়পূর্ণ
কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহারকে
তৎক্ষণাৎ নিরোধ তো ক'রলেই না,
বরং সেটাকে রীতিমত উপভোগ ক'রলে
বা প্রশ্রয় দিলে,
পরে সেই সম্পর্কে কথা উঠলে
আত্মদোষ-স্খালনভঙ্গী নিয়ে
সাধু ঔদার্য্যে নিজেকে সমর্থন ক'রে চ'ললে—
যেন তুমি ও-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ,

এবং অমনতর কুৎসিত রটনা
তোমার একান্তই অনভিপ্রেত—
কিংবা নীরব গম্ভীর হ'য়ে রইলে ;—
এর মানে এই যে
ওতে তোমার সমর্থন যথেষ্ট আছে,
তুমি ঐ নিন্দাবাদের
একটা সম্পোষণী দম্বল-বিশেষ,
নয়তো, তা'কে তখনই নিরোধ ক'রতে,
অমনতর স্থলে জেনে রেখো—
প্রতিক্রিয়া তোমাকেও ছাড়বে না কিন্তু। ৩২৮২।
৩১।৫।১৯৫১, বিকাল ৫টা

যা'রা পেতে চায় তোমা হ'তে
অথচ পাওয়াটা হাতেকলমে লেখাপড়ায়
স্বীকার ক'রতে চায় না,
বুঝে নিও—তা'রা তোমার প্রতি
অকৃতজ্ঞ তো বটেই—
তা' ছাড়া, নিজের কৃতজ্ঞতা-বোধের কাছেও
কম অকৃতজ্ঞ নয়। ৩২৮৩।
৩১।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৩০

কোন অসৎ-কর্ম্ম বা মিথ্যা যদি
জন বা গণহিতী হয়;
ধর্ম্মদ ও ইষ্টার্থপূরণী হয়,—
আপাতদৃষ্টিতে তা' অসৎ বা মিথ্যা হ'লেও
সদর্থী,

প্রতিক্রিয়ায় তা' বিড়ম্বনার সৃষ্টি ক'রেও
সৎ-সন্দীপীই হ'য়ে ওঠে। ৩২৮৪ ।
৩১।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮-১০

মনে রেখো,
তোমার ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান যেন
বৈশিষ্ট্যপালী ভেদ-সংশোধক হয়,
গণ-নিয়ামক হয়,
সত্তাসন্দীপী অভিদীপনায় সম্বুদ্ধ করে মানুষকে ;
ধর্ম্ম বা বিজ্ঞানকে
গণতান্ত্রিক ক'রে তুলো না,
বরং তা'কে পূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
সত্তাপোষণী ক'রে তোল,
অমরপন্থী সন্ধিৎসু অনুচর্য্যায়
অভ্যুদয়ী আলোকশোভিত হ'য়ে উঠবে—
সুসঙ্গতি নিয়ে। ৩২৮৫ ।
১।৬।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

গুরু, পিতামাতা, শিক্ষক,
জ্যেষ্ঠ ভাইবোন,
স্বামী এবং অন্যান্য নিকটতম গুরুজন
তাঁ'দের অধীনস্থ শিষ্য, পোষ্য বা ছাত্রগণকে
দুরপনেয় দুষ্কৃতির জন্য
বিশেষভাবে শাসন ক'রতে পারেন
বা দণ্ড দিতে পারেন এমনভাবে—
যা'তে অধীনতনদের পক্ষে
তা' মর্ম্মঘাতী না হয়,

প্রত্যেক ব্যক্তি
স্নেহভাজনদিগের স্বার্থে স্বার্থান্বিত,
তাঁ'রা তা'দের উন্নতিই চান,
অপলাপ চান না,
এটা প্রত্যেক মানুষেরই
অন্তরেরই প্রাকৃতিক প্রণোদনা,
তা'দের উন্নতিতে তাঁ'রা স্বস্তি অনুভব করেন,
আবার, অবনতিতে
দুঃখ, কষ্ট, আতঙ্ক, ক্ষয় ও ক্ষতি
শরীর ও মনে সবই সহ্য ক'রতে হয়
স্বাভাবিকভাবে,
নিজেদের সত্তারই সংস্থিতি ব'লে
তা'দিগকে ধ'রে নেন ;
তা'দের উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'লে পরে
যেখানে সম্পোষণী শাসনের প্রয়োজন
উপস্থিত হয়,—
প্রকৃতি আগ্রহ-অনুচর্য্যী সন্দীপনায়
সে শাসন বা দণ্ডকে অনুমোদন ক'রে থাকেন ;
তাই, উপযুক্ত স্থলে,
শাসন ও দণ্ড-সমন্বিত পোষণ বা অনুচর্য্যা
সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকে,
আর, সেই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা মানুষকে
মনুষ্যত্বে উন্নীত করার প্রধান সম্বল,
তাই, শাসন সব সময়ই যেন
সত্তা-সম্পোষীই হ'য়ে ওঠে,
সময়মত সুবিবেচনায় তা'র ব্যবহার

যদি না ক'রতে পারা যায়,
তা'ও কিন্তু
ক্ষতিরই আমন্ত্রক হ'য়ে উঠতে পারে ;
তাই, কনিষ্ঠদিগকে শাসন কর বা দণ্ডই দাও,—
সে শাসন বা দণ্ড যেন
তা'দের সম্পোষী হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, তা'রা ক্রমশঃ গুরুজনের প্রতি
সমীহ নিয়ে সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—
তোষণ-তুষ্টি,
ও সশ্রদ্ধ সক্রিয় সঙ্গতিপূর্ণ অনুচর্য্যা নিয়ে। ৩২৮৬।
২।৬।১৯৫১, সকাল ৮-৫৪

যে বিষয় বা ব্যাপারের
সম্মুখীনই হও না কেন,
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণী দৃষ্টি নিয়ে তা' দেখ—
যা'তে সঙ্গতি পাও এমনতর রকমে
ভাব, ভঙ্গী, রকম সবতা'র দিকেই দৃষ্টি রেখে,
কোন ধারণাবিষ্ট না হ'য়ে খোলা মনে
যদি শোনবার কিছু থাকে
বিশেষভাবে শোন—
অন্তরাসী আগ্রহ-সহকারে,
যা' অনুধাবন ক'রতে পারছ না,
কিংবা অনুধাবনে গোল হ'তে পারে—
এমনতর সন্দেহ থাকলে প্রশ্ন কর,
প্রশ্ন ক'রে, দেখার সাথে সঙ্গতি খুঁজে নাও,
তারপর, সেই বিষয়ে করণীয় যা'
বিবেচনার কষ্টিতে ফেলে

যেখানে যেমন শোভন ও সমীচীন
স্থিরক্ষিপ্র সম্বেগের সহিত তা' কর,—
যেন ঐ করাগুলি সম্ভবমত ত্বরাহায় চলে
যা'তে নিষ্পাদন সত্বরই সার্থক হ'য়ে
এগিয়ে আসে তোমার কাছে,
এমনি ক'রে বুঝ বা বোধকে আহরণ কর,
বিজ্ঞতায় আরূঢ় হবার
এই হ'চ্ছে প্রাকৃতিক সহজ পন্থা। ৩২৮৭।
২।৬।১৯৫১, সকাল ১০টা

স্বামী ও স্ত্রীর ভিতর
বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার সম্ভাব্যতা
যেখানে যত বেশী,
ব্যভিচার-উন্মুখতাও সেখানে তত প্রবল,
আর, স্বতঃ-দায়িত্বশীল
পারিবারিক সংহিত সংস্থিতিও
তত শিথিল,
আবার, জনন-সংস্কৃতিও
তেমনই দুর্ব্বল সেখানে। ৩২৮৮।
২।৬।১৯৫১, বেলা ১২টা

কূটক্ষেত্রে যা' ক'রবে, তা' ব'লবে না,
কিন্তু করার অন্তরায়গুলি পূর্ব্বাহ্নেই
অপনোদিত হ'য়ে রয়,—
এমনতর করা বলার বহর
যত বাড়াতে পার, ততই ভাল,
আবার, ঐ করার উপকরণে

উচ্ছল হ'য়ে উঠতে যা' ক'রতে হয়—
সত্বর তৎপরতার সহিত তা' কর,
তা'তে অন্তরায়গুলি তিরোহিতও হ'তে পারে,—
আর, থাকলেও দুর্ব্বল হ'য়ে থাকবে। ৩২৮৯।

২।৬।১৯৫১, রাত্র ৮টা

কোন অন্যায্য কর্ম্মের ভিতর-দিয়েও যদি
তোমার কেউ মঙ্গল ক'রে থাকে
এবং সে-মঙ্গল অন্যের অমঙ্গলের কারণ না হয়,—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে হিতই,
অসৎ নয়কো তা',
আর, ঐ অন্যায্য আচরণের জন্য
তা'কে অন্যায়কারী ব'লেও
ধ'রে নিতে পার না। ৩২৯০।

২।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

অসৎ-পথ কঠিন, কৃচ্ছ্র ও মরণ-সঙ্কুল,
তাই, অসৎ পথকে পরিহার ক'রে
সৎপথে জীবন-ধারণ
সহজ, সুন্দর এবং সম্বর্দ্ধনশীল। ৩২৯১।

২।৬।১৯৫১, রাত্র ৯টা

দীক্ষাই নেও, আর শিক্ষাই নেও—
ইষ্টানুগ দীক্ষিত চলনে যদি না চল,—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, নিয়মে
কাজেকর্ম্মে ইষ্টার্থ-সঙ্গতি বজায় রেখে,
তঁৎপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী ক্লেশসুখপ্রিয়তার

আত্মপ্রসাদী আকুতির সহিত,
অচ্যুত ইষ্টার্থী অনুচলনে,—
লাখ দীক্ষা তোমার কিছুই ক'রতে পারবে না,
প্রাক্তন কর্ম্মই তোমার নিয়ন্তা হ'য়ে উঠবে;
মনে রেখো, চলন যেমন, ফলন তেমন,
ইষ্টার্থী চলনকে অনুসরণ কর,
সম্বর্দ্ধনে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে। ৩২৯২।
৩।৬।১৯৫১, সকাল ৭টা

শুধু নামমাত্র সৎ-আদর্শ বা সৎ-ব্রতকে
অবলম্বন ক'রে
সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত ব'লে উঠছ—
'এত করলাম, কিছুই হ'ল না',
ঐ করার খেয়ালী গল্পগুজবের ভিতর-দিয়ে
নিজের জলুস প্রতিষ্ঠারও ত্রুটি কর না,
বলছ—'করলাম এত, ফল তো পেলাম না',
ঐ পন্থাই ঠিক কিনা সন্দেহ,
তা'র মানে, তুমি স্বার্থগৃধ্নু আত্মম্ভরী প্রবৃত্তির
কবলে পড়েছ,
দূষণ-দৃষ্টি হামেশাই তোমাকে
আপসোসের দিকেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ঐ প্রবৃত্তি-পূরণেই প্রলোভিত ক'রে তুলছে,—
তুমি লোকের কাছে ধরা পড়ছ,
তোমার পাউনি ক'মে আসছে,
মান-বড়াই-আত্মম্ভরিতার বরাদ্দের
খাঁকতিই সন্দেহ করছ,

সম্ভ্রমের দায়ে: সম্ভ্রমাত্মক ধাপ্পাবাজী চলনে
এখনও চ'লছ,
নিজের বিবেককে নিজে ধাপ্পা দিয়ে চ'লেছ—
তখনও দিচ্ছ,
স্বতঃ-সক্রিয়তায় তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার
এমন কিছুই করনি,
বরং ঐ অজুহাতে পেয়েছও অনেক,
নিয়েছও অনেক ;—
সে-সব চাপা দিলে,
ঐ সৎ-অনুষ্ঠানের ভাঁওতায়
স্বার্থগৃধ্নুতার উদরপূর্ত্তিই যে ক'রে এসেছ—
তা' আর কিছু বললে না,
হয়তো, নিজের হক-পাউনির থেকে
কা'কেও একমুঠো অন্নও দাওনি,
বা একটা কথা দিয়েও কা'রও উপকার করনি,
নিজে জানা সত্ত্বেও লোকের কাছে
সেগুলি একদম গায়েব ক'রে ফেললে ;
তুমি বরাবর
অমনতর চাহিদার চলনেই চ'লে এসেছ—
তোমার স্বার্থগৃধ্নুতার উদরপূর্ত্তি ক'রতে
ও উপভোগ ক'রতে
একটা প্রাধান্যের পাঁয়তারা ভেঁজে
ঐ সৎ-ব্রতের মুখোস প'রে মাত্র,
ঐ ভণ্ডামীর ফলে যা' পাওয়ার
তা' পেয়ে নিয়েছ—
কিন্তু তা' আর বেশী দিন চ'লবে না,
তা' ছাড়া ঐ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তথাকথিত পাণ্ডিত্যের

ফলা ও করা অসঙ্গত যুক্তিবাদে
অবিবেচক অনেকেরই যে ভবিষ্যৎ
অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে তুলছ—
তা' আর টের পাচ্ছ না;
যে-কৈফিয়ত দিয়েই মানুষের চক্ষুকে
কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে তুলতে চাও না কেন,
তোমার আচার, ব্যবহার, চলন-চরিত্র
প্রলুব্ধ স্বার্থগৃধ্নুতা
তারস্বরে ঘোষণা ক'রবে তুমি কী,
ঐ খোলসপরা আবরণে আবৃত থাকায়
শাতনের শাস্তি-দণ্ড
তোমা হ'তে বিমুখ হবে না,
অবাধ্য অধঃপাতের সম্ভাবনা
তোমাকে রেহাই দেবে না,
কিন্তু করণীয় যদি ক'রতে,
ফলও পেতে তেমনি;
তাই বলি, যদি বাঁচতে চাও
ফেরো এখনও
কর এখনও,
তদর্থপরায়ণ হ'য়ে
তোমার প্রতিটি চলনা নিয়ন্ত্রিত কর,
ঐ আদর্শ বা ব্রতই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
আবার, কেউ যদি তোমার সমক্ষে
ঐ ধরণের কথা বলে,
তা'কে তৎক্ষণাৎ নিরোধ কর—
সঙ্গতিসম্পন্ন সুযুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে
সৎ-সংশ্লেষণী অনুপ্রেরণায়,

নিস্তারকে এগিয়ে আসতে দাও তোমার দিকে,
নয়তো, বীভৎসতা ভয়ানক দৃষ্টিতে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবেই,
তা'কে রোধ ক'রতে পারবে না। ৩২৯৩।
৩।৬।১৯৫১, সকাল ৭-৫০

শ্রেয়ার্থ-পরিপূরণী যে-কোন পথেই
ব্রতী হ'তে যাও না কেন,
প্রথমেই, শ্রেয়পুরুষ যিনি
তাঁ'তে অচ্যুত-অনন্যতায়
এমনতরভাবে সার্থক অন্বয়ী সঙ্গতি নিয়ে
নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
যা'তে তোমার ব্রত সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে
সর্ব্বতোভাবে ;
ঐ ব্রতে
তুমি এমনতর অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ,
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ,
যেন ঐ প্রেরণাই
তোমাকে এমন কর্ম্মঠ আবেগ-সম্বুদ্ধ ক'রে তোলে
বাস্তব সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে,
যার ফলে, তোমার বাক্য, চালচলন,
আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গীতে
একটা সুসঙ্গতি নিয়ে
ঐ ব্রত তাৎপর্য্যই ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
তারপর, মত-মাথা-উদ্যমে মিলওয়ালা
তোমাতে সশ্রদ্ধ-সংশ্রয়ী
ঐ শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ

কয়েকজন দায়িত্বশীল অমাত্য নিয়ে
সংহিত হ'য়ে ওঠ,
যা'তে কা'রও অভাবে
ঐ অভিযান ব্যাহত না হয় ;
সঙ্গে-সঙ্গে
বাছা-বাছা সহযোগী সংগ্রহ ক'রে
তোমার বেষ্টনীকে এমন সুদৃঢ় ক'রে তোল—
যা'তে তা'দের প্রত্যেকেই
বোধিতৎপর আত্মপ্রসাদী ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
ক্ষিপ্র অথচ নিপুণ কর্ম্মদক্ষতায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের সহিত
এমন সুদৃঢ় সঙ্গতি-সম্পন্ন ও ফুল্ল হ'য়ে থাকে—
যা'র ফলে. কোনও কিছুই যেন
ঐ বেষ্টনীকে বিচ্ছিন্ন বা ভেদ ক'রতে না পারে ;
এ সংগ্রহ ক'রতে যদি দেরীও হয়,
তা'ও ভাল,
কিন্তু বেষ্টনীসম্পন্ন হ'লেই
দীপ্ত জলুস নিয়ে
ঐ ব্রত-উদ্‌যাপন ক'রতে যা' ক'রতে হয়—
আপ্রাণতার সহিত তা'তেই লেগে যাও;
মনে যেন থাকে,
পারস্পরিক বান্ধব-নিবন্ধতা নিয়ে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মদীপনায়
তা'দিগকে এমনতর সঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে হবে—
অনাবিল উদ্বুদ্ধ আবেগের নিরন্তরতায়
অজচ্ছল চলনায় চলায়মান হ'য়ে
প্রস্তুতি, পরাক্রম ও সুব্যবস্থিতি-প্রাবল্যে,—

যা'র ফলে, তা'দের প্রত্যেকের সংশ্রবই
মানুষকে জ্যোতিষ্মান ক'রে তোলে,
দেখবে, অদূরেই ব্রতদেবতা
মঙ্গলহস্ত সম্প্রসারিত ক'রে
তোমার দিকে এগিয়ে আসছেন। ৩২৯৪।
৩।৬।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

সত্তা চায় তা'র সংস্থিতি,
যে-সংশ্রয়ে এই সংস্থিতি
অবাধ হ'য়ে চ'লতে পারে—
তা'ই তা'র কাম্য বা কামনা,
এই কাম্য বা কামনাই ইচ্ছার প্রসূতি,
যা' হ'তে এই সত্তা পোষণপুষ্টি লাভ করে
তা'ই তা'র সুখ,
আর, যা' থেকে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে সে
তা'ই তা'র কাছে দুঃখ,
আবার, এই সংস্থিতি-সংক্ষুব্ধ সত্তা
তা'র অস্তিত্বের পরিপালন-সম্বেগী,
পরিপোষণ-সম্বেগী
ও পরিবর্দ্ধন-সম্বেগী,
তাই, সে অসৎ-নিরোধী,
তা'র স্থায়িত্বের পরিপন্থী যা'
তা'ই তা'র কাছে অসৎ,
এই অসৎনিরোধ ক'রে
স্থায়িত্বকে বজায় রাখার আকূতি থেকে
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্যের
উদ্ভব হ'য়ে উঠেছে;

এইগুলিই প্রবৃত্তি,
সত্তাসঞ্জাত অহং প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে
সংস্থিতির ভোগ-উদ্যমে যখনই চলে
যেমনতরভাবে,
প্রবৃত্তিও পরিপ্রেরিত হয় সেদিকে
ঐ ভোগ-লিপ্সার ভিতর-দিয়ে
ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং-এর
আত্মসংশ্রয়ী উপকরণকে আহরণ ক'রতে;
এই আহরণী সন্ধিৎসার ভিতর-দিয়ে
প্রবল ভোগলিপ্সু হ'য়ে
প্রবৃত্তি যখন সত্তাকে শীর্ণ ক'রে তুলতে চায়—
তা'কেই খরচ ক'রে ঐ ভোগকে উপভোগ ক'রতে,
তখনই তা'র কাছে তা' দুঃখদ হ'য়ে ওঠে,
আবার, ঐ প্রবৃত্তির মহড়ায়
যখন ঐ সংশ্রয়ী অবলম্বনের
পরিপুষ্টির ভিতর-দিয়ে
সত্তা পরিপোষিত হয়—
সুখও উপভোগ করে সে তখন,
এই সুখদুঃখের ভিতর-দিয়ে
সাম্য চলনে চ'লে
সে যতই সম্বর্দ্ধনার পথে চ'লতে থাকে—
আনন্দিতও হয় সে তেমনি,
অমনি ক'রেই ঐ সুখদুঃখের
সমঞ্জস চলনের ভিতর-দিয়ে
শান্তি উপভোগ করে সে,
আর, অসৎকে নিরোধ ক'রে
সমঞ্জসা-স্বস্তি চলনে সে যতই চ'লতে থাকে—

স্বস্তিতে সংস্থ হ'য়ে ওঠে সে ততই,
আবার, এই সমস্তগুলির
কেন্দ্রায়িত চলন-তাৎপর্য্যে
বোধিতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ আত্মিক গতিতে
সে যখন চলে
সুকেন্দ্রিক সংস্থিতি নিয়ে,
বোধিসত্ত্বেও
প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠতে থাকে সে তেমনি—
একটা স্মৃতিবাহী চলনার অমর চলনে
অমৃত লাভ ক'রে। ৩২৯৫।
৩।৬।১৯৫১, বিকাল ৬·৩০

অস্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে
বিচ্ছুরণ-অভিব্যক্তিতে
বস্তু যেমন প্রকট হ'য়ে উঠেছে—
তা'ই-ই বস্তুর গুণ,
আবার, যে যেমন ক'রে
তা'কে বোধ ক'রতে পারে
তা'র কাছে সে-বস্তুর গুণও তেমনি। ৩২৯৬।
৩।৬।১৯৫১, রাত্র ৯টা

যে অনুপ্রেরণা বা উপভোগ
সত্তাকে প্রসারপুষ্ট ক'রে তোলে—
তা'ই-ই সুখ,
আর, যা' সত্তাকে সঙ্কুচিত বা সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে—
তা'ই-ই দুঃখ। ৩২৯৭।
৩।৬।১৯৫১, রাত্র ৯-৫৫

সত্তার স্বকেন্দ্রিক বিবর্ত্তনী চলনই
আত্মিক শক্তি,
আত্মা মানে সঞ্চলন-সম্বেগ
যা' চেতনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, পরমাত্মা মানে
পরমে বা পরমের সঞ্চলন-সম্বেগ
যা' চিতি-দীপ্ত হ'য়ে চলে,
আর, পরম মানে সব যা'-কিছু হ'তে উত্তম—
চরম বা শ্রেষ্ঠ। ৩২৯৮।
৪।৬।১৯৫১, সকাল ৭-২৮

পরমার্থ মানে
পরম যা' তাঁ'তে
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠা,
অর্থাৎ, সার্থক চলনে চলা। ৩২৯৯।
৪।৬।১৯৫১, সকাল ৭-৪০

আত্মচিন্তা মানে সত্তার চলনের চিন্তা,
যা' নানা করণে প্রবাহিত হ'য়ে চলে—
তা'রই সার্থক সুমঞ্জস অনুধাবন,
স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ৩৩০০।
৪।৬।১৯৫১, সকাল ৮টা

প্রাজ্ঞদের ত্রুটি
অর্থাৎ, করায় ন্যূনতা বা কমতি হ'তে পারে—
কিন্তু ভ্রান্তি হয় না,

অর্থাৎ, তাঁ'রা বিপথপন্থী হন না,
কারণ, তাঁ'দের জ্ঞান সার্থক একসূত্রসঙ্গত। ৩৩০১।
৪।৬।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

ঈশ্বরকে গুরুই বল, মা-বাবাই বল,
স্বামী বা প্রভুই বল,
বন্ধুবান্ধব বা শ্রেয়সম্পর্কিত যা'ই বল না কেন,—
তা'র ভিতর-দিয়ে অন্তঃকরণের খালি ভাবকে
সেইভাবে পরিপূরণ ক'রে
ঈশ্বরনিবদ্ধ হ'তে পার,
যাঁ'তে সব সার্থক হ'য়ে ওঠে
তাঁ'তে ও-ভাবও সার্থক হ'য়ে উঠবে—
ঐ ভাবেরই সার্থক সন্দীপনী তাৎপর্য্য নিয়ে
প্রাজ্ঞ অভিচেতনায়
সব-কিছুরই সার্থক বিবর্ত্তনী অন্বয়ে,
কারণ, সব প্রকৃতিই তাঁ'তে নিহিত নিবদ্ধ;
কিন্তু ঐ ভাব যদি ব্যভিচারী হয়
অর্থাৎ, ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতার অছিলায়
অন্য-কিছুতে অর্পিত হয়—
তাহ'লে তা' দুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ৩৩০২।
৪।৬।১৯৫১, সকাল ৯-২৪

প্রবৃত্তি যেমন, ভাবও হয় তেমন,
আবার যে, যে-ভাবের ভাবী
তা'র সেই ভাবের ভাবীর সঙ্গে মিলও হয়,
আর, তা'র সঙ্গও ভাল লাগে,
পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হ'য়ে ওঠে,

অন্য ভাবের ভাবুক যা'রা
তা'দের সঙ্গ বা সাহচর্য্যে
ভিষ্ঠানোই কঠিন তা'র পক্ষে,
সেটাকে মনে করে একটা বিজাতীয় সংশ্রব,
ঐ সংশ্রবে নিজের ভাব বা প্রবৃত্তির
খোরাকও পায় না
এবং তৃপ্তিও পায় না তা'তে—
তা' যতই তা'র জীবন-পরিপোষক হো'ক না কেন,
তাই, প্রবৃত্তিকে শ্রেয়ার্থপরায়ণ ক'রে তোল—
ভাবও শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে। ৩৩০৩।

৪।৬।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭টা

নামের মোহ, যশের মোহ,
ক্ষমতার মোহ, মান-বড়াইয়ের মোহ,
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সার মোহ,
স্বার্থের মোহ, পাণ্ডিত্যের মোহ,
ভেক, প্রথা ও সম্প্রদায়ের মোহ,
অনভিজ্ঞ বিজ্ঞতার মোহ,
ইত্যাদি যা'-কিছু
সুনিষ্ঠ সাত্ত্বিক-সঙ্গতিসম্পন্ন
পূরয়মাণ যুক্তিযুক্ত নয়কো,
তা' সত্য-সন্ধিৎসার অন্তরায়—
শ্রেষ্ঠে আত্মোৎসর্গ করবার ব্যাঘাতস্বরূপ ;
সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যপালী উৎকণ্ঠ আপূরণী আবেগ
রুদ্ধকণ্ঠ হ'য়ে
অবশ, অবসন্ন হ'য়ে পড়ে ওতেই প্রায়শঃ। ৩৩০৪।

৪।৬।১৯৫১, রাত্র ১০-১০

যদি বাঁচতে চাও,
বিবর্ত্তনের পথে চ'লতে চাও
বিবর্দ্ধিত হ'য়ে,
কোন মনগড়া মতবাদ
যা' বাস্তবে কার্য্যকারণের সহিত
ওতপ্রোতভাবে সুসঙ্গত নয়কো—
সুযুক্ত নয়কো—
সাত্ত্বিক সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'ই নিয়ে ব'সে থাকলে চ'লবে না ;
যা' বাস্তব জীবনকে যোগ্যতায় উন্নীত ক'রে
প্রবৃত্তি ও পরিস্থিতিকে
সুসঙ্গত সমন্বয়ে বিন্যাস ক'রে
মন্দকে ভালতে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
অশুভকে শুভতে পরিবর্ত্তিত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী সম্বর্দ্ধনায়
জীবনকে আরোতরে নিয়ে যায়,
তা'কে আঁকড়ে ধ'রতেই হবে,
চ'লতেই হবে সে-পথে,
জীবনে ধর্ম্মকে পরিপালন ক'রতে হবে,
ধর্ম্মের নামে মনগড়া যা'-তা' ধারণা
বা অনুষ্ঠান নিয়ে যদি চল,
যা'-তা'-তেই অন্তর্দ্ধান হ'তে হবে ;
গোঁড়া হওয়া বরং ভাল—
গাঁটে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে থাকা—
বৃদ্ধিকেই ব্যাহত করা,
ভেবে দেখ—যেমন বোঝ, তেমনি কর। ৩৩০৫ ।

৫।৬।১৯৫১, সকাল ৯·১০

প্রীতিই হ'চ্ছে পরাক্রমের উৎস ;
তা' ফুটে ওঠে প্রথমে বোধিতে,
বোধির ভিতর-দিয়ে
কা'রো বাক্যে,
কা'রো ব্যবহারে,
কা'রো শক্তি ও সাহসে,
কা'রো অনেকগুলি বা সবগুলিরই সমবায়ী সন্দীপনায়—
তা'র অন্তরায়গুলিকে অতিক্রম ক'রে
জয়ের যন্তা ক'রে তা'কে। ৩৩০৬।
৫।৬।১৯৫১, সকাল ৯-৩৪

মহৎ-মন্যতার মোহে
যা'দের অহং সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠেনি
প্রবৃত্তির প্রাচীর-বেষ্টিত থেকে,
ভাগবত-সত্য-সংক্ষুধ উন্মুখতায় দাঁড়িয়ে
তা'রাই মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তমকে
স্বীকার ক'রে থাকে,
আপ্তীকৃত ক'রে থাকে,
নিতান্ত আপনার ব'লেই গ্রহণ ক'রে থাকে,
নয়তো, প্রবৃত্তির ছন্নছাড়া মোহ-আবেষ্টনে
হীনম্মন্যতার হামবড়াই
তাঁকে প্রতিরোধ ক'রে থাকে সাধারণতঃ;
তাই, সুস্থ মহত্ত্বের লক্ষণ হচ্ছে—
প্রত্যেক মহৎ প্রত্যেক মহতেরই অনুপূরক, সহযোগী,
তাঁ'রা পরস্পর স্বার্থান্বিত
অসৎনিরোধী শুভ-পরিচর্য্যা নিয়ে,
এর অভাব যেখানে যেমন

মহত্ত্বও সেখানে তেমনি প্রবৃত্তিগত অস্মিতা-নিবদ্ধ ;
তাই, মহত্ত্বে উন্নীত হওয়াই
যদি তোমার অন্তর-আকূতি হয়—
খোলা মন নিয়ে চল
একনিষ্ঠ বোধি-অনুচর্য্যায়,
বিজ্ঞবিবেকী হও,
তোমার ইষ্ট বা আদর্শকে
ঐ মহান পুরুষ বা পুরুষোত্তমে দেখতে চেষ্টা কর
নিজের বৈশিষ্ট্য-দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে,
তোমার আদর্শ বা আচার্য্য
যদি মহৎই হ'য়ে থাকেন—
তাঁ'রও পরিপূরণ পাবে তাঁ'তে ;
তাই, যে অবস্থায়ই থাক না কেন
পরাঙ্মুখ হ'য়ো না
গ্রহণ ক'রতে সেই তাঁ'কে,
ওতে সব-কিছুরই পুরশ্চরণ হবে। ৩৩০৭।
৫।৬।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

উৎকর্ষী যাঁ'রা,
আপৎকালে তাঁ'দের দিয়ে
অপকর্ষীদের দ্বারা যে-সমস্ত কর্ম্ম
নির্ব্বাহ হ'ত বা হয়
তা'র নিষ্পাদন করা বরং শ্রেয়,
কিন্তু পারতপক্ষে অপকর্ষীদের দিয়ে
উৎকর্ষীদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ না করাই ভাল,
কারণ, উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যপালী সমঞ্জসা ধী,

বিবেচনা, দূরদৃষ্টি ও ব্যবস্থিতির অভাবে
আপদকে আরো ক'রেই তোলা হয় তা'তে। ৩৩০৮।
৫।৬।১৯৫১, রাত্র ৯-৪০

ঈশ্বর যাঁ'দিগকে বরণ করেন,
মনোনীত করেন,
সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরে সহজ-নিবদ্ধ যাঁ'রা
তাঁ'রাই তথাগত, প্রেরিত বা গুরুপুরুষোত্তম,
বিশ্ব-বিধায়ক তাঁ'রাই,
তাঁ'রাই ঈশ্বর-নিদেশী, বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাপোষণী
জীবনবর্দ্ধনের বার্ত্তাবাহী—
বিশ্বজনীন শিক্ষক তাঁ'রাই ;
এই জীবনধর্ম্ম ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ায়
গণজীবন যখন বিশৃঙ্খলার বিধ্বস্তি-নিগড়ে
আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে,
মানুষের 'ত্রাহি মাং' অভ্যর্থনা
সুকেন্দ্রিকতায় অর্থলাভ ক'রে ওঠে যখন
ঐ আকূতি-আবেগে,—
তখনই তাঁ'রা আসেন
ঐ ধর্ম্মসংস্থাপক হ'য়ে
ত্রাণের বার্ত্তা নিয়ে,
সাধু, সৎ-সন্দীপ্ত যা'রা—
উদ্ধারের বার্ত্তা ও ব্যবস্থা নিয়ে
তা'দের অসৎকে নিরসন ক'রতে
অপলাপ ক'রতে ;
আবার, তাঁ'দের ঐ বার্ত্তা
গণ-নিয়ামক ঐ চলন

যখন গ্লানি ও আবর্জ্জনা-দুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তাৎপর্য্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'য়ে চ'লতে থাকে,—
তখনই আসেন ঐ নেক্তা-পুরুষ;
ঐ পুরুষোত্তমে যাঁ'দের আগ্রহ-সন্দীপনা
অটুট ও নিনড় হ'য়ে
সহজ জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
অচ্ছেদ্য সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধানিবদ্ধ, যাঁ'রা তাঁ'তে,
তাঁ'দের ঐ সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অন্তরস্থ
তদনুকম্পী আবেগের ভিতর-দিয়েই
ঐ পুরুষোত্তম তাঁ'দিগকে
ঐ নেক্তা-পুরুষ রূপেই বরণ ক'রে থাকেন,
প্রেরণ ক'রে থাকেন তাঁ'দিগকে,
ঐ ধর্ম্মের একটা বিশেষ-বিশেষ অংশ
ব্যাপার বা বিশৃঙ্খলাকে
বিন্যাস-তাৎপর্য্যে জীবন্ত অন্বয়ে অন্বিত ক'রে
নির্ম্মলতায় সংস্থ ক'রে তুলে থাকেন তাঁ'রা,
তাই, তাঁ'রা নেক্তা-পুরুষ—
ঐ পুরুষোত্তমেরই ভাবদেহের প্রকট আবির্ভাব তাঁ'রা,
দুনিয়ার নমস্য তাঁ'রা,
তাঁ'দের আবির্ভাব পূত ক'রে তোলে মানুষের অন্তর,
জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
ঐ পুরুষোত্তমে সুকেন্দ্রিক সন্দীপনায়
ঈশ-স্পর্শী ক'রে তোলে;
যাঁ'রা তথাগত প্রেরিত পুরুষোত্তম—
তাঁ'রা যেমন পূর্ব্বতনদিগের আপূরক
তেমনি আপোষক তো বটেই,
আবার, নেক্তা-পুরুষ যাঁ'রা—

তাঁ'রা প্রাচীন বা পূর্ব্বতনদের বর্ত্তমান পরিণতি
ঐ অধুনাতন প্রেরিত ও গুরুপুরুষোত্তম যিনি
তাঁ'র প্রতি সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধানিবদ্ধ
ও তাঁ'র আপোষক,
তাঁ'রই নীতিবিধির সার্থক সুঅন্বয়ী সুব্যাখ্যাতা—
ঐ পুরুষোত্তমেরই পরিণয়নী আবির্ভাব-বিশেষ,
তাঁ'দের চিন্তা, বাক্য, ব্যবহার
ও চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
ঐ পুরুষোত্তমই ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে থাকেন
এবং নেক্তা-পুরুষগণ
ঐ তাঁ'র বাণীর সার্থক আপোষক হ'য়ে
তাৎপর্য্য-উদ্‌ঘাটনে
গ্লানি পরিমার্জ্জিত ক'রে
নির্ম্মল ক'রে
জীবন্ত ক'রে
গণ-উদ্ধারেরই সন্দীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলেন সবাইকে ;
তাই, তাঁ'রা সাধনসিদ্ধ,
কিন্তু গুরু-পুরুষোত্তম যাঁ'রা
তাঁ'রা প্রায়শঃই স্বয়ংসিদ্ধ,—
দুনিয়ার বুকে এক, অদ্বিতীয়। ৩৩০৯।
৬।৬।১৯৫১, সকাল ৮টা

চিন্তা, ব্যবহার ও কর্ম্ম-সমবায়ে
যা'তে তুমি যত অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
অভ্যাসের অনুচর্য্যায়

সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-উদ্দীপনায়
তা'কে তোমার ভিতরে
অধিগমনে স্বভাব-সলীল ক'রে,
তা' ততই তোমার সত্তা-অনুস্যূত স্বভাবে
অভিব্যক্তি লাভ ক'রবে,
ঐ অভ্যাস যতই স্বভাবগত হ'য়ে উঠবে
ঐ ব্যাপারে অভিমানশূন্যও হবে ততই;
ঐ রকমে সৎ-অভ্যাস তোমাকে
বিবর্ত্তনের দিকে নিতে পারে,
আর, অসৎ-অভ্যাস
অধোবর্ত্তীও ক'রে তুলতে পারে। ৩৩১০।
৬।৬।১৯৫১, বিকাল ৪-১৫

সেই অভিমানই ভাল,
যা' তোমাকে বৈশিষ্ট্যে নিবিষ্ট ক'রে
নিরভিমান উন্নতিপরায়ণ ক'রে তোলে—
একটা উদ্বর্ত্তনী, সুনিষ্ঠ, ইষ্টার্থী অভিসন্ধিৎসায়। ৩৩১১।
৬।৬।১৯৫১, বিকাল ৬-২০

তোমার ইষ্টকে, তোমার ধর্ম্মকে, তোমার কৃষ্টিকে
তোমার আভিজাত্য-নিষ্যন্দী বৈশিষ্ট্যকে
যেমন ক'রেই হো'ক
বা যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক
অবজ্ঞা ক'রে
তা'র ব্যত্যয়ী যা' তা'তে
আত্মসমর্পণ যে-মুহূর্ত্তেই ক'রলে,
তৎ-পূরণী ও পোষণী যা'

তা'কে তেমনি ক'রে গ্রহণ না ক'রে
নিজের মর্য্যাদাকে আহুতি দিয়ে
কৃতার্থ হ'তে চাইলে বা হ'লে যেমনি,
পরাভূতিকে আলিঙ্গন ক'রলে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই,
তোমার সত্তা-সংস্থাই বিজিত হ'য়ে উঠল,
শুধু বিজিতই হ'লে না—
যুগ-যুগবাহী তোমার জৈব-সংস্কৃতিতেও
সংঘাত সৃষ্টি ক'রলে তখন থেকে,
তোমার সৌরত-সন্দীপনা
ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ ক'রে
ঐ পরাভূতিরই উপাসনায় নিয়োজিত হ'ল;
ঐ পরধর্ম্মেই গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠলে,
তুমি গেলে—
তোমার ঐ কাঠামোকে পদাঘাত ক'রে,
তোমার বিবেক, বুদ্ধি, বল, কুশলকৌশলী অভিযান
তোমাকে অবজ্ঞা ক'রে
তখন থেকে তা'রই সেবানিরত হয়ে চ'লল,
ধিক্কারের অনুশাসন তোমাকে
ন্যক্কারজনক বিদ্রূপে
শাসন ক'রতে লাগল কিন্তু তখন থেকেই। ৩৩১২।
৭।৬।১৯৫১, সকাল ৭টা

তুমি ইষ্টার্থে নিগূঢ়-নিবদ্ধ হ'য়ে
বিদ্বদ্-বোধি নিয়ে
মানুষের প্রবৃত্তিসঞ্জাত ভাবের ভিতর-দিয়ে
বিদ্বৎপরিচর্য্যায় তা'দের হৃদয় লাভ কর,
অপরিহার্য্য হ'য়ে ওঠ তাদের কাছে,

তা'রা তোমাতে জমাট বেঁধে উঠুক,
তা'দের বৈশিষ্ট্যমাফিক সৎ-অনুচর্য্যী সেবায়
তা'রাও ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ বিদ্বদ্-গৌরবে
অচ্ছেদ্য অনুচর্য্যায় তোমাতে নিবদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
তোমারই ঐ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে
ওই ইষ্টার্থপূরণী অভিদীপনায়
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠা অন্তরে বহন ক'রে,
এমনি ক'রেই
লোকসংগ্রহ ও লোকসংহতি
উপচে উঠবে তোমাকেই কেন্দ্র ক'রে
পারস্পরিক সুহৃৎ-সহযোগী অনুচর্য্যায়—
তাঁ'রই পতাকা বহন ক'রে। ৩৩১৩।
৭।৬।১৯৫১, সকাল ৭-৪০

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
বৃত্তিস্বার্থে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠো না,
অবিদ্বান যেমন আসক্তি নিয়ে কর্ম্ম করে,
আত্মস্বার্থে অনাসক্ত হ'য়েও
তুমি তেমনি ক'রেই কর্ম্ম ক'রে চল—
তোমার ঐ ইষ্টার্থপূরণী বিদ্বদ্-জলুস নিয়ে,
তোমার বৈশিষ্ট্য যেন
তা'দের বিশেষত্বকে আঘাত না করে,
বরং নিয়ন্ত্রিত ও পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে;
অপরিহার্য্য আত্মীয় হ'য়ে ওঠ তা'দের তুমি,
গণমণ্ডল তোমাতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠুক,
ঐ অনুপ্রেরণা তা'দের অন্তরেও
তোমারই ঐ ইষ্টপ্রতিষ্ঠা নিয়ে আসুক,

এমনি ক'রেই জনপদ
তোমাতে সংহিত হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রত্যেকটি অন্তর
পরস্পর সুহৃৎ-সহযোগিতায়
আপনার হ'য়ে উঠুক—
তোমারই ঐ ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে দানা ক'রে,
লোকসংগ্রহ সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার। ৩৩১৪।
৭।৬।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

সমাজ বা সমাজগত যে-বর্ণই হো'ক
বা যে-বর্ণের যে-সম্প্রদায়ই হো'ক,
সেই সমাজ, সেই বর্ণ বা সেই থাকগুলি
যদি পারস্পরিক অনুচর্য্যা নিয়ে
নিজেদের কন্যাগণের
বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত বিবাহে
উদাসীন থাকে,—
সমাজের, বর্ণের বা সম্প্রদায়ের
প্রত্যেকটি মানুষকেই ঐ পাপ স্পর্শ করে,
ক্রম-সংক্রমণায় ঐ পাপ প্রত্যেককে বিষাক্ত করে,
তা' বংশ, বর্ণ, সম্প্রদায় ও সমাজ-কাঠামোকে
বিপন্ন ক'রে
আত্মঘাতী সংঘাতে
সর্ব্বনাশা শার্দ্দুল-অনুসরণে
নিকেশের নিশ্চিহ্নতার দিকে নিয়ে যায়;
তাই বলি,
সমাজ, সমাজগত বর্ণ বা বর্ণগত সম্প্রদায়!
এখনও সাবধান হও,

পারস্পরিকতা নিয়ে প্রতিপ্রত্যেকে জাগ্রত হ'য়ে ওঠ—
দায়িত্বশীল অনুচর্য্যায়,
যা'তে কন্যাদিগকে অনূঢ়া রাখতে না হয়
তা'র ব্যবস্থায় সুব্যবস্থ হও,
নিজেও বাঁচবে, অপরকেও বাঁচাবে। ৩৩১৫।
৭।৬।১৯৫১, সকাল ৯-২৪

কাউকে যদি ভালবাসতে চাও,
ঐ ভালবাসার অনুকূলে
মনে-মনে জল্পনা-কল্পনা কর,
মুখে বল, তা'কে তুমি ভালবাস,
যতটা সম্ভব তা'র সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচর্য্যা নিয়ে
থাকতে চেষ্টা কর,
তা'র স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ব'লে
গ্রহণ ক'রতে যা'তে পার তা'ই কর—
তা'র সুস্থিতে ও উপচয়ী যা'-কিছুতেই অন্তরাসী হ'য়ে,
তা'র সত্তাপোষণী সমর্থক হ'য়ে ওঠ,
তা'র আপদ-বিপদ, দুঃখ-দৈন্যের ভিতর
নিরাকরণ-উদ্দীপনা নিয়ে
যথাসম্ভব ঝাঁপিয়ে পড়
এবং তা'র নিরাকরণ কর,
আর, এই ভালবাসার অবদান-স্বরূপ
তোমার মনে যা' ভাল লাগে
তা' দিতে একটুও কসুর ক'রো না,
সে ছাড়া যেন তোমার চলছেই না
এমনতরভাবেই অভিদীপ্ত থাকতে চেষ্টা ক'রো—
কোনপ্রকারে দ্রোহ-দীর্ণ

ও স্বার্থপ্রত্যাশাপীড়িত না হ'য়ে,
এমনতর কথা, কর্ম্ম, ব্যবহার ও চালচলনের
সক্রিয় অনুচর্য্যায়
তোমার ভালবাসা অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠবে ;
আবার, তোমার ঐ ভালবাসা
যা'কে ভালবাসতে চাচ্ছ
তা'র প্রীতিকেও উদ্গমশীল ক'রে তুলবে ;
মনে যেন থাকে,
এই ভালবাসার পাত্র যেমনতর—
আর, তা'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে যেমনভাবে—
তোমার সন্ধিৎসা, বোধি ও বিজ্ঞতা
তেমনতর মেকদার নিয়েই ফুটে উঠবে,
আর, তোমার চরিত্রও
ঐ জলুস বিকিরণ ক'রতে থাকবে,
ভালই যদি বাসতে চাও—
তা'র মোক্তা তুকই এই । ৩৩১৬ ।
৭।৬।১৯৫১, বিকাল ৬-২০

যিনি তোমার পোষক
তিনি তোমার শাসকও কিন্তু প্রকৃতিসঙ্গতভাবে,
তাঁ'র মর্য্যাদা-অপলাপী
বা ক্ষয় ও ক্ষতির কিছু করা
তোমার পক্ষে বিশ্বস্ততারই ব্যতিক্রম,
বরং তাঁ'র অনুপোষক হওয়াই
তোমার পক্ষে স্বাভাবিক—
প্রাকৃতিক সৌজন্য-সম্ভূত । ৩৩১৭ ।
৮।৬।১৯৫১, সকাল ৭টা

মমতামুগ্ধদের শাসন-ক্ষমতা
মুহ্যমান হ'য়ে যায়,
কারণ, যা'দের প্রতি মমতা নিবদ্ধ—
শাসনজনিত তা'দের কষ্ট
ঐ মমতাশীলকে শঙ্কিত ক'রে তোলে,
তাই, মমতাবিহ্বল না হ'য়ে
তোষণদীপ্ত অনুশাসন-নিয়ন্ত্রণে
যা'দের প্রতি মমতা তোমার
তা'দিগকে সংযত ও সম্বুদ্ধ-চরিত্র
ক'রে তোলার সহায়ক হও,
উত্তরকালে তুমিও সুখী হবে,
তা'রাও সুখী হবে। ৩৩১৮।
৮।৬।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

যা'র আশা পেয়েছ
তা' ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্দেহের—
যতক্ষণ না তা' তোমার হস্তগত হ'চ্ছে,
তাই, আশায় ঝুলেই খুশি থাকতে যেও না,
আশার আশীর্ব্বাদ তোমার হাতে
বাস্তব হ'য়ে আসুক,
আর, সেই চেষ্টা কর যত সত্বর সম্ভব। ৩৩১৯।
৮।৬।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

ঈশ্বরের প্রতি তুমি যেমন—
ঈশ্বরও তোমার প্রতি তেমনি,
তিনি সবারই অনুপূরক,
তাঁ'র প্রতি অনন্যমনা হ'য়ে

যোগ্যতার তপস্যায় যখনই তুমি উদ্দাম,—
তখনই তিনি যজ্ঞেশ্বর তোমার কাছে,
আবার, বিরতির পথে যখন চলছ
সব-কিছু হ'তেই বিরত হ'য়ে—
তোমার কাছে তিনি সংযন্তা তখন। ৩৩২০।

৮।৬।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

প্রীতি, পোষণ, শাসন—
এই ত্রয়ী সঙ্গতির ভিতর-দিয়েই
নিয়ন্ত্রণ কৃতী হ'য়ে ওঠে—
যদি ঐ নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য-অনুগ হয়। ৩৩২১।

৮।৬।১৯৫১, রাত্রি ৭-৪৫

ধর্ম্মকে পরিপালন ক'রতে হয়
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে—
শুধু ভাবালুতা ও ভাবোচ্ছ্বাসে নয়কো,
এমনতর ভাবালু হ'য়ে আজীবন কাটাও
কিছুই ফয়দা হবে না তা'তে,
ধর্ম্মানুগ ভাব ও কর্ম্মের অন্বিত সঙ্গতিতে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
ইষ্টানুগ সত্তাপোষণী ক'রে
করণীয় যা' তা'কে যেমনতর নিষ্পন্ন ক'রতে পারবে—
ধার্ম্মিকও তেমনি তুমি তত,
নয়তো, ধর্ম্ম তোমার কাছে
কথার কের্দ্দানি ও ভূতুড়ে ব্যাপার ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৩৩২২।

৮।৬।১৯৫১, রাত্রি ৮টা

কিছু নেই
তা'র ভিতর-দিয়ে যে গজিয়ে উঠতে পারে
যেমনতরভাবে—
সাত্ত্বিক সঙ্গতিও তা'র
তেমনতরই হ'য়ে ওঠে ;
তোমার পয়সা নেই
কিন্তু কাজ করতে হবে,
ঐ পয়সা সংগ্রহ ক'রে
সময়মত কাজ নিষ্পন্ন করার ভিতর-দিয়ে
তোমার যোগ্যতা উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
অমনতরভাবে নিজেকে নিষ্পন্নতায় নিয়ন্ত্রিত করাই
যোগ্যতার পরিচায়ক ;
নয়তো, দশ পয়সা খরচ ক'রেও
দুই পয়সার কাজও ক'রতে পারবে না। ৩৩২৩।
৮।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-৫

লেখা বা কথায়
পর্য্যায়ী অনুপূরক অনুক্রম যদি না থাকে—
সত্তাপোষণী সঙ্গতিপরায়ণ তাৎপর্য্য নিয়ে,
তা' কিন্তু মানুষের বোধিকে
বিন্যস্ত ক'রে তুলতে পারে না। ৩৩২৪।
৮।৬।১৯৫১, রাত্র ৯-৩৫

ওয়াদা-অনুলম্বিত প্রতিশ্রুতি
বাস্তবতায় কমই সংরক্ষিত হয়—
ব্যর্থই হয় প্রায়শঃ,
বিশেষতঃ সময়ের পাল্লা যেখানে যত বেশী—

ঐ অপালনী প্রবৃত্তি সেখানে তত তীব্র ;
কারণ, প্রবৃত্তির মোহ-আবিষ্ট আকূতি
বিবেচনায় সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর ক'রে
হৃদয়কেও সঙ্কুচিত ক'রে তোলে,
ফলে, মানুষের প্রবল 'হ্যাঁ'
অবসন্ন 'না'-তেই পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে,
তা'র আন্তরিক পরিচর্য্যী আবেগ-সন্দীপনাকেও
তা' খঞ্জ ক'রে তোলে অমনি ক'রেই,
ফলে, দৈন্যও দুর্লক্ষ্য পদবিক্ষেপে
এগুতে থাকে ক্রমশঃই। ৩৩২৫।
১০।৬।১৯৫, সকাল ৮-৫৫

কৃষ্টি যেমন, সৃষ্টিও তেমনি,
বিবর্ত্তনই বল, আর নিবর্ত্তনই বল—
তা' ঐ পথেই কিন্তু,
উৎকর্ষ যা অপকর্ষ ওরই বিভিন্ন রকম মাত্র—
যা' জৈবী-সংস্থিতিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
বিশেষত্বে রূপায়িত। ৩৩২৬।
১০।৬।১৯৫১, সকাল ৯টা

অহং-এর প্রবৃত্তি-অভিভূতি
যখন সত্তাকে অবজ্ঞা ক'রে
বা তৎসংজ্ঞাকে হারিয়ে ফেলে'
ঐ প্রবৃত্তি-তৎপর হ'য়ে চলে—
তা'ই হ'চ্ছে মোহ,
অর্থাৎ, সত্তা যখন প্রবৃত্তি-আচ্ছন্ন হ'য়ে
বা ওতেই মুহ্যমান হ'য়ে

তৎ-অনুক্রমী চলায় চলে—
তা'কেই বলে মোহ। ৩৩২৭।
১১।৬।১৯৫১, সকাল ৮টা

কথায় যা'রা ধর্ম্ম করে—
আর, ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়ে
সঙ্কীর্ণ স্বার্থে উদরপূর্ত্তি করে—
তা'রা অব্যবস্থ, দৈন্যগ্রস্তই হ'য়ে থাকে। ৩৩২৮।
১১।৬।১৯৫১, সকাল ৮-৫০

উৎসর্গ-নিবদ্ধ যে নয়কো—
সে স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখতে জানে না,
কারণ, শ্রেয়ার্থে সুকেন্দ্রিক সংস্থ না হ'লে
ব্যক্তিত্বই সংহিত হ'য়ে ওঠে না—
একটা সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্য্য নিয়ে,
যা'র ব্যক্তিত্বই বিচ্ছিন্ন
নিজত্বও তা'র বিচ্ছিন্ন,
আর, ঐ নিজত্বই হ'চ্ছে স্ব,
ঐ স্বয়ের দাঁড়া বা ভিত্তি যা'র দোলায়মান,—
সে আত্মস্থ নয়—বিচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমান,
সে আবার স্বাধীন হবে কি ক'রে? ৩৩২৯।
১১।৬।১৯৫১, বেলা ১১-২০

বিবাহ-ব্যাপারে—
তা' সবর্ণেই হো'ক
আর অনুলোমেই হো'ক,
প্রথমেই দেখতে হবে—

কন্যার কুলসংস্কৃতি
প্রস্তাবিত বরের কুলসংস্কৃতির অনুপোষক কিনা,
কন্যার প্রকৃতি ঐ প্রস্তাবিত বরের প্রকৃতির
অনুপোষক কিনা,
কন্যার পিতৃকুল ও ঐ প্রস্তাবিত বরের পিতৃকুল
সুনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ সদাচারপ্রবণ কিনা,—
অথবা অব্যবস্থ স্বৈরী-প্রবৃত্তিসম্পন্ন,
বিশ্বস্ত প্রকৃতি কোন্ পক্ষের কেমনতর,
বোধিবৃত্তি বা কেমন,
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা কেমনতর,
বিবেকী কিনা,
ঐ প্রস্তাবিত বরের পিতৃকুলের
ও কন্যার পিতৃকুলের গড় আয়ু কেমনতর,
কন্যার পিতৃকুলের আয়ু যদি কম হয়
ও ঐ বরের পিতৃকুলের আয়ু যদি বেশী হয়,
তা'র ফলে, সন্ততিদিগের আয়ু
কমের দিকেই যায়,
আবার, কন্যার কুলের আয়ু যদি বেশী হয়
বরপক্ষের আয়ু যদি কম হয়,
তা'তেও ঐ-রকম ফলই প্রসব করে;
আরো দেখতে হবে—
উভয় পক্ষেরই রোগনিরোধ-ক্ষমতা কেমন,
তা'দের স্বাস্থ্য-সঙ্গতিই বা কেমনতর,
মানসিক স্বাস্থ্য অব্যবস্থ কি সুব্যবস্থ,
কোন পক্ষের এমন কোন রোগ আছে কিনা—
যা' সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হ'তে পারে,
পাত্র ও কন্যার বিদ্যা ও যোগ্যতা কেমনতর,

কর্ম্মপ্রবণতা কেমন ;
মানসিক উপপত্তিকে বাস্তবে মূর্ত্ত করার
কুশল-তাৎপর্য্য কেমনতর,
তা'রা বোধিপ্রবণ কর্ম্মকুশল
না যন্ত্রচালিত কর্ম্মঠ-প্রকৃতিসম্পন্ন ;—
ইত্যাদি টুকটাকের সঙ্গতি
যতই দেখে নেওয়া যেতে পারে,
বিবাহ সেখানে তেমনি
সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ। ৩৩৩০ ।
১১।৬।১৯৫১, রাত্রি ৮-৪৪

শিষ্যত্বে যে যত অমলিন
শাসিতও সে তত সুন্দর। ৩৩৩১ ।
১২।৬।১৯৫১, সকাল ১০-১০

যে শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'তে চায় না,
বা শ্রেয়কেন্দ্রিকতা নিয়ে
নিজের বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম,
এক-কথায় চরিত্রকে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
শ্রেয়ার্থে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে না,—
তা'র উন্নতি ও শ্রেয়লাভ
স্বপ্ন-কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। ৩৩৩২ ।
১২।৬।১৯৫১, দুপুর ১২টা

যুক্ত হও—
অন্তরাসী অনুরাগ-উদ্দীপ্ত

দায়িত্বশীল অনুপুরণা নিয়ে,
আর, অমনতর যোগই যোগ্যতার অনুপ্রেরক। ৩৩৩৩।
১২।৬।১৯৫১, রাত্র ৭টা

যা'কে আপনার ক'রতে চাও,
আগে তা'র স্বার্থে স্বার্থান্বিত হও—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী উপচয়ী অনুচর্য্যায়,
এই সক্রিয় অনুরাগ-উচ্ছলতার ভিতর-দিয়ে
সে তোমাতে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে উঠবে;
দেওয়াই কিন্তু দাবীর স্বতঃ-অনুপূরক। ৩৩৩৪।
১২।৬।১৯৫১, রাত্র ৭-১২

কা'রো প্রতি সত্তানুপোষক প্রীতিই
তা'তে ভালবাসার উদ্‌গতি নিয়ে আসে। ৩৩৩৫।
২১।৬।১৯১৫, রাত্র ৭-২০

দুর্ব্বল-ব্যক্তিত্ব, অপটু-অনুরাগ
সন্ধিৎসাহারা, শ্লথবোধি যা'রা—
তা'রা শ্রেয়জীবনে প্রীতিনিবদ্ধ হ'তে পারে না,
কারণ, ব্যক্তিত্বই তা'দের আঁটহারা, ঢিলা,
সৌরত-সন্দীপনা প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত,
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, প্ররোচনাপ্রলুব্ধ। ৩৩৩৬।
১২।৬।১৯৫১, রাত্র ৭-৫৫

যা'রা কার্য্যতঃ ইষ্ট বা আদর্শের অপলাপক,
ধর্ম্মদ্রোহী, কৃষ্টিদ্রোহী,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সংঘাতক

স্বভাবতঃই তা'রা গণ ও সংহতিদ্রোহী—
ঈশ্বরদ্রোহী শাতন-অনুচর,
গণ-সত্তা, স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিপর্য্যয়ী তা'রা—
তা জ্ঞানতঃই হো'ক বা অজ্ঞানতঃই হো'ক,
গণ-প্রীতির অলীক উচ্ছ্বাস
যতই বিধূমায়িত হো'ক না কেন
তা'দের বাক্-অভিব্যক্তিতে—
বাস্তব কর্ম্মদীপনায় তা'রা যদি
গণদ্রোহী হ'য়ে চলে—
আবার, তা'দের ঐ ধূমায়িত গণপ্রেমী বাক্‌চাতুর্য্যে
অভিদীপন-বিহ্বলতায়
তা'রা যদি লোকসমক্ষে
গণপ্রেমিক ব'লে পরিবেশিত হয়—
দুর্দ্দশা দুর্দ্দান্ত আক্রমণে যে
সে গণমণ্ডলকে
সর্ব্বনাশের আহুতি ক'রে তুলবে
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়। ৩৩৩৭।
১২।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

যে-প্রীতি শ্রেয়ার্থপরায়ণ নয়কো,
তা'র স্বার্থে স্বার্থান্বিত নয়কো—
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা ও উপচয়ী প্রচেষ্টায়,
যে প্রীতিতে ক্লেশসুখপ্রিয়তা নেইকো,—
সে-প্রীতি যতই উচ্ছ্বাসসঙ্কুল হো'ক্ না কেন
তা' কিন্তু সন্দেহের;
অমনতর প্রীতি যা'দের
তা'রা পরিপালিত ও পরিপোষিত হ'য়েও

ক্রমাগত না-পাওয়ার আপসোস নিয়েই চলে,
কারণ, প্রত্যাশা ও প্রবৃত্তি-উপভোগই তা'দের প্রিয়,
তাই, তা'রা অকৃতজ্ঞই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৩৩৩৮।
১২।৬।১৯৫১, রাত্র ৯-২০

অপরিপালিত নির্দ্দেশ
কখনও-কখনও বিপদকেই আমন্ত্রণ করে। ৩৩৩৯।
১৩।৬।১৯৫১, সকাল ৮-৫৫

তোমার নায়ক-প্রবৃত্তি যেমনতর—
বোধ, বিদ্যা, ধৃতি ও প্রকৃতি তদনুপাতিকই,
কিন্তু শ্রেয়ার্থে নিয়োজিত প্রবৃত্তি—
যা' যেমনই থাক্ না—
সেগুলি সার্থক সংহতি নিয়ে
সুসঙ্গত অন্বয়ে
সর্ব্বাভিদীপক বোধ, বিদ্যা, ধৃতি ও প্রকৃতির
উৎসারণী অনুপ্রেরক হ'য়ে উঠবে,
যা'র ফলে, সুকেন্দ্রিক, সংহত ও সঙ্গতিপূর্ণ প্রজ্ঞায়
নিরভিমান সার্থকতা নিয়ে
তা' তোমাকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে। ৩৩৪০।
১৩।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-১৫

যে-ভোগ শ্রেয়সংহতিতে বিরতি আনে—
তা' দুর্গতিকেই আমন্ত্রণ করে। ৩৩৪১।
১৩।৬।১৯৫১, রাত্র ১১টা

বিধিবিপর্য্যয়ী ভ্রান্তির পথ অবলম্বন ক'রে
শান্তির প্রয়াস ক'রো না,
পর্য্যায়ী অনুক্রমে
বোধিদক্ষ বৈধী-পন্থাই শান্তির পথ ;
অসৎকে নিরোধ কর,
ইষ্টানুগ সৎপন্থায় সমাবেশ লাভ কর তোমরা,
সংহতি, শক্তি ও যোগ্যতা
এই সমাবেশী সহযোগিতার ভিতর-দিয়েই
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
শান্তির অন্তরায় যা'-কিছুকে নিরসন ক'রে
সুস্থির দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
অচ্ছেদ্য সহযোগ-সংহত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার পথে শান্তিকে উপভোগ কর,
আর, যেটি যথাসময়ে যেমনতর করণীয়
তা'ই ক'রো,
নতুবা, লাখ করাও বিফল হ'য়ে উঠবে,
তোমার বা তোমাদের সত্তার বিরুদ্ধ যা'
তা'কে ব্যাহত ক'রতে পারবে না,
তাই, তেমনি চলাতেই চল—
সুস্থি ও সম্বর্দ্ধনা নিয়ে
শান্তিকে উপভোগ ক'রতে পার যা'তে। ৩৩৪২ ।
১৪।৬।১৯৫১, রাত্র ৯-৩৪

সন্ধিৎসা নিয়ে বোধিবিচক্ষণতায়
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে চেষ্টা কর—
শ্রেয়কে লক্ষ্য ক'রে,
সন্দেহ-সন্দোলিত মন

শুভ যা', উপচয়ী যা'
তা'র নিশ্চয়ী চলনকে অগ্রাহ্য ক'রে
অশুভের দিকেই ঢ'লে পড়ে বেশী,
ফলে, চলনও তা'র সন্দেহসঙ্কুল বিপর্য্যয়ী হ'য়ে ওঠে,
তা'তে সঞ্চালিতও হয় অশুভের দিকে,
ঐ অব্যবস্থ মানসিকতার অনুপ্রেরণায়
তা' শরীর, মন ও পরিবেশের স্বস্থতায়ও
অল্পবিস্তরভাবে খুঁত সৃষ্টি করে,
আর, এ খুঁতের দরুন
অনুপ্রাণনা ও যোগ্যতায়ও খাঁকতি এসে থাকে,
ঐ রকম ক'রেই তোমারই লোকসানকে
তুমি আমন্ত্রণ ক'রে থাক;
তাই, শ্রেয়ার্থে কায়াম হ'য়ে
বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে যা'কে যেমন দেখ,—
তা'র অনুকূল ও প্রতিকূল বিবেচনা ক'রে
শ্রেয়-সঙ্গতিতে অন্বিত ক'রে তোল—
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে;
সন্দেহদোলায় দোল খেয়ে
সব শেষ ক'রো না,
তুমিও বাঁচবে,
শ্রেয়ানুগ শুভকেও উপভোগ ক'রতে পারবে
নিষ্পন্নতায় সার্থক হ'য়ে। ৩৩৪৩।
১৪।৬।১৯৫১, রাত্র ১১টা

শ্রেয়ার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে
আত্মেন্দ্রিয়-ভোগলিপ্সায় রিক্ত হও,
ঐ শ্রেয়ার্থই

তোমার সাধ্য, সাধনা ও উপভোগ হো'ক—
তা' যা'-কিছু সব নিয়ে,
আর, যতই এমনতর হ'য়ে উঠবে—
তোমার স্বভাবও শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায়
ফুটন্ত হ'তে থাকবে ;
যে-মুহূর্ত্তে তুমি আত্মসুখপ্রত্যাশায়
আলম্বিত হ'য়ে উঠলে,
অন্তরাসী হ'য়ে উঠলে,—
ঐ প্রবৃত্তিই তোমার নায়ক হ'য়ে উঠবে,
তোমার স্ব
অনুরঞ্জিত হবেই তেমনি তা'তে,
তোমার প্রয়াস, বোধ, বিদ্যা, ধৃতি ও প্রকৃতি
ঐ পথেই পরিচালিত হ'তে থাকবে,
তুমি শ্রেয়কে পাবে না,
ঐ প্রত্যাশাই শ্রেয়প্রাণতাকে ছিনিয়ে নিয়ে
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলবে ;
যে রিক্ত হয়নি
ভ'রে উঠবে কী ক'রে সে ?—
দিলেও পাবে না। ৩৩৪৪ ।
১৫।৬।১৯৫১, সকাল ৬-৩০

একাগ্র অব্যভিচারী ভক্তি
শক্তি ও পরাক্রমেরই যন্তা,
আর, ভজনই হ'চ্ছে ভাগ্যের নিয়ন্তা,
কিন্তু 'স্বাতী-নক্ষত্রের জল
পাত্রবিশেষে ফল',
অর্থাৎ, ভক্তির পাত্রও যেমন ফলও তেমনি। ৩৩৪৫ ।
১৫।৬।১৯৫১, সকাল ৯-৪০

তুমি যখন থেকেই যা'তে
শ্রদ্ধায় অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ
বা যা'কে ভালবেসেছ—
আত্মসুখপ্রত্যাশা-পীড়িত না হ'য়ে
প্রিয়-প্রীণন-তৎপরতায়,
তখন থেকেই তদর্থী যা'-কিছু
তা'তেই তুমি অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ
বা সে-সবকে ভালবেসেছ,
এক-কথায়, তা'রই স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠেছ তুমি,
আর, তা'কে কেন্দ্র ক'রে তদর্থী যা'-কিছু
তা'রই অন্বিত স্বার্থ-সমাহার
তোমাকে এমনতর
উন্নীত ব্যুৎপত্তির অধিকারী ক'রে তুলেছে,
যা'র ফলে, সমন্বয়ী সার্থকতায়
বিজ্ঞ ব্যুৎপত্তির অধিকারী হ'য়ে চ'লেছ—
একটা প্রচেষ্টাপরায়ণ, প্রেরণা-অভিদীপ্ত
তদ্-উপচয়ী পন্থায়—
সন্ধিৎসু চক্ষুতে ;
শ্রদ্ধা, প্রীতি বা ভালবাসার এমনই মাহাত্ম্য
যা'তে মানুষকে
অমনি ক'রেই মহান ক'রে তোলে ;
কাউকে ভালবেসে তুমি তেমনতর হওনি—
তা'র মানেই, তুমি তা'তে অন্তরাসী হওনি
বা তা'কে ভালবাসনি,
প্রবৃত্তির ভোগসুখপ্রত্যাশাই
তোমার বাঞ্ছিত সেখানে। ৩৩৪৬।
১৫।৬।১৯৫১, বিকাল ৫টা

প্রিয়স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়েও
তদর্থী যে বা যা'
তা'তে যে দ্রোহবিদ্বেষমুক্ত অন্তরাসী নয়কো,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায় পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে
যে ঐ প্রিয়তে
অচ্যুত-অনুরতিসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে না কাউকে,
সম্বিৎসাপূর্ণ, সানুকম্পী অনুচর্য্যা-উদ্দীপী
ব্যুৎপত্তি-সম্বেগও
ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে না যা'তে
স্বতঃ-সম্বেগে,
ঐ অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
যে শ্রম ও চরিত্রের প্রয়োজন হয়—
তা' উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠছে না,
আর, অধ্যবসায়ী শ্রম ক'রে
আত্মপ্রসাদী সুখও অনুভব করে না,—
সোজাভাবে বুঝে নিও—
প্রিয়কে সে ভালবাসে না,
প্রবৃত্তি-উপভোগ-লিপ্সাই তা'র প্রিয়,
তা'রই পোষণ-প্রত্যাশায় সে ঝুলে র'য়েছে,
সাবধান থেকো তেমন ভালবাসা হ'তে। ৩৩৪৭।
১৫।৬।১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

ভালবাসার ভাবালুতা আছে—
তা'ও সুকেন্দ্রিক নয়,
তা'র উচ্ছ্বাসের উচ্ছলতায় হয়তো
অনেকেই পরিপ্লাবিত হ'য়ে উঠে থাকে,
কিন্তু প্রিয় অনুপোষণী অনুচর্য্যায়

তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তদর্থসম্পন্ন যে বা যা'রা
তা'দের প্রতি অন্তরাসী হ'চ্ছে না
বা সে বোধও জাগে না,
তা'র মানে, তা'র ঐ ভালবাসা চ্যুতিসম্পন্ন,
বিশ্বস্ত নয়কো মোটেই,
অযাচিত সাজ্ঘাতিক তা',
তা'র প্রবৃত্তি-প্ররোচনা সুবিধা পেলেই
অনায়াসে ঐ প্রিয়কে বিক্রয় ক'রে
প্রবৃত্তি-উপভোগের ইন্ধন সংগ্রহ ক'রতে পারে,
কিন্তু যা'রা ভাল চায়
তা'দিগকে ঐ জাতীয় ভাবগুলিকে পরিহার ক'রে
অচ্যুতকর্ম্মা উদ্যমে
প্রিয়প্রসন্ন আত্মপ্রসাদ-উপভোগে
নিজেদের কৃতী ক'রে তুলতে হবে,
তবেই তা'রা পেয়ে, বেসে কৃতার্থ হবে। ৩৩৪৮।
১৫।৬।১৯৫১, রাত্র ৯-২৫

ভাবের ঘরে কারচুপি থাকলে
সে-ভাব চরিত্রে ফুটে ওঠে না,
আপসোস বা স্ফূর্ত্তিও
বিভ্রান্ত বেচাল হ'য়ে থাকে। ৩৩৪৯।
১৬।৬।১৯৫১, সকাল ৭-২৪

তুমি যজ্ঞই কর,
পূজাই কর,
হোম বা উপাসনাই কর,

আর, তা'রই নৈবেদ্যস্বরূপ
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যদি জীব বা পশু বধ কর,
সেই নিবেদিত অবদান
ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ ক'রবে না,
কারণ, তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি
সবারই জীবনস্বরূপ ;
কাউকে জীবনে বঞ্চিত ক'রে
তাঁ'র প্রতি যে কৃতজ্ঞ নিবেদন
তা' তাঁ'কে নন্দিত ক'রতে পারে না,
শাতনের সংঘাতী প্ররোচনাই
অমনতর পদ্ধতির নিয়ন্তা,
ঈশী, বৈধী নয় তা' । ৩৩৫০ ।
১৬।৬।১৯৫১, রাত্র ৯টা

ঈশ্বরকে একান্তই আপনার ক'রে নাও,
তোমার সত্তার সব-কিছু স্ফুরণের ভিতর-দিয়েই
তাঁ'তে তোমার প্রীতি পরিস্ফুরিত হো'ক,
এমনভাবে যতই তাঁ'কে আপনার ক'রে নিতে পারবে—
প্রাপ্তিও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফুটে উঠবে
তোমাতে তেমনি । ৩৩৫১ ।
১৬।৬।১৯৫১, রাত্র ১১টা

মনে রেখো, ঈশ্বরপূজার জীবন্ত বেদীই হ'চ্ছেন
সর্ব্বপূরয়মাণ পুরুষোত্তম—
যিনি ঈশ্বরেরই মনোনীত প্রেরিত পুরুষ,
ঈশ্বরোপাসনা সার্থক হ'য়ে ওঠে
তাঁ'রই অনুসরণের ভিতর-দিয়ে ;

তাঁ'কে ভালবাস,
নিতান্তই একান্ত ক'রে ভালবাস,
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন, ভাবভঙ্গী
সবের ভিতর-দিয়েই
যেন তাঁ'তে তোমার প্রীতি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়,
আর, তা'ই-ই যেন তোমার উপভোগ্য হয়,
তাঁ'রই চোখে তুমি দেখ,
তাঁ'রই কানে তুমি শোন,
তাঁ'রই নাকে তুমি ঘ্রাণ নাও,
তাঁ'রই মুখে তুমি আহার কর,
হস্ত তাঁ'রই অভিদীপনায় কর্ম্মঠ হ'য়ে উঠুক,
পদ সেই সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত চলন-ভঙ্গিমায়
তোমাকে সঞ্চালিত ক'রে তুলুক,—
এমনতর ক'রেই আপনার ক'রে নাও,
এই আপনার ক'রে নেওয়ার ভিতরেই
প্রাপ্তি নিহিত। ৩৩৫২।
১৬|৬|১৯৫১, রাত্র ১১-১০

অভ্যুদয়-উৎসারণী বৈশিষ্ট্যপালী
প্রাণন-পরিচর্য্যাই ধর্ম্ম—
যা' সংহতি-সমাবিষ্ট হ'য়ে
সম্বর্দ্ধন-অনুক্রমিকতায় চলে—
পারস্পরিক প্রাণন-স্বার্থী সহযোগিতায়। ৩৩৫৩।
১৭|৬|১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

কোন-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে
তা'কে উপচয়ে নিষ্পন্ন না ক'রে
না-পারার কৈফিয়ত যতই সুবিজ্ঞভাবে দাও না,
তোমার বুদ্ধি, মেধা, কর্ম্মপ্রেরণা-সহ ব্যক্তিত্বকে
বিজ্ঞ-বিলোল ভাষায় ঠাট্টা ক'রলে
ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদাকে অবসন্ন ক'রে,—
তা' কিন্তু ঠিকই ভেবে দেখো;
তা'র মানেই, তোমার আভিজাত্য ওখানে
আপসোস-অবশ, অবমানিত। ৩৩৫৪।
১৭।৬।১৯৫১, রাত্র ৯-৪০

আভিজাত্য যেখানে অবজ্ঞাত,
বৈশিষ্ট্যপালী নয়কো,—
ব্যক্তিত্ব সেখানে অপরিশুদ্ধ,
বোধ, দৃঢ়তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টাও সেখানে
মূঢ়, জঞ্জালাকীর্ণ, অসঙ্গত। ৩৩৫৫।
১৭।৬।১৯৫১, রাত্র ১০টা

যা'রা দ্রোহদীপ্ত দাম্ভিকতায় ব'লে থাকে—
'হয় মরবো, না হয় মারবো',
তা'রা মারতে পারে কমই,
পরাজিতই হয় প্রায়শঃ,
কারণ, ঐ পরাভব-ভীত মনোভাব
তা'দের বোধিবৃত্তিকে অবশ ক'রে রাখে,
কিন্তু যা'রা ব'লে থাকে—
'না-মেরে বা না-ক'রে জলগ্রহণ ক'রবো না',—
ঐ সম্বেগী সিদ্ধান্তই সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত

এমনই বুদ্ধিবৃত্তি জুগিয়ে দেয়,—
যা'তে সে প্রবল প্রস্তুতি নিয়ে
তা'র উদ্দেশ্য সমাধান ক'রতে পারে ;
তাই, সম্বেগী সিদ্ধান্ত
অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
মানুষকে যোগ্যতায় আরূঢ় ক'রে তোলে । ৩৩৫৬ ।
১৭।৬।১৯৫১, রাত্র ১১-৩০

শ্রেয়ার্থ বা ইষ্টার্থকে অবজ্ঞা ক'রেও
যা'রা দুর্ব্বল হীনম্মন্যতায় আত্মসমর্পণ করে,
তা'রা আত্মশ্লাঘার ইন্ধন সংগ্রহ-প্রত্যাশায়
বা নিজেকে বজায় রাখতে
আত্মপক্ষের কাছে অবিশ্বস্ত হ'য়েও
অন্য পক্ষে আত্মবিক্রয় ক'রে থাকে,
অমনতর ব্যক্তিত্বের জীবনদাঁড়াই
ব্যতিক্রম-ব্যাহত, বিদ্রূপাত্মক । ৩৩৫৭ ।
১৮।৬।১৯৫১, সকাল ১০-২০

উপস্থিত সুষ্ঠু লাভবাহী যা'
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
যা'রা ভবিষ্যের কাল্পনিক লাভকে লক্ষ্য ক'রে
চ'লতে থাকে,
তা'রা আশু বা উপস্থিত লাভবাহী যা'
তা'কে তো হারায়ই,
পরন্তু ভবিষ্যতেও নৈরাশ্যের অধিকারী হয় প্রায়শঃ । ৩৩৫৮ ।
১৮।৬।১৯৫১, বিকাল ৬টা

যোগ্যতাপ্রসূত কর্ম্মফলের
মুদ্রায়িত উপাধিই হ'চ্ছে অর্থ,
এই মুদ্রা বা অর্থ মানেই হ'চ্ছে—
ঐ যোগ্যতা-নিঃসৃত কর্ম্মফলের উপধায়ী প্রতীক,—
যা'র বিনিময়ে
তজ্জাতীয় উপধায়িত অন্য কিছু পেতে পার ;
যোগ্যতাই যেখানে খোঁড়া
বা অনাসৃষ্টির আবাহক
ঐ অর্থের দান সেখানে অনর্থ বা দৈন্য ছাড়া
আর কিছুই নয়কো । ৩৩৫৯ ।
১৮।৬।১৯৫১, বিকাল ৬-২০

গণস্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে
বা তা'র অপব্যবহারে
আত্মপ্রতিষ্ঠার জলুসী প্রলোভনে
নিজেকে যতই ব্যয়িত কর না কেন,
ঐ গণস্বার্থ-প্রতিষ্ঠ না হ'লে
ঐ ভূতুড়ে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস
তোমাকে ফাঁকির অধিকারী ক'রে
নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় ক'রে তুলবে ;
তাই, যা'ই তা'ই কর—
সুকেন্দ্রিক সুষ্ঠুতার সহিত
তদর্থী গণস্বার্থকে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে
ঐ বর্দ্ধনা তোমাকে যা'তে প্রতিষ্ঠা করে
তেমনি ক'রেই চল,—
যদি জীবনে সার্থক হ'তে চাও । ৩৩৬০ ।
১৮।৬।১৯৫১, বিকাল ৬-২৫

যিনি জন ও জাতির অন্তরকে
ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ ক'রে
সংহত সমবায়ে
বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত যোগ্য সম্বেগ-সম্বোধনায়
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
স্বতঃ-সহযোগসন্দীপী সুকেন্দ্রিক একত্বানুধ্যায়িতায়
প্রাণন-অভিদীপ্ত পরিভূতিতে
অভ্যুদয়-উৎসারণশীল ক'রে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও প্রাণন-সূত্রকে
প্রাচীন তাৎপর্য্যে
নবীন-উদ্‌গতির চিকন-চর্য্যায়
যোগ্যতার নানা অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধন-অনুপ্রাণনে
বিশিষ্ট ক'রে তোলেন,—
গণ-পরিপালী জাতি-জনক তিনিই,
জাতির পিতৃত্ব সেইখানেই। ৩৩৬১।
১৮।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-৫০

উৎকৃষ্ট যদি অপকৃষ্টে আত্মবিক্রয় করে,—
তবে অপকৃষ্টকেই প্রভাবশালী ক'রে
তা'র উৎকর্ষ-প্রলোভী সম্বেগ ও উপকরণকেই
ব্যাহত করা হয়,
উৎকৃষ্ট যে সে তো নষ্ট পায়ই—
অপকৃষ্টের উদ্ধারের পথও চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে যায়,
ঐ সর্ব্বনাশা বিষাক্ত অপকর্ষী সংক্রমণ
ছোট বড় সকলকেই স্পর্শ ক'রে
নিকেশেই পরিচালিত ক'রে থাকে;

তাই, অমনতর প্রবৃত্তি যা'দের ভিতর দেখবে—
উন্নত, অনুন্নত যেই থাক্ না কেন,
তা'দের হ'তে সাবধান থেকো—
নিরোধী সতর্ক চক্ষু নিয়ে। ৩৩৬২।

১৯।৬।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

কোন প্রথা বা তদনুগ প্রক্রিয়া
যা' তুমি বুঝতে পারছ না
অথচ সুফলপ্রসূ দেখছ,—
সেগুলিকেও অবজ্ঞা ক'রো না,
বরং সন্ধিৎসাপূর্ণ ধী নিয়ে
সুসঙ্গত বিবেচনায়
তোমার বোধিতে
সেগুলি যা'তে প্রকাশিত হ'য়ে ওঠে
তা'ই ক'রো,
যদি সমীচীন সুফলপ্রসূ কিছু পাও—
গণহিতী প্রেরণাপ্রবুদ্ধ হ'য়ে
মানুষের কাছে তা' ব্যক্ত ক'রো,
শিক্ষিত ক'রে তুলো তা'দের,
তা'তে তোমারও মঙ্গল
তোমার পরিবেশেরও মঙ্গল
দেশেরও মঙ্গল.
কথায় আছে—'যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তা'ই,
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন'। ৩৩৬৩।

১৯।৬।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

অন্তরের ওজঃ-সম্বেগ
যেমনতর সংস্থিতি লাভ ক'রে—
মানুষের ভাব, ভাষা, অধিগমনী আবেগ
ও কর্ম্মানুপ্রেরণাও
তেমনতরই হ'য়ে থাকে,
শিক্ষা-ব্যাপারেও তা'ই ;
নিয়ন্ত্রণ-অভিদীপনা যা'কে যেমনতরই
সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ ওজঃ-সম্বেগী ক'রে তুলতে পারবে,—
অধিগমনী আবেগও
তেমনি ক্রিয়াশীল হ'য়ে
পটু প্রদীপ্তিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
কিন্তু নজর রাখতে হবে—
ঐ সম্বেগ যেন সংস্থিত হ'য়ে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ৩৩৬৪।
১৯।৬।১৯৫১, সকাল ৯-১০

যা'ই ক'রতে চাও বা যা'ই ক'রতে যাও না কেন—
জন, জাতি ও দেশকে সমৃদ্ধিশালী ক'রতে,
প্রথমেই নজর দিও—
সুসন্ধিৎসু, সানুবেক্ষী, বিধিসঙ্গত
নিয়ন্ত্রণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুমানুষের আবির্ভাব যা'তে হয়,
শিষ্ট বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত
জৈবী-সংস্থিতিতে সমুন্নত হ'য়ে
মানুষের সুফলন যা'তে হ'তে পারে,
ঐ সত্তা-সংহিত জৈবী-সংস্থিতি
উৎক্রমণী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুপুষ্ট সত্তা নিয়ে

সব-দিকের সম্ভাব্যতায় সুদৃঢ় হ'য়ে
যত মানুষের উদ্ভব ক'রবে—
একানুধ্যায়ী আদর্শে দানা বেঁধে
তদনুচর্য্যী সম্বর্দ্ধনায়
অবিসম্বাদী অপ্রতিহত ওজঃ-সম্বেগ নিয়ে,—
দেশও ততই কল্যাণময়ী উন্নতির উৎক্রমণায়
চ'লতে থাকবে,
ভাল ক'রতে হ'লেই হুঁশিয়ার মানুষ দরকার,
বেহুঁশ অনভিজ্ঞ বিজ্ঞতা
কল্যাণের কলস্পার্শী হ'তে পারে না। ৩৩৬৫।
১৯।৬।১৯৫১, বেলা ১০-৫৫

যা' ক'রবে তা' যেন শ্রেয়ার্থনিষ্যন্দী হয়,
আর, সুসঙ্গতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা' ক'রো,
না-ক'রে বা এলোমেলো কিছু ক'রে
ধাপ্পাবাজীর মহড়ায়
সাধুবাদের প্রত্যাশা ক'রতে যেও না;
করার ভিতর যতখানি ফাঁকি থাকবে—
অজ্ঞও থাকবে তুমি ততখানি,
ফলে, পরিণামে প্রাপ্তি তোমাকে বিদ্রূপ ক'রবে,
ফাঁকির উপঢৌকনেই কৃতার্থ হ'তে হবে কিন্তু। ৩৩৬৬।
১৯।৬।৫১, বিকাল ৫-৩০

সবারই অন্তরে শয়তান বসবাস করে—
প্রবৃত্তি-অভিভূতির আসুরিক হীনম্মন্য অহং-এর
অজ্ঞ আবরণে গা ঢাকা দিয়ে;

তাই, একটা অলীক, অযথা বিষয় বা ব্যাপারকেও
যদি আজগবী যুক্তিজালের বাঁধন-ছাঁদন দিয়ে
মানুষের কাছে উপস্থিত কর—
পুনঃপুনঃ আবৃত্তি ক'রে,
সাধারণ মানুষের বোধিবৃত্তি
এমনতরই ভিত্তি বা দাঁড়াহারা—
যে, ঐটেকেই দাঁড়া ক'রে নিয়ে
অতি-অবিশ্বাস্য যা'
তা'কেও বিশ্বাস্য ব'লে মনে ক'রবে,
অতি আকাঠ মিথ্যাকেও
অতীব সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রবে,
ঐ ধারণাই তা'দের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তদনুগ বিষয়ে তৎপর ক'রে তুলবে,
যা' ঔচিত্যের সীমানাকেও স্পর্শ ক'রতে পারে না—
তা'ও ঔচিত্য-জলুসে
বিজ্ঞ, ব্যালোল, বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেয়ে
তা'দিগকে ওরই উপযুক্ত পরিণামের
অতল গহ্বরে নিক্ষেপ ক'রবে—
শাতনের কের্দ্দানি অমনতরই;
তাই, তোমার ইষ্টার্থ সার্থক না হ'য়ে ওঠে যা'তে
বা যা' শ্রেয়-সন্দীপী নয়কো—
তা'কে গ্রহণ ক'রতে যেও না,
তোমার চলনকেও ঐভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে যেও না,
তা'হ'লে দুর্ভোগ দুরূহ আবর্ত্তের সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে হাবুডুবু খাওয়াবে। ৩৩৬৭।

১৯।৬।১৯৫১, রাত্র ১২টা

যা'রা দানে কাতর,—
মোটা দানে তা'রা
মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক'রতে পারে কমই,
কারণ, তা'দের চিত্তের সঙ্কীর্ণতা
অমনতর চিন্তা, কথা ও চলনচর্য্যাকে
বাধা দিয়ে থাকে,
তাই, মোটাদানের জন্য কাউকে উদ্বুদ্ধ ক'রতে হ'লে
তা'দের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তি জুগিয়েই ওঠে না—
কায়দা ও কৌশল-তাৎপর্য্য নিয়ে ;
অন্তঃকরণকে প্রসারিত কর,
লোকের দরদী হও,
উপযুক্ত স্থানে তোমার সামর্থ্যে যা' কুলায়
তা' বিহিত পর্য্যাপ্তরকমে ক'রতে চেষ্টা কর,
তোমার সাহচর্য্য মানুষকেও
যোগ্যতায় বিস্তর ক'রে তুলতে পারবে । ৩৩৬৮ ।
২০।৬।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

যে-প্রীতিতে পরাক্রম নাই
তা' প্রাণহীন—
প্রত্যাশা-অভিভূত । ৩৩৬৯ ।
২০।৬।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

যে-খাদ্যই গ্রহণ কর না কেন—
তা' যদি বিধানকে পরিপুষ্ট ক'রে
সত্তাপোষক না হয়,
তা'র পরিণাম
অপরিপাচিত মল ছাড়া আর কিছুই নয়কো,

তেমনি যে-বিদ্যাই শিক্ষা কর না কেন—
যে-কর্ম্মই কর না কেন,—
তা' যদি তোমার বিধানকে সংস্থ ক'রে
সত্তানুপোষক না হ'য়ে ওঠে,
তা'র পরিণাম পয়মাল ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
পচা, পূতিগন্ধসম্পন্ন, সত্তার ক্ষয়কারী
অসহনীয় হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;
তাই, যা'ই শোন আর যা'ই কর—
তা' যেন বিধানকে পরিপুষ্ট ক'রে
সুসংস্থিতির উপাদান হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
বিবর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে ;
নয়তো, তুমিও পয়মালে যাবে,
তোমার সংস্পর্শ যা'রা লাভ ক'রবে—
ঐ পূতিগন্ধী পয়মাল তা'দিগকেও ছাড়বে না । ৩৩৭০ ।

২০।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-৪৫

ক্লীব, গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত হীনম্মন্যতার লক্ষণই হ'চ্ছে—
অত্যাচারিত হ'য়েও
সাধ্যানুপাতিক উপযুক্ত নিরোধ না ক'রে
ঔদার্য্যের ভাঁওতায় আপোষ নিয়ে চলা—
শ্রেয়ার্থ ও পরাক্রমী প্রস্তুতিকে অবজ্ঞা ক'রেও । ৩৩৭১ ।

২১।৬।১৯৫১, সকাল ৮-৫

বিভিন্ন দেশে শাসনসংস্থা যা'ই থাক্ না কেন—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'দের মধ্যে
মানুষের বৈশিষ্ট্যপালী, সৎ-সন্দীপী, সত্তাপোষণী

আনাগোনা ও আদান-প্রদান সম্বন্ধে
নানাপ্রকার বিধিনিষেধ যা' আছে,
তা' একদম বাতিল হ'য়ে না যা'চ্ছে—
একই শাসনসংস্থার দুটো সহরের ভিতর
যেমনতর হ'য়ে থাকে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সব শাসনসংস্থা
গণবৈশিষ্ট্য ও গণস্বাতন্ত্র্যকে
মুক্ত ক'রে দিতে পারেনি—
এ-কথা অতিনিশ্চয়,
এটা উক্ত শাসনসংস্থা-সমূহের
ত্রুটি, অযোগ্যতা ও কলঙ্ক ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
আর, বিভিন্ন শাসনসংস্থা
পারস্পরিক দ্রোহধুক্ষিত যতক্ষণ থাকবে—
ততক্ষণ তা'দিগকে স্বার্থ-সংক্ষুধ থাকতেই হবে,
যে স্বার্থ-সংক্ষুধা
গণ-স্বার্থ, গণবৈশিষ্ট্য ও গণ-স্বাতন্ত্র্যকে
ব্যাহত ক'রে চলে ;
স্বতন্ত্র মহৎ-সংস্থা যতই থাক্ না কেন—
তা'রা যদি পারস্পরিকভাবে
মহতী অনুপোষক ও অনুপূরক না হয়,
একসূত্রসঙ্গত একানুধ্যায়ী আদর্শ-সংহত না হয়—
দেশ, কাল ও পাত্রের অন্বিত ক্রমিকতার ভিতর-দিয়েও
বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
শান্তি ও শৃঙ্খলাকে মুক্তির উদাত্ত স্বরে বেঁধে,—
শাতন তখনও তা'দের প্রভু ;
মানুষ যেদিন প্রাণ খুলে ভাবতে পারবে—

প্রাণ খুলে ব'লতে পারবে—
'সব দেশই আমার,
আমি সব দেশেরই',
চ'লতেও পারবে তেমনিভাবে,
স্বর্গ তখন থেকেই দেদীপ্যমান হ'য়ে চ'লবে। ৩৩৭২।
২১।৬।১৯৫১, সকাল ৯-৪০

প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হ'য়ো না,
শ্রেয়ার্থ-প্রবুদ্ধ হও,
জীবনকে উপভোগ কর। ৩৩৭৩।
২১।৬।১৯৫১, বেলা ১০-৪০

জন্মগত তাৎপর্য্য ও তপ-তাৎপর্য্যের
অন্বিত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যকে জেনে
যখন আমরা ব্রহ্মে উপনীত হই,
অর্থাৎ, একার্থে সার্থক হই,—
তখনই প্রজ্ঞায় স্ফুরিত হ'য়ে উঠি,
আর, সেই প্রজ্ঞাই হ'ল বাস্তব বিধায়ক। ৩৩৭৪।
২১।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

ইষ্টহারা নিথর জীবন
বা বিক্ষিপ্ত, বিচঞ্চল চলন যা'দের—
তা'রা শান্তি পায় না,
ইষ্টার্থপরায়ণ, সন্ধিৎসু, বোধিপ্রাণ,
কর্ম্মঠ, আত্মনিয়ন্ত্রণশীল যা'রা,
অন্তরায় অতিক্রম ক'রে

জীবন-চলনাকে অব্যাহতভাবে চালাতে পারে যা'রা,
সার্থক সমঞ্জসা আত্মপ্রসাদী শান্তি
উপভোগ ক'রে থাকে তা'রাই ;
ঐ নিষ্পাদন-কুশল, সার্থক, সমঞ্জস আত্মপ্রসাদই
শান্তির উদ্‌গাতা। ৩৩৭৫।
২২।৬।১৯৫১, সকাল ৮-৪০

দুর্ভাগ্য তা'রা
যা'রা ইষ্টানুগ উৎসারণায়
মানুষকে ভালবাসতে পারে না সহজভাবে—
তা'দের ভাল-মন্দ যা'-কিছু সব নিয়ে—
অসৎ-নিরোধী সাধু সম্বেগে,—
অন্তরাসী হ'য়ে। ৩৩৭৬।
২২।৬।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

যা'রা উপায় ক'রে উপভোগ করে না,—
বা কাউকে উপচয়ী ক'রে উপভোগ করবার
ধান্ধাই যা'দের নেই,
লাখ দাও—
তা'দের অপ্রতুলতা ঘোচাই কঠিন,
তা'রা অকৃতজ্ঞও হয় সাধারণতঃ। ৩৩৭৭।
২২।৬।১৯৫১, বিকাল ৫-৩৫

ভক্তিই বল আর জ্ঞানই বল,
তা' যা'দের যত তুখোড়,
নিশ্চয়ী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও
তদ্বিষয়ে তা'দের অভিমানও তত বিরল। ৩৩৭৮।
২২।৬।১৯৫১, রাত্র ৭-২৫

ইষ্টার্থে অল্প আস্থাশীল যা'রা,—
বিভ্রান্তির বিপথ-অনুসরণে
বিপন্ন গহ্বরেই নিপতিত হ'য়ে থাকে তা'রা,
স্বর্গের আলোক
আচ্ছন্ন তা'দের কাছে প্রায়শঃ। ৩৩৭৯।
২২।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

তোমার যা'-কিছু ভাব,
বোধ, শেখা, জানা বা করাকে
যতদিন সুসঙ্গতির সহিত
ইষ্টার্থ-সমর্থনে অন্বিত ক'রে তুলতে না পারছ,—
ততদিন ওগুলি সার্থক হবে না,
বিচ্ছিন্নই থেকে যাবে ;
যতই তা' পারবে,—
বিজ্ঞতা প্রাজ্ঞ অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমাতে আসীন হ'য়ে রইবে। ৩৩৮০।
২২।৬।১৯৫১, রাত্র ৮-৪০

প্রয়োজনীয় সেই তত বেশী
বহুর প্রয়োজনে যে যত। ৩৩৮১।
২৩।৬।১৯৫১, বেলা ১০-১৬

প্রীতি যত গভীর সক্রিয়—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমও তত তীব্র
ও কুশলকৌশলী। ৩৩৮২।
২৩।৬।১৯৫১, বেলা ১১-১০

তোমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন,
অথচ অন্তরাসী অর্থান্বিত কর্ম্মঠ নয়কো
অনুচর্য্যী নয়কো,
তোমার প্রতি প্রীতি সেবামুখর হ'য়ে ওঠেনি—
অথচ তোমাকে ভালও লাগে,
সে-ভালবাসা যে নেহাৎ প্রত্যাশা-পীড়িত
তা'ও নয়কো,
তা'র মানে, তোমার প্রতি
সে সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়েও
অনুচারী কর্ম্মপ্রবণ হ'য়ে উঠতে পারেনি,
চলৎ-স্নায়ু শ্লথ হ'য়ে র'য়েছে ;
এমনতর স্থলে, বিনা কারণেই হো'ক
বা প্রয়োজনেই হো'ক—
তা'র সাধ্যে যেমনতর কুলায়
এমনতর রকমে চেও তা'র কাছে—
যা'তে দিতে পারে,
এবং তা'র ইচ্ছা ও যোগ্যতাও
একটু-একটু ক'রে বেড়ে চলে,
তুমিও ক্রমশঃ একটু-একটু ক'রে চাপ বাড়িয়ে দিও—
স্বার্থপ্রত্যাশারহিত লোকহিতী প্রেরণাপ্রবুদ্ধ হ'য়ে,
ঐ কেন্দ্রায়িত অনুচলন
ক্রমেই তা'কে যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তুলবে,
দেবার চিন্তা ও প্রয়োজনের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশালী বোধপ্রবণতাও গজিয়ে উঠবে ক্রমশঃ,
ক্রমেই বিশদ যোগ্যতায় জীবন্ত হ'য়ে উঠবে সে ;
মনে যেন থাকে, ঐ দেবার ইচ্ছার অন্তরালে
স্বীয় স্বার্থসন্ধিক্ষুতা যেন না থাকে ;

তোমাকে উপভোগ করিয়ে
সেই উপভোগই তা'র কাছে যত ভোগ্য হ'য়ে উঠবে,—
ভাগ্যও বেড়ে চ'লবে তা'র তেমনি। ৩৩৮৩।
২৪।৬।১৯৫১, সকাল ৮-৫৪

যা'রা শাসিত হ'তে নারাজ,—
দীক্ষা তাৎপর্য্যবাহী হ'য়ে ওঠে না তা'দের কাছে,
পূর্ব্বার্জ্জিত বা প্রাক্তন কর্ম্মফল
বোধ ও প্রবণতা বিকীর্ণ ক'রে
বর্ত্তমান চলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে,
তোমার যদি দাঁড়া না থাকে—
ঐ স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর পথ কোথায়?
তমসার বিপাক-আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে
তোমাকে চ'লতেই হবে;
তাই, দীক্ষিতই যদি হও,—
ইষ্টার্থকেই তোমার দাঁড়া ক'রে নাও,
আলম্বিত হ'য়ে থাক তা'তেই,
ঐ ইষ্টস্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ—
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপনা নিয়ে
সত্তাপোষণী সদাচারে;
তোমার পূর্ব্বার্জ্জিত বা প্রাক্তন কর্ম্মফল
যা'ই কিছু থাক্
ঐ ইষ্টার্থেই বিন্যাস ক'রে তোল সবগুলিকে,
সার্থক সমাবেশে অন্বিত হ'য়ে উঠুক তা'রা
বাধা, বিপত্তি ও সুখ-দুঃখকে অতিক্রম ক'রে;
এমনতর চলনাই

মানুষের জীবনপথকে পরিবর্ত্তিত ক'রে
স্বর্গ-আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে,
মানুষ অমনি ক'রেই
আত্মপ্রসাদের সার্থকতায় বিবর্ত্তিত হ'তে থাকে,
—'কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ'। ৩৩৮৪।
২৪।৬।১৯৫১, বেলা ১১-৪০

তুমি সত্তাসন্দীপী বিধিকে অবজ্ঞা ক'রতে পার,
তাই ব'লে, ব্যতিক্রম তোমাকে ছাড়বে না,
যখন যেমন ক'রে যা' ক'রবে—
ফলও ফলবে তা'র তেমনতরই ;
বিধিই বিধায়িত ওখানে। ৩৩৮৫।
২৪।৬।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

ভক্তি বা অনুরাগকে
যতই শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারবে
অচ্যুত আনতিসম্বেগে,—
তোমার শরীর ও মন সংহত বিন্যাসে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ততই—
বোধিকুশল তাৎপর্য্য নিয়ে
সহজ সম্বিৎসাপূর্ণ স্বতঃ-সন্দীপ্ত
সক্রিয় দায়িত্বশীল আত্মপ্রসাদে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
নিষ্পন্নতার অনাবিল আবেগ নিয়ে ;
ঐ আবেগের সাথে
বৈধানিক শ্রীও সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
এমন-কি, অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়—

রোগদীর্ণ স্বাস্থ্যও পুনরুদ্দীপিত হ'য়ে
স্থস্থির আবহাওয়ায়
ফুটন্ত হ'য়ে উঠে থাকে ;
অভাবের অভিভবতাকে দূর ক'রে
বিধানের ক্ষয় ও ক্ষতির পূরণ-সংগঠনে
উপযুক্ত সম্বেগশালী কেন্দ্রায়িত ঐ আনতিকে
অনেক সময় ঐ প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
জীবনকে উজ্জীবিত ক'রতে দেখা যায় ;
কিন্তু অন্তঃস্থ ভাল-মন্দ কামনায়
আগ্রহান্বিত হয়ে
যদি ঐ-জাতীয় কামনা অন্তরে নিহিত থাকে—
তা' ঐ পুনরুজ্জীবনার বাধাস্বরূপই হ'য়ে থাকে,
তেমন ফলপ্রসূও হয় না তা' ;
তাই, একান্ত ইষ্টার্থপরায়ণ, অচ্যুত অনুরাগ
জীবের শরীর ও মনের বৈধানিক সংস্থিতিকে
সুপুষ্ট ক'রে
বিবর্ত্তনে পরিচালিত ক'রে থাকে—
স্থস্থি তা'রই অবদান। ৩৩৮৬।
২৬|৬|১৯৫১, বেলা ১০-১৫

মানুষ যখন নিজেদের
অভিজাত গৌরবকে অবহেলা ক'রে
অন্যের আভিজাত্যে আনত হ'য়ে
কৃতার্থ হ'য়ে উঠতে চায় বা ওঠে,
তখন থেকেই তা'র পূর্ব্ববর্ত্তনী গোত্র-প্রকৃতি
অশ্রুসিক্ত অবমাননায় অবদলিত হ'য়ে
বিদায় গ্রহণ ক'রে থাকে,

উৎসও অন্ধ তাৎপর্য্যে
ধিক্কার-কম্পিত হৃদয়ে
অস্তুল চলনেই চ'লতে থাকে। ৩৩৮৭।
২৬।৬।১৯৫১, বেলা ১০-৪০।

স্মৃতিবাহী চেতনার উৎসারিত আবর্ত্তনে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে
অনুরাগ-দীপনায়
ইষ্টার্থ-অন্বয়ী পরমার্থ-উপভোগই হ'চ্ছে
জীবনের তাৎপর্য্য,
আর, ঐই হ'চ্ছে অমৃত-লাভ,
জীবনের সার্থকতাও ঐখানে,
মানেও তা'ই। ৩৩৮৮।
২৭।৬।১৯৫১, সকাল ৯টা

যা'ই ক'রতে যাও না কেন—
তা' নিষ্পন্ন ক'রতে
যে বিহিত বৈধী চলনের প্রয়োজন,
তা'র একটি চলনেরও ব্যতিক্রম
ঐ নিষ্পাদনে খাঁকতি এনে দিয়ে থাকে
বা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে থাকে;
তাই, যা' ক'রবে—
তা' ক'রতে গিয়ে যা' যা' ক'রতে হয়
পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যায়ে
সেগুলি বাঞ্ছিত রকমে নিষ্পন্ন কর,
ঐ নিষ্পন্নতার সুসঙ্গতি
নিষ্পাদনে কৃতীই ক'রে তুলবে তোমাকে। ৩৩৮৯।
২৮।৬।১৯৫১, সকাল ৯-২০

যে-বোধ ব্যবহারে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,—
তা' বোধ নয়,
বোধবিলাসিতা মাত্র। ৩৩৯০।
২৮।৬।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

মানুষের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বীবৃত্তি
অসঙ্গত চালিয়াতি শৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে
এমনতরই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রে থাকে
বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রমে,—
যা'র ফলে, অন্যের অন্তঃকরণকেও
দ্বিধাদোদুল্য ক'রে
তা'র সহযোগী আকুতিকে
লাভলালসা-প্ররোচনায় খিন্ন ক'রে ফেলে,
ফলে, বিপর্য্যয় তো আসেই—
বিফল মনোরথ
বিধ্বস্তিকেও আমন্ত্রণ ক'রতে কসুর ক'রে না,
মনে রেখো, দ্বন্দ্বীবৃত্তি
প্রগতির উপচয়ী বর্দ্ধনার
একটা বিষাক্ত লাঞ্ছনা;
তাই, শ্রেয়ার্থ-অনুচর্য্যী হ'য়ে
কথায়-কাজে মিল রেখে চল—
বিষয় ও ব্যাপারের বাস্তব শুভ-সঙ্গতিতে,
নয়তো, ঐ দারুণ ব্যাধি হ'তে নিস্তার পাওয়া
অতি দুরূহ। ৩৩৯১।
২৮।৬।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭টা

যে দেওয়া বা করায়
আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না,

মর্য্যাদায় লোকচক্ষুকে আকৃষ্ট করে না,
তেমনতর দেওয়া বা করায়—
অহং-উদ্দীপ্ত যা'রা—
অত্যন্ত সমীহ মনে করে;
প্রীতিপ্রবুদ্ধ যা'রা
তা'দের সেদিকে নজরই নাই,
অল্পই হো'ক আর বিস্তরই হো'ক
সঙ্গতিতে যেমন কুলায়
বাঞ্ছিতকে তা'ই দিয়েই তা'রা খুশি হ'তে চায়—
লোক-বাহাবার তোয়াক্কা না রেখে,
সে দানে
আত্মপ্রতিষ্ঠ আহাম্মকী অহঙ্কার নেই,
আছে প্রিয়-পরিচর্য্যী শুভ-সংক্ষুধ অনুধ্যায়িতা,
তাই, তা'কে বলে সাত্ত্বিক দান। ৩৬৯২।
২৯।৬।১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

মহৎ-সংশ্রয়ে
তোমরা যত লোকই সমবেত হও না কেন,
ঐকান্তিক অনুধ্যায়িতার সহিত
স্মরণ যেন থাকে,—
তাঁ'র নিদেশগুলি
আচার-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
কর্ম্মে ফুটন্ত ক'রে তুলতেই হবে,
নয়তো, শুধু অলস বোধবিলাসবিলোল হ'য়ে থাকতে হবে,
সত্তার বিবর্ত্তনী অভিগমন
হ'য়ে উঠবে কমই;
আরো নজর রেখো—

বিহিত স্থলে
উক্ত মহতের একান্ত সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ
যেন মানুষ পায়,
যা'তে তা'রা হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে
তাঁ'র নিদেশ গ্রহণ ক'রে
সক্রিয় হ'য়ে উঠতে পারে তা'তে,
নয়তো, তা'দের অন্তর্ঘাতী জারক প্রবৃত্তি
নিজেদের উদ্বর্দ্ধনের পথ রুদ্ধ ক'রে
সিন্ধুকূলেও জলাভাব অনুভব ক'রে
স্বীয় সত্তাকে শুকিয়ে তুলতে পারে;
তাই, সতর্ক, অনুকম্পী ব্যবস্থিতিতে
মহানের নিরালা-সঙ্গ লাভের
সুযোগ ও সুবিধার পথ
পরিচ্ছন্ন ক'রেই রেখো,
সবাই পারস্পরিক-অভিদীপ্তিতে
দীপ্ত হ'য়ে উঠবে
সংহতির আলোক-সুশয্যায়;
নিজেকে নিয়েই বিব্রত থাকতে যেও না,
কারণ, তোমার পরিবেশ-শরীর
তোমাকে পোষণ-সম্বৃদ্ধ ক'রে থাকে। ৩৩৯৩।
২৯।৬।১৯৫১, দুপুর ১২টা

তোমার দূষক বা বিরোধীদের
নিয়ামক বা নিরোধকও নয় যে,
সমর্থক হ'য়ে সাপক্ষে তোমাকে আগলে ধ'রে
তোমার নিরাপত্তার জন্য ল'ড়ে
নিরুদ্বিগ্ন ক'রে তুলতে পারে না যে,

সে তোমাতে অন্তরাসী নয় কিছুতেই,
তোমার প্রতি কোন অনুকম্পাও নাই তা'র,
সে সাপক্ষে নয়কো তোমার;
আবার, তোমার প্রীতিপ্রাণ, সহনশীল, নির্ব্বিরোধ
সাধুবৃত্তির দোহাই দিয়ে
প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করে না যে
তোমারই বিরাগ-আশঙ্কার অজুহাতে,
সে অসঙ্কোচে
তোমার অনিষ্টকেই তা' দিয়ে থাকে,
আরো,
যে তোমার ভালমন্দের ধার না ধেরে
উভবাদী সাধু বিবেচক সেজে
অন্যের দোষ লাঘব করার জন্য
ন্যায্যতার অছিলায়
উভয় পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রে
সম্ভ্রমাত্মক ভঙ্গীতে এড়িয়ে চলে,
অথচ আত্মস্বার্থের এতটুকু ব্যতিক্রমেও ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সে যেই হো'ক না—
সে তোমার আপনার জন নয়কো,
শুভেচ্ছু অনুকম্পী নয়কো,
অন্তঃকরণে তোমার অনিষ্টেরই উপাসক সে,
অসৎ-নিরোধে নিরপেক্ষ যে
অন্যায়কারীর চেয়েও অসৎ সে,
তা'ই বুঝে
যেখানে যে কায়দায় চলতে হয়, চ'লো। ৩৩৯৪।

২৯।৬।১৯৫১, রাত্র ১১-২০

তোমার সৌরত-সন্দীপনা
একান্ত অনুধ্যায়িতায় স্বতঃ হ'য়ে
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত সত্তাপোষণী কর্ম্মানুপ্রেরণায়
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে
সার্থক অন্বয়ে সম্বদ্ধ ক'রে
ঐ একার্থপরায়ণ হ'য়ে যতই উঠতে থাকবে,
তোমার ব্যক্তিত্বও বোধ-বিকিরণা নিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে স্বতঃ-উপচয়ী বিবর্ত্তনে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লবে ততই ;
ঐ-সৌরত-সন্দীপ্ত একান্ত অনুরাগ-সম্বেগকেই
ভক্তি বলা যেতে পারে,
যা' দিয়ে অনুচর্য্যী অনুক্রমায়
ঐ একানুধ্যায়িতা
একান্তে যোগযুক্ততায়
নিজের চরিত্রের সুসঙ্গতির সহিত
ফুটন্ত সম্বেগে স্বভাবে আবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে,
ঐ সৌরত-সন্দীপ্ত অনুরাগনিবন্ধকেই
ভক্তিযোগ বলা যেতে পারে,
এই ভক্তির আবেগোচ্ছল
অনুক্রমিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু স্বভাবে স্বাভাবিকভাবে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠল—
ব'র্ত্তে উঠল—
সেইগুলি উপযুক্ত সঙ্গতিসহকারে
সংস্কারে অনুপ্রবেশ লাভ ক'রে
সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে উঠে থাকে ;

এমনি ক'রে সেগুলি আবার
সংস্কার-সংক্রমণায়
সন্তান-সন্ততির ভিতরে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকে
ক্রমবিবর্ত্তনী অনুচর্য্যায়,
তবেই, যা' বংশানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
সংস্কার-সম্বদ্ধ হ'য়েছে
তা'রই সঙ্গে সুসঙ্গতি-সিদ্ধ ক'রে
যদি কিছু স্বভাবে স্বাভাবিক ক'রে তুলতে পার—
তা'ই-ই সন্তান-সন্ততির ভিতর বর্ত্তাতে পারে,
কিন্তু অসঙ্গতিসম্পন্ন যা'
তা' যত জলুস-সম্পন্ন উপাধি-অলঙ্কৃতই
হো'ক না কেন
তা' সত্তানুস্যূত সংস্কারসিদ্ধ হ'য়ে
বংশানুক্রমিকতায় নাও বর্ত্তাতে পারে ;
তাই, বিবর্ত্তনের বাহকই ভক্তি ;
এই সংস্কৃত সুসঙ্গতি
যা'দের স্বভাবে যত ফুটন্ত
সংক্রমণী তাৎপর্য্য নিয়ে,—
তা'রা তত উৎকৃষ্ট,
শ্রদ্ধাও সেখানে স্বতঃ,
আর, এর অভাব যেখানে যত—
অন্তত অপকৃষ্টতাও সেখানে তেমনি। ৩৩৯৫।
৩০।৬।১৯৫১, বেলা ১০টা

পুরয়মাণ-ইষ্টার্থ-অনুধ্যান-হারা
স্বৈরী-মতবাদকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে

কাউকে জোর বা চাপাচাপি ক'রতে যেও না,—
ফলে, অপ্রতিষ্ঠা ও অমঙ্গলের সম্ভাবনাই সমধিক,
কারণ, তোমার জানা
সার্থক একসূত্র-সঙ্গত
বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্ত্তন-পন্থী নাও হ'তে পারে,
আর, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরত্যয় আগ্রহ
অপ্রতিষ্ঠারই নামান্তর ;
বরং ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত
বিধায়ক পুরুষোত্তমের বিধানেরই
প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হও,
যে-নিদেশ ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী সুসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
প্রাকৃতিক বিন্যাস-বর্দ্ধনায়
আপূরণী বিজ্ঞান-তাৎপর্য্যে
তাঁদের বোধি ও বাকে আবির্ভূত হ'য়ে
সত্তাপোষী গণকল্যাণী পন্থায়
আলোক-সম্পাত ক'রেছে—
তুমি তা'রই অনুধ্যায়ী হও,
তা'রই প্রতিষ্ঠা কর,
আত্মপ্রসাদে অভিনন্দিত হ'য়ে
সেই নন্দনায় গণকল্যাণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
প্রতিষ্ঠা আসবে,—
কিন্তু তা' ঈশ্বরপ্রসাদী হ'য়ে। ৩৩৯৬।
১।৭।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

তোমার নিন্দা, কুৎসা, অপমান, ক্ষয় ও ক্ষতিকে
স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে

কুশলকৌশলী তৎপরতায়
নিরোধ ও নিরাকরণ না ক'রে
যা'রা তোমারই কাছে
তা'রই যুক্তি নিতে এগিয়ে আসে
বা এড়িয়ে যায়,
প্রথমেই মনে ক'রো—
সে বা তা'রা তোমার স্বজন নয়কো,
তোমাতে তা'দের প্রীতি নেইকো;
যদি স্বজন হ'ত—
তোমাতে প্রীতিপরায়ণ হ'ত,
স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসারিত পরাক্রমে
তা'দের মেকদার-মাফিক কুশল তাৎপর্য্যে
নিরোধ বা নিরাকরণ ক'রতই কি ক'রত—
যেমন আপন-জন বা সন্তান-সন্ততির জন্য
মানুষ ক'রে থাকে সাধারণতঃ,
মানুষ কেন, এমন-কি পশুপক্ষীদের ভিতরও
এমনতর দেখতে পাওয়া যায়;
তোমাকে যুক্তি বা জিজ্ঞাসা করার মানেই হ'চ্ছে—
ঐ সমস্ত ব্যাপারে তোমাকে জড়িয়ে নিয়ে
তোমাকে তা'দের প্রত্যাশাপূরণী উপকরণ ক'রে তোলা,
আর, এড়িয়ে যাওয়া মানেই
তোমার ঐ সব ব্যাপারের নিরোধ বা নিরাকরণে
তা'রা অন্তরাসী নয়কো,
স্বার্থান্বিত নয়কো,
তোমার দরদী নয়কো মোটেই তা'রা,
আবার, যা'রা তোমার নিন্দা, কুৎসা, অপমান,
ক্ষয় ও ক্ষতির বিষয়

এতটুকু না খতিয়েও,
তোমার সুযুক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রেও
তোমাকে ভাঙ্গিয়ে
স্বার্থলালসার উপাদান-স্বরূপ ব্যবহার করে,—
তা'রাও কিন্তু ঐ তালিমেরই মানুষ ;
আপদে-বিপদে, দুঃখ-দুর্দ্দশায়
অমনতর লোকদের সাহায্যের উপর
নির্ভর করার চাইতে
আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে যা' করবার
তা' ক'রো,
আর, তা'দিগকে যেমনতরভাবে ব্যবহার ক'রলে
শুভ-সংশুদ্ধি আসে—
তা'ই ক'রো,
ঠ'কবে কম । ৩৩৯৭ ।
১।৭।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২৫

তোমার শ্রদ্ধাভাজন যাঁ'রা
তাঁ'দের সহিত
এমন সংশ্রব স্থাপন ক'রতে যেও না,—
যা'তে তোমার অলস-সন্ধিৎসু
প্রবৃত্তি-অভিভূত স্বার্থপ্রত্যাশা
দোষদৃষ্টির দুঃশীল উপচয়নে
নির্ব্বোধ বিচারে
কতকগুলি দোষের আরোপ ক'রে
তোমার উত্থানের পথ ব্যাহত ক'রে তোলে,
সহজ উদ্বর্দ্ধনী সঞ্চালন খঞ্জ হ'য়ে
তোমাকে আতুর ক'রে তোলে ;

তা'তে ঐ শ্রদ্ধাস্পদের
যতটুকু ক্ষতি হো'ক বা না হো'ক—
তোমার ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী,
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অপলাপের শাতন-আক্রমণ
সাদরে আলিঙ্গন করাই
তোমার জঘন্য-স্বার্থ-লেলিহান
গর্ব্বেপ্সা-অনুপ্রেরিত জীবনের
উপঢৌকন হ'য়ে উঠবে। ৩৩৯৮।
১।৭।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭টা

ভাল মানুষ হওয়া ভাল,
কিন্তু অসৎ অন্যায্যে নীরব-থাকা ভালমান্‌ষেমি
ভাল নয়কো,
তা' অসতেরই উদ্‌গময়ক ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৩৩৯৯।
১।৭।১৯৫১, রাত্র ১০টা

প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত বোধ
ভ্রান্তিরই অভিভাবক। ৩৪০০।
২।৭।১৯৫১, দুপুর ১২-২০

গুঁতোর ভিতর-দিয়েই সূতো মেলে—
যদি একার্থপরায়ণ তাগদ থাকে
শরীর ও মনে। ৩৪০১।
২।৭।১৯৫১, দুপুর ১২-২০

অকারণ বিশেষ কা'রও ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
নিজের কুৎসিত প্রবৃত্তির সমর্থন ক'রবে যত,—
সে তোমার উত্থানের অবলম্বন
হ'য়ে উঠতে পারবে কমই,
কারণ, এই মিথ্যা দোষে তা'কে
অনবরত দোষী ক'রতে ক'রতে
ঐ দোষ এমনই শক্ত হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
তা' হ'তে রেহাই পাওয়া
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে ;
সরষেকেই যদি ভূতে ধরে—
ভূত ছাড়বে কিসে ? ৩৪০২ ।
২।৭।১৯৫১, দুপুর ১২-২৫

সার্থক সুশৃঙ্খল আদর্শ চরিত্র
বা সুসঙ্গত জমাট ব্যক্তিত্ব
ভূয়ো সেখানেই,—
ইষ্টার্থপরায়ণতা অলীক ও অবজ্ঞাত যা'দের কাছে । ৩৪০৩ ।
২।৭।১৯৫১, বিকাল ৫-৩০

তাগদের তহবিলই হ'চ্ছে—
নিরবচ্ছিন্ন অচ্যুত ঐকান্তিক তৎপরতা,
এই সম্বলই হ'চ্ছে
সব কৃতিত্বের দম্বল,
আর, ঐ তৎপরতা সৎ হ'লে
সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শ পাওয়া যায় । ৩৪০৪ ।
৩।৭।১৯৫১, সকাল ৯-৪০

তুমি অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও সকর্ম্ম চলন
ঐ ইষ্টার্থ-উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তোমার জলদ-গম্ভীর আহ্বান
আর ঐ অবাধ্য একমুখী চলন
অচলকেও চলায়মান ক'রে তুলতে পারবে। ৩৪০৫।
৩।৭।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন জন্ম
সমাজে যতক্ষণ না উত্তাল হ'য়ে চ'লেছে
ধারাবাহিকতায়—
ততক্ষণ অসৌষ্ঠব যা'
বহুল পরিমাণে মাছের ডিমের মত জন্মাবে,
এবং তা' আনবে অন্যায়,
আনবে অত্যাচার,
আনবে অবৈধ চলন,
আনবে কৃষ্টিধ্বংসী অপঘাত,
আনবে অসামাজিকতা, অযোগ্যতা, অন্নাভাব,
আনবে রোগ-শোক-দারিদ্র্য,
নিঃশেষ ক'রবে মৃত্যুতে,—
বিদ্রোহী 'ভুঁখা হুঁ'—চীৎকারে
জাতির কাঠামোশুদ্ধ
সর্ব্বনাশে নিকেশ ক'রে ফেলবে—
যোগ্যতাহারা, বুদ্ধিহারা, বিজ্ঞতাহারা,
বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রিক চলনে। ৩৪০৬।
৪।৭।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

স্নসম্বদ্ধ সত্তাপোষণী চলন
যেখানে উচ্ছল অনুরাগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
প্লাবন সৃষ্টি ক'রে চলে,—
দৈবী-দীপনা শূর-বিক্রমে
সত্তাপালীই হ'য়ে ওঠে সেখানে,
আবার, প্রবৃত্তি-অভিভূতি যখনই
ভোগলিপ্সার লেলিহান ডাইনী-দীপনায়
অবৈধ আগ্রহে উদ্দৃপ্ত হ'য়ে চলে—
আসুরিক বীর্য্য
মৃত্যুকে পরিবেষণ ক'রে চলে তখনই,
—এটা ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক। ৩৪০৭।
৪।৭।১৯৫১, সকাল ৭-৪০

জৈবী-সংস্থিতি যা'দের সুসঙ্গত নয়,—
অবিভাজ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী
তা'রা কমই হ'য়ে থাকে,
সৌরত-সম্বেগও তা'দের তীক্ষ্ণ সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে না,
বোধিবৃত্তিও দোদুল্যমান হয়,
দ্বন্দ্বীবৃত্তির শিকার হ'য়ে ওঠে তা'রা সহজেই,
শ্রদ্ধাও চ্যুতিপ্রবণ,
তাই, অব্যবস্থও হ'য়ে ওঠে তা'রা সাধারণতঃ,
সুযোগ ও সুবিধাকে সংহত ক'রে
সময়মাফিক প্রস্তুতই হ'তে পারে কম,
ব্যাপারগুলিকে সুসঙ্গতিসম্পন্ন একসূত্রতাৎপর্য্যে
যথাসময়ে বিন্যস্ত ক'রে না তুলতে পারায়

নিষ্পাদনও তা'দের বিকৃত ভঙ্গীতে চ'লে থাকে,
বাক্যে, ব্যবহারে ও কর্ম্মে
গলতি ও গরমিল থাকায়
আয় ও ব্যয়ের অসঙ্গতি-হেতু
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনা ক্ষয়িষ্ণু হ'য়েই চ'লতে থাকে,
ফলে, অকৃতকার্য্যতা ও নৈরাশ্যই
জীবনের বাস্তব দর্শন হ'য়ে ওঠে;
জীবের জৈবী-সংস্থিতি আবার নির্ভর করে
পিতার ইষ্টার্থপরায়ণতা
এবং মাতার
ইষ্টানুগ সদাচারসম্পন্ন সতীত্বের উপর—
যা' নারী-পুরুষের কুলক্রমিক বৈধী-সংমিশ্রণের ভিত্তিতে
গঠিত হ'য়ে চলে। ৩৪০৮।
৪।৭।১৯৫১, রাত ৯টা

বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী জননবিজ্ঞানকে
যেই অবজ্ঞা ক'রলে—
সত্তার সংহতিকে দুর্ব্বল ক'রলে অমনি,
ব্যক্তিত্ব বিপর্য্যয়ী হ'য়ে ফুটে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে,
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন
ক্রমশঃই বিকৃত হ'য়ে উঠতে থাকল,
কারণ, ঐ সত্তাসঙ্গত ব্যক্তিত্ব
ধর্ম্মকে ধারণ ক'রতে পারল না,
কৃষ্টিকে ব্যভিচারিণী ক'রে তুলতে লাগল,
যোগ্যতা ক্লীবত্বেই স্তব্ধ হ'য়ে রইল;
ফলে, গেল তোমার ধর্ম্ম,
গেল তোমার ইষ্ট,

গেল তোমার কৃষ্টি,
গেল তোমার ঐতিহ্য,
গেল তোমার আভিজাত্য,
গেল তোমার সংহতি,
গেল তোমার শক্তি,
গেল তোমার জাতি,
গেল তোমার গণ,
গেল তোমার সমাজ,
গেল তোমার রাষ্ট্র,
গেল তোমার বিবর্দ্ধনী প্রদীপ্ত প্রতিভা,
অজ্ঞহীনত্বের মসীলিপ্ত আবরণে
বোধিদীপালি অনুকারেই গা ঢেলে দিল,
বিলোপী আপসোস
মরণশয্যায় শায়িত ক'রে
ক্লেদমর্য্যাঁদায় নিকেশ ক'রে ফেলল যা'-কিছুকে। ৩৪০৯।
৪।৭।১৯৫১, রাত ৯-১৫

যে-জাতি বৈশিষ্ট্যপালী সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতিতে
সমুন্নত নয়কো,
তা'দের জাতি, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সংহতি, শক্তি ও আয়ু
সহজ অবনতির অবাধ্য চলনে চ'লে
বিলয়-বিলোল হ'য়ে উঠবে—
তা'তে কিন্তু সন্দেহ নেই একবিন্দু,
আর, তা'রা যতই ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হোক না কেন—
বিধ্বস্তি ও বিধ্বংসী অধঃপাতে অপলুপ্ত হওয়াই
তা'দের একমাত্র সম্বল। ৩৪১০।
৫।৭।১৯৫১, বিকাল ৪-৪৫

তোমার লাখ বিদ্যা থাক্,
অজচ্ছল বুদ্ধিই থাক্ না তোমার,
আর, তা' লাখ উপাধিমণ্ডিত হ'য়ে
অযুত জলুস বিকিরণই করুক না,
তুমি যদি বৈধী, বৈশিষ্ট্যপালী, শ্রেয়ানুচর্য্যী
পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু ও সংহত জৈবী-সম্পদে
ঐশ্বর্য্যশালী না হও,—
সবই কিন্তু বৃথা তোমার;
তুমি কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথের অভিযাত্রী হ'য়ে
সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে
এমন জীবন পরিগ্রহ ক'রবে,
যা' ভাবতেও শঙ্কাসঙ্কুল আতঙ্কগ্রস্ত না হ'য়ে
পারা যায় না;
তুমি বিধিকে অমান্য ক'রতে পার,
কিন্তু ঐ অবজ্ঞাত বিধি মূকপদবিক্ষেপে
বাস্তব প্রতিক্রিয়ায়
কুৎসিত পরিণাম সৃষ্টি ক'রতে
কসুর ক'রবে না কিন্তু;
বৈধী বৈশিষ্ট্যপালী জৈবী-সংস্থিতির সম্পদে
ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠ,
তুমিও বাঁচ,
আর, পরিবেশকে বাঁচাও,—
একটা সুকেন্দ্রিক সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্য-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল পদবিক্ষেপে। ৩৪১১।
৫।৭।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭টা

স্ত্রীই হো'ক আর পুরুষই হো'ক,
তা'দের পক্ষে অবৈধ, অশ্রেয়,
কৃষ্টি, আদর্শ ও আভিজাত্য-দলনী,
বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী যৌন প্রলোভনে
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠা বা উঠতে থাকা
যেখানেই দেখতে পাবে,—
তা' কিন্তু অসংহিত জৈবী-সংস্থিতিরই লক্ষণ ;
অন্তঃক্ষেপিত ব্যতিক্রম-বিসৃষ্টই হো'ক
বা কুৎসিত আচার-প্রসূতই হো'ক
তা' সাধারণতঃ নিজেকে দুষ্ট ক'রে
গণ ও সমাজকে দুষ্ট ও প্রলুব্ধ ক'রে থাকে—
হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ গর্ব্বেপ্সার প্রতিষ্ঠায় ;
তা'রা সাধারণতঃ জমকালো অথচ প্রবৃত্তিপ্রলোভী
এমনতর কিছু দেখলেই
সেদিকেই বাঁক নিয়ে আত্মবিক্রয় ক'রে থাকে—
একটা পরাজিত স্তবন-অভিবাদনে,
যা' তা'দের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী নয় ;
এমন দুরত্যয় দুষ্কৃতি-প্রলুব্ধ প্রবৃত্তিপ্রলোভী যা'রা
তা'দের থেকে নিজেকে তো সাবধান রাখবেই,
অন্যকেও সাবধান ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
অমন সাংঘাতিক সংক্রমণের
বিষাক্ত সংস্পর্শ থেকে
নিজেকে ও অন্যকে বাঁচাতে। ৩৪১২।

৫।৭।১৯৫১, রাত ৯-৪৫

যা'রা একনিষ্ঠ একার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
দুঃখকষ্টকে অতিক্রম ক'রে

অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
যোগ্যতার অনুচর্য্যায় মানুষ হ'য়ে ওঠে;
বোধিদীপা হ'য়ে ওঠে তা'রা সহজেই ;
আর, প্রবৃত্তির ভোগ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
ঐ ভোগ-অর্থকে সার্থক ক'রে
গর্ব্বেপ্সার আপূরণী সন্ধিৎসায়
যা'রা নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে চায়,—
তা'রা অবিবেকী অসঙ্গত বিকৃত বোধি নিয়ে
অসার্থক অভিষ্যন্দী প্ররোচনায়
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় ;
জীবনকে অনুন্নত অমর্য্যাদাশীল ক'রে
আপসোস বা আক্রোশ নিয়ে
নিন্দা-কুৎসার স্থণ্ডিল সজ্জিত ক'রে
জীবন কাটাতে বাধ্য হয় তা'রা ;
তাই, শ্রেয়ার্থে অন্বিত হ'য়ে
যোগ্যতাকে অর্জ্জন ক'রে
সুসঙ্গত ও অন্বিত বোধি-সংহতি নিয়ে
নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোল,
আত্মপ্রসাদের সার্থক আশিস
তোমাকে দৈবী-মানবতায় উন্নীত ক'রে তুলবে। ৩৪১৩।
৫।৭।১৯৫১, রাত ১০-২০

যা'দের কৌলিক ক্রমিকতা
আজো কোনপ্রকারে সুষ্ঠুত্ব বজায় রেখে চলেছে
বা অনুলোম-ক্রমিকতায় ক্রম বজায় রেখে
আত্মপ্রসার ক'রছে
বা কোনপ্রকারে ব্যতিক্রান্ত হয়নি,—

শাসন-সংস্থা ঐ কুলগুলির তত্ত্বাবধায়ক হ'য়ে
যদি এখনও বিহিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করে—
তাহ'লে ভবিষ্যতের পথে
ভয়াবহ আত্মবিলোপী পরিচলন হ'তে
জন ও জাতিকে রক্ষা করা
অতীব সংশয়াত্মক হ'য়ে উঠবে ;
আবার, তেমনি স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ মিলন
নিরোধ ক'রে
বা ক্ষেত্রানুযায়ী প্রজনন-ক্ষমতাকে ব্যাহত ক'রে
ব্যভিচার ও বিকৃত জননকে
সংক্রমণরুদ্ধ যদি না করা হয়,—
তাহ'লে ঐ সংমিশ্রণ বিষাক্ত জীবাণুর মত
অঢেল পরিবর্দ্ধনে জন ও জাতিকে
নিশ্চিহ্ন ক'রতে কসুর ক'রবে না ;
জনগোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনসংস্থা
অবদলিত বিক্ষেপে
ব্যাহৃতি-বিহ্বল হ'য়ে
একদিন আত্মনিমজ্জন ক'রতে বাধ্য হবেই কি হবে—
অসংহত ছন্নছাড়া অবিবেকী বোধির দ্বারা
পরিচালিত হ'য়ে,
পথচারী সারমেয়ের মত
সর্ব্বনাশা সংক্রমণে আত্মাহুতি দিয়ে । ৩৪১৪ ।

৬।৭।১৯৫১, সকাল ৬-৩০

উৎকৃষ্ট-কুলসম্ভূতা নারী
যদি অপকৃষ্ট-কুলসম্ভূত পুরুষের সহিত
যৌনসংশ্রব স্থাপন করে

কিংবা বিধিবিরুদ্ধ কুল-সঞ্জাত পুরুষের সহিত
যৌন-সংশ্রবান্বিতা হয়,
তা'হলে সে যে ঐ অপকৃষ্ট-কুলেরই
সৌষ্ঠব নষ্ট ক'রে
সন্তানের জৈবী-সংস্থিতিতে ঔপাদানিক বিপর্য্যয় এনে
সুসম্ভাব্যতার অপনোদনে
অপলাপ-প্রসূতি হয়,
বা পরিধ্বংসের প্রসূতি হয়—
শুধু তা'ই নয়কো,
ঐ অসম্পোষী-বিধান-বিরোধী পুংজীবাণু
তা'র মস্তিষ্ক, শরীর ও মনে
এমনতরই বিষাক্ত অসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে তোলে,
যা'র ফলে, অব্যবস্থ, ক্রূরমনা, বিকৃতবোধি,
অসম্বদ্ধচিত্ত, ব্যতিক্রান্ত, অসংস্কারী, ম্লেচ্ছপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে
ভ্রষ্ট পন্থায় নিজেকে বিসর্জ্জন দেওয়া ছাড়া
উপায় কমই থাকে তা'র ;
ইষ্টহারা, কৃষ্টিহারা, বিকৃতবোধি, কদাচারী
কুৎসিত-জনয়িত্রী
সর্ব্বনাশের কঙ্কাল ব্যাদানে
তমসাচ্ছন্ন আত্মবিলয়ী আকর্ষণে
নিজেকে তো নিকেশ ক'রেই,
তা' ছাড়া, যে-কুলে সে অধিষ্ঠিতা হয়—
তা'রও সর্ব্বনাশের প্রসূতি হ'য়ে
জনগণকেও ঐ ডাইনী অন্তঃস্রোতা টানে টেনে
জাহান্নমের দিকে নিয়ে যায় ;
বিধি
বিলোল বিকম্পনে

ঐ বিষাক্ত নারীকে
অভিশাপে দীর্ণ ক'রে তোলে তো বটেই,
তা' ছাড়া, তা'র আবহাওয়ায়
তদনুকম্পী বা অন্য যা'রা থাকে
তা'দের অল্পবিস্তর সবাইকেও ;
বিস্ফারিত চক্ষে দেখ,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী চিন্তায় বিবেচনা কর,
বাঁচা ও বাড়ার পথে ন্যায্য ব'লে যা' প্রতীয়মান হয়,
তা'ই কর। ৩৪১৫।
৬।৭।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

প্রতিলোম-সংমিশ্রণ
আসুরিক শরীর, মন ও বুদ্ধির প্রসূতি হ'য়ে উঠতে পারে—
একটা অসমঞ্জস, বিকৃত, সত্তাঘাতী
আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে ;
যা'র জলুসে হয়তো অবিবেকী মানুষ স্তম্ভিত হয়,
কিন্তু তা' সমঞ্জসা জৈবী-সংস্থিতি ও সংস্কৃতিতে
ঔপাদানিক বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রে
মানুষের সম্বর্দ্ধনী সম্ভাব্যতাকে
হনন ক'রবেই কি ক'রবে। ৩৪১৬।
৬।৭।১৯৫১, রাত ৯-৩৪

নিজের জাতির বর্ণগত স্তরকে
নানারকম ফন্দীফিকির ক'রে
জোড়াতাড়া দিয়ে

অযথা অন্যায্যভাবে অন্যরকম প্রতিপন্ন ক'রতে যেও না,
তা'তে তোমার বা তোমার ঐ স্তরের
লোকসান তো বটেই,
তা' ছাড়া, তুমি যা'দের দিয়ে
পোষণপুষ্টি পাচ্ছ,
তোমার পরিবেশ যা'রা
তা'দেরও লোকসান অত্যধিক,
তা' তোমার বৈশিষ্ট্যবিরোধী হ'য়ে
সঞ্জাত সংস্কারকে শীর্ণ ক'রে তুলবে,
আরো, বিরুদ্ধ বিবাহ দ্বারা
জৈবী-উপাদানের বিপর্য্যয় সংঘটিত হ'য়ে
কুলের সুসম্ভাব্যতা যা'-কিছু আছে
তা'রও নিকেশ হ'য়ে
বিকট জননের উদ্ভব হ'তে পারে;
ভেবে দেখ, কোন্‌টি তোমার স্বার্থ,
বাঁচা, না নিকেশ পাওয়া,
যদি নিজে বেঁচে অন্যের বৈশিষ্ট্যকে
অটুট রাখতে চাও—
তাহ'লে এখনই ঐ জাতীয় মনোবিকারকে
পরিত্যাগ ক'রে ফেল,
তোমার সঞ্জাত, সংস্কৃতিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যকে
আরোতরে এমনতর উদ্ভিন্ন ক'রে তোল,
যা'তে তোমার পরিবেশ
ঐ দীপনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে
সম্বর্দ্ধনার মুখ্য উপকরণ হিসাবে
গ্রহণ ক'রতে পারে,

তুমিও সার্থক হবে,
তোমার পরিবেশও সার্থক হ'য়ে উঠবে। ৩৪১৭।
৬।৭।১৯৫১, রাত ১০টা

তোমার সভ্যতা যত উৎকৃষ্ট
বা বিশালই হো'ক না কেন,
কৃষ্টি তোমার যত বিশারদ হ'য়ে উঠুক না,
তোমার ঐ সভ্যতা ও কৃষ্টি যখন থেকে
উৎকর্ষী-জননসংবিধানের প্রসূতি হ'তে ক্ষান্ত হবে,—
সেই মুহূর্ত্ত থেকেই ঐ সভ্যতার ললাটে
মসীতিলক পরিশোভিত হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ মসীতিলক তমসাকে আহ্বান ক'রে
ঐ সভ্যতা ও কৃষ্টিসৌধকে
অনতিবিলম্বেই চুরমার ক'রে দেবে ;
আর, ঐ গৌরবগর্ব্বী সভ্যতা ও কৃষ্টি
তোমাদের চেয়ে অপকৃষ্ট-কুলসম্ভূত
সুষ্ঠু-জৈবী-সম্পদসম্পন্ন যা'রা,
হয়তো তা'দের পায়েই অঞ্জলি দিয়ে
পরাভূতির নির্ম্মাল্যে পরিশোভিত ও প্রমোদিত হ'য়ে
থাকতে বাধ্য হবে ;
ঐ সভ্যতা ও কৃষ্টি তোমার
যদি অনাবিল, বৈশিষ্ট্যপালী জৈবী-সম্পদে
উৎকর্ষী হ'য়ে উঠতে না পারে,
তা' নিরর্থক ও অপঘাতী—
তা' তোমার পক্ষেও যেমন,
অন্যের পক্ষেও তেমনি। ৩৪১৮।
৬।৭।১৯৫১, রাত ১১টা

অপকৃষ্টদের প্রতি দয়া মানেই হ'চ্ছে
তা'দের উৎকৃষ্ট ক'রে তোলা,
যদি ঐ দয়া অপকর্ষকেই পরিপুষ্ট ক'রে তোলে
তবে তা' গণ-বিধ্বংসীই হ'য়ে উঠবে—
তা'তে আর সন্দেহ কী। ৩৪১৯।
৬।৭।১৯৫১, রাত ১১-১৫

ভাবানুকম্পিতা যেখানে
বোধবাহী নয়কো—
যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে,
তা' অনর্থকই বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। ৩৪২০।
৭।৭।১৯৫১, সকাল ৮-২

যদি কোন উৎকৃষ্ট-কুলসম্ভূতা নারী
কোন অপকৃষ্ট-কুলসম্ভূত পুরুষের সহিত
যৌন-সংশ্রবান্বিতা হয়,
সে পুরুষ বিদ্বানই হো'ক,
ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতই হো'ক
বা যতই শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করুক না কেন,—
ঐ অপকৃষ্ট-জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন কুলের সর্ব্বনাশ তো হয়ই,
তা' ছাড়া, ঐ পুরুষের নিষিক্ত পুংবীজাণু
ঐ নারীর বিধানে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
এমনতর বিরুদ্ধ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে—
যা'র ফলে, সেই নারীর
মস্তিষ্ক, মন ও দেহের সঙ্গতিকে বিকৃত ক'রে
তা'কে বিকেন্দ্রিক, ক্রূর ও কদাচারপরায়ণ ক'রে তোলে—
মন ও বিধানের দুরপনেয় বিপর্য্যয় এনে;

কিন্তু আবার সেই নারী যদি
ঐ পুরুষের সংশ্রব ত্যাগ ক'রে
উচ্চকুলসম্ভূত কোন শ্রেয়-পুরুষের
সংশ্রব লাভ করে,
তাহ'লেও তা'র গর্ভজাত সন্তান
উৎকর্ষী প্রেয়-সৌষ্ঠবের সম্পদ হ'তে
অনেকখানি বিচ্যুত হ'য়ে ওঠে,
বঞ্চিত হয় সে
তা'র বৈধী প্রাকৃতিক পরিপোষণা হ'তে অনেকখানি,
তথাপি তা' মন্দের ভাল,
সে-জনন গণ-বিধ্বংসী, বৈধী-বিবর্ত্তনের ব্যতিক্রম
সৃষ্টি করে কমই। ৩৪২১।
৭।৭।১৯৫১, রাত ৯টা

উৎকৃষ্ট কুলের উৎকর্ষী-তপা যা'রা—
তা'দের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা
কমই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কিন্তু অপকৃষ্ট কুলের প্রবৃত্তিপথচারী
ভোগক্ষুধাতুর যা'রা—
তা'দের সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও
সাধারণতঃ বেশী হ'য়ে থাকে;
আবার, যেখানে অবৈধ ব্যতিক্রমী সংমিশ্রণ—
সন্তান-সন্ততি আরও বেশী হ'য়ে থাকে সেখানে,
বিকেন্দ্রিক, অল্পায়ু, দুর্ব্বল-মনোবৃত্তি ও দুষ্ট-প্রবৃত্তিসম্পন্ন
হ'য়ে থাকে তা'রা সাধারণতঃ;
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের যদি উন্নতি চাও—
বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী পরিণয়কে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তোল,

সুপ্রজনন-সম্পদে সম্পদশালী হ'য়ে ওঠ,
নয়তো, স্বৈরী-ব্যভিচার পৈশাচিক আক্রমণে
তোমাদিগকে নিঃশেষ ক'রবেই কি ক'রবে। ৩৪২২।

৭।৭।১৯৫১, রাত ৯-১৮

ত্রিপঞ্চাশত্তম ঋত্বিক্-অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশিস্-বাণী

সত্তার গভীরতম প্রদেশে
অনু-আবিষ্ট হ'য়ে
প্রাণন-সম্বেগে
মূকদৃপ্ত ভঙ্গীতে গেয়ে ওঠ—
'আত্মন্! তোমার জয়জয়কার হউক';
ইষ্টানুচর্য্যায় শরীর ও মনের সুসঙ্গতি নিয়ে
সার্থক নিষ্পন্নতায়
তোমার বাস্তব সত্তা
পরিস্থিতির সুনিবদ্ধ একতায়
বৈশিষ্ট্যপালী সম-সম্বেগে
বাস্তব অভিব্যক্তি নিয়ে
ফুটন্ত উদ্গতিতে গেয়ে উঠুক—
'আত্মন্! তোমার জয়জয়কার হউক';
বিক্ষুব্ধ ঘনঘটা
যতই দীপ্ত-কঠোর হ'য়ে উঠুক না,
ইষ্টানুগ সুবিন্যাস-আরতি নিয়ে
পরিবার, পরিজন ও পরিস্থিতির
সম্বোধি-সম্বেদনা ঘোষণা করুক—

'আত্মন্! তোমার জয়জয়কার হউক';
ন'ড়ো না একটু,
ট'লো না একটু,
পরাভূতি যেন তোমাদিগকে
স্পর্শ ক'রতেও না পারে;
কুশলকৌশলী দৃঢ়-তাৎপর্য্যে
কূট-অনুচর্য্যায়
সব যা'-কিছুকে
বৈশিষ্ট্যে বিধায়িত ক'রে
শাতনী সর্ব্ব-আক্রমণকে ব্যাহত ক'রে
গুরুগৌরবে দণ্ডায়মান হও আবার,
বীর্য্যহীন ক্লীব ঔদার্য্যকে বিদায় দিয়ে
আর্য্যপতাকাবাহী হ'য়ে ওঠ সবাই তোমরা;
সৎ-সন্দীপনার উন্মুক্ত কোষে
ব্রহ্মাগ্নির বিপুল জলুসে
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ সবাই তোমরা—
সত্তাপোষণী যাদু জলুস নিয়ে,
বিস্ফারিত বোধে
বিশ্ব তোমাদিগকে অনুভব করুক,
দেবতা ব'লে নমস্কার করুক;
একাত্ম ইষ্টার্থপ্রেরণায় অনুবদ্ধ হ'য়ে
শক্তিমান দীপ্ত গৌরবী হ'য়ে
স্বস্তি, সমৃদ্ধি ও আয়ুকে
উপভোগ কর তোমরা,
শতায়ু হও তোমরা;
হাস্যময়ী কৃতকৃতার্থতা শতায়ু হ'য়ে
যা'তে তোমাদের পূজারী হ'য়ে থাকে,—

তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তা'ই ক'রে চলে ;
নারায়ণ নির্বিবশেষ হ'য়ে
বিশেষ বিশিষ্টতায় আত্মপরিগ্রহ ক'রে
বর ও অভয়-হস্তে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
আশীর্ব্বাদ করুন তোমাদিগকে—
'আত্মন্! তোমার জয়জয়কার হউক'। ৩৪২৩।
৮।৭।১৯৫১, সকাল ৬-৩০

সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী ইষ্টার্থী-চলন—
এই তিনই মানুষকে বলী ক'রে তোলে। ৩৪২৪।
৮।৭।১৯৫১, দুপুর ১১টা

দ্বিজাধিকরণান্তর বা লোকে যা'কে ধর্ম্মান্তর বলে
তা'তে জাত্যন্তর হয় না,
কিন্তু তা' যদি পূর্ব্বতনদিগের অনুপূরক না হয়
তা'তে পাতিত্য ঘ'টতে পারে অনেকখানি,
কারণ, তা'তে জৈবী-সংস্থিতির
উপকরণ বা ঔপাদানিক সংশ্রয়ের
কোনই ব্যতিক্রম হয় না ;
কিন্তু প্রতিলোমী ব্যভিচার-উদ্দীপী সঙ্কর-সংহতি
ঔপাদানিক বিকৃতিরই সংঘট হ'য়ে থাকে,
তাই, কোন বৈশিষ্ট্যপালী
পূরয়মাণ দ্বিজাধিকরণ
বা ঈশ্বরনিদেশী ধর্ম্মে
কখনই তা'র অনুমোদন নেইকো ;

ধর্ম্ম চিরদিনই একানুধ্যায়ী, ঈশ্বর-অনুবর্ত্তী
বৈধী, সত্তাপোষণী বিবর্ত্তনের অনুপালক। ৩৪২৫।
৮।৭।১৯৫১, বিকাল ৫-১৫

লোককে বরং ক্ষমা কর,
কিন্তু নিজের অন্যায় ও অযোগ্যতাকে
ক্ষমা ক'রো না,—
ক্ষমতায় খিন্ন হ'য়ে উঠবে। ৩৪২৬।
৮।৭।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭টা

যখনই কা'রও সাহচর্য্যে যাও না কেন,
প্রথমেই চেষ্টা ক'রে দেখ—
সে নিজে থেকে কিছু বলে কিনা,
তা' শুনবে ধৈর্য্য-সহকারে,
তোমার সহানুভূতিসূচক ভাবভঙ্গী
ও বান্ধব-অনুচর্য্যা
যেন প্রথমেই তা'কে মুগ্ধ ক'রে তোলে;
সে যদি কথাবার্ত্তা নাই বলে কিছু
অর্থাৎ, প্রথমেই কিছু অবতারণা না ক'রে
তা'র সাংসারিক সমাচার
কর্ম্মস্থলের সমাচার
আয়, উপার্জ্জন, চাহিদা ইত্যাদির বিষয়ে
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তা'র ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা ইত্যাদিকে
বিশেষ সন্ধিৎসা
ও সানন্দ সহানুভূতি-অনুচর্য্যার সহিত

অনুধাবন ক'রবে,
এবং তা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা এমনতরভাবেই ব'লবে
যা'তে সে তোমাকে পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে,
ঐ কথার সূত্রের ভিতর-দিয়ে
প্রাসঙ্গিক বিষয়, ব্যাপারের উপর ভিত্তি ক'রে
সুযুক্তিসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
তোমার আলাপ-আলোচনাকে
পরিবেষণ ক'রবে তা'র ভিতরে,
লক্ষ্য রাখবে, সে যেন সেগুলি
ক্ষুধার্ত্তের মত গ্রহণ করে তোমা থেকে ;
কোনরকম খামখেয়াল
বা ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় নিতে যেও না,
এমন হ'য়ে ওঠ তা'র কাছে
যা'তে সে তোমাকে সত্তাপোষক
পরম দরদীবান্ধব ব'লে মনে ক'রতে পারে ;
এই আলোচনার ভিতর-দিয়ে জেনেশুনে
তা'কে যে-বিষয়ে যতখানি সাহায্য ক'রতে পার—
বুদ্ধিমত্তার সহিত সুকৌশলে
তা' ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
এমনি ক'রেই অনুবুদ্ধপ্রভাবে
তোমার সত্তাবেদকে—
কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে
সৌষ্ঠব-সমন্বিত ক'রে
সে যেমনটি ক'রে বুঝতে পারে, তেমনতর পরিবেষণে
ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল তা'কে
এবং ইষ্টানুগ কর্ম্ম-সম্বেদনায়
সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলে

হাতেকলমে লাগিয়ে দাও,
ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
এমনি ক'রেই পরিবেষণ ক'রো
ব্যষ্টিগত, সম্ভবমত গুচ্ছগতভাবে,
আর, বিস্তার লাভ কর ক্রমশঃই
যা'তে তোমাকে কেন্দ্র ক'রে
পারস্পরিক আপূরণ ও অনুপোষণ-তাৎপর্য্যে
সহযোগী হ'য়ে
সংহত জীবনে ইষ্টার্থ-সংহতি নিয়ে
যোগ্যতায় অযুতহস্ত হ'য়ে
তোমার জন, তোমার সম্প্রদায়,
তোমার সমাজ, তোমার জাতি,
তোমার রাষ্ট্র দেবপ্রভ হ'য়ে ওঠে,
কৃতী হও, আর এমনি ক'রেই কৃতার্থ কর। ৩৫২৭।
৯।৭।১৯৫১, রাত ১০-২০

তোমার সৌরত-সন্দীপনাকে
যে-লহমা থেকে
ইষ্টার্থপরায়ণ একানুধ্যায়ী ক'রে তুলতে পারবে—
মানসিক ভঙ্গী ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি নিয়ে,
তদনুচলন বজায় রেখে,—
তোমার জীবন তখন থেকেই
বিবর্ত্তনী বাঁক নিতে আরম্ভ ক'রল,
সন্ধিৎসা, বোধি, সুবিবেচনা তখন থেকেই
ঐ অভিব্যক্তিকে বিন্যাস ক'রতে আরম্ভ ক'রল,
এমন হ'য়ে উঠল ব্যাপার
যে, তুমি তা' না ক'রেই পার না,

আর, সেই পারাটা যত দুঃখদই হো'ক না—
আত্মপ্রসাদে অঢেল হ'য়ে উঠলে তুমি,
তা' তোমার শরীর, মন ও পরিবেশের
এমনতর সুসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে চ'লতে লাগল—
যা'র ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব জমাট বেঁধে
নিনড় অটুট হ'য়ে
মহান জলুস বিকিরণ ক'রে
পরিবেশকে আলোকিত ক'রে তুলতে লাগল,
লহমার ঐ অচ্যুত লগ্ন
তোমাকে দেবমানুষ ক'রে তুলল
একটা তড়িৎ-চলন নিয়ে ;—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি
কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" ৩৪২৮।

১০।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

সঙ্কর বা বিরুদ্ধ সংমিশ্রণ-সঞ্জাত
জাতকের জৈব-সংস্থিতি
বিকৃত বিসদৃশ উপকরণেই সংস্থ হ'য়ে থাকে,
ঐকান্তিক একানুধ্যায়ী অনুচর্য্যা-পরায়ণ উপচয়ী অনুবদ্ধতা
তা'র পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার,
তা'র চরিত্রগত লক্ষণই হ'চ্ছে—
সে সব সময়ই পরাভূতি-প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু পরাভূতিকে পরাভূত করবার
কঠোর সঙ্কল্পে সে দাঁড়াতেই পারে না,
যা' দিয়ে তা'র পরাভূতি ঘ'টেছে

তা'র স্বাপক্ষকেই সে স্বার্থ মনে ক'রে
নিজস্ব যা' তা'র জন্য দাঁড়াতেই পারে না,
কৃতঘ্ন মনোবৃত্তির সহজ পূজারী হ'য়ে থাকে সে,
আর, এই রকমটা
তা'র বিদ্যা, বুদ্ধি, অনুচর্য্যা
বান্ধবতা, হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা,
এমন-কি, ইন্দ্রিয়ভোগের ভিতর-দিয়েও
নানারকম নিয়ে অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে ;
কেউ তা'কে ব্যাহত ক'রে ঘাবড়িয়ে দিতে পারলেই
যতক্ষণ সে তা'র শাসনে থাকবে—
শঙ্কিত হ'য়ে উদ্‌গতির চেষ্টা হ'তেই বিমুখ থাকবে,
স্বার্থ ও সত্তাপোষণী প্রীতি-সন্দীপী
তা'র পক্ষে যেই বা যা'
পরাজিত মনোবৃত্তি-আবিষ্ট হ'য়ে
আত্মঘাতী দার্শনিকতার
ফলাও করা পরিবৃতি নিয়ে
তা'কেই নিন্দা ও সমালোচনা ক'রতে
কসুর ক'রবে না। ৩৪২৯।
১০।৭।১৯৫১, দুপুর ১২-৪০

কোন বিষয় বা ব্যাপারে
যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেও
হয়তো বিফলমনোরথ হ'লে,
কিন্তু তা'তে ঘাবড়ে যেও না,
বরং হিসেব-নিকেশ ক'রে দেখ—
তোমাদের প্রচেষ্টার ভিতর
কোথায় কোন্ ত্রুটি ছিল

যা' ঐ বিষয় ব্যাপারকে
আয়ত্ত ক'রতে পারেনি,
আবার, সেই ত্রুটি সংশোধন ক'রে
বিহিতভাবে প্রয়োগ ক'রে
পুনরায় চেষ্টা কর,
সেবারও যদি তোমার চেষ্টা
ফলবতী না হয়—
আবার ভেবে দেখ,
কোথায় কোন্ ত্রুটি আছে,
বিষয় ও ব্যাপারকেও বিহিতভাবে
পর্য্যবেক্ষণ কর,
সুষ্ঠুভাবে তোমার ঐ প্রচেষ্টাকে
বিহিতভাবে সঙ্গত ক'রে
কৃতকার্য্য যা'তে হও তা'ই কর ;
এমনি ক'রেই চল,
অবসাদগ্রস্ত হ'য়ো না,
তা'র ফলে, দেখতে পাবে—
ক্রমান্বয়ে তোমার সন্ধিৎসা
পরিবেক্ষণ ও বোধিবৃত্তি
সময় ও দেশ-কাল-পাত্রের
বিহিত সমন্বয়ী অনুধাবনে
তোমাকে ক্রমশঃই কৃতকার্য্যতায়
অমোঘ ক'রে তুলছে ;
বুঝতে পারবে, কইতে পারবে,
ক'রতে পারবে—
অন্ততঃ তালিম-সঙ্গতি নিয়ে,
যা'র ফলে, নিষ্পাদন তোমার

অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে,
ভেবো না, ঘাবড়ো না, ক'রে যাও। ৩৪৩০।
১০।৭।১৯৫১, রাত ৯-১৫

তুমি যত বড়ই বিহিত পরিশুদ্ধ
কুলসম্ভূত হও না কেন,
তোমার জৈবী-সংহতি যেমনতরই
সমঞ্জসা ও সুসঙ্গত থাকুক না কেন,
তুমি যদি এমন কোন কন্যাকে গ্রহণ কর—
যে বাহ্যতঃ সমান
অথবা অনুলোমক্রমিক বিহিত বিশুদ্ধ-কুলসম্ভূতা,
অথচ তা'র কুলসংস্কৃতি ও প্রকৃতি
যদি তোমার কুলসংস্কৃতি ও প্রকৃতির
অনুপোষক না হয়,
এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সে যদি
অসঙ্গত জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্না
বা অবৈধ বিবাহ-উৎসৃষ্ট হবার দরুন
ক্ষীণমস্তিষ্ক, অবৈধ-যৌনবৃত্তি-পরবশ,
মদ্যপ, অপস্মারী, ছন্ন, উন্মাদ বা দুষ্কর্ম্মা হয়,
তা'র ফল কিন্তু সাংঘাতিক হ'য়ে
পর্য্যায়ক্রমে চ'লবে,
তা'তে ক্ষীণমস্তিষ্ক, শ্লথচিত্ত,
অবৈধ-যৌনবৃত্তি-পরবশ, মদ্যপ, অপস্মারী, ছন্ন,
উন্মাদ, দুষ্কর্ম্মা, অবৈধ সন্ততির
জনয়িতাই হ'য়ে উঠবে,
অমনতর যৌন-সংশ্রবের দরুন
তুমি তো নষ্ট পাবেই,

তোমার কুলবিশুদ্ধিও
ওখানেই খতম হয়ে যাবে,
কারণ, তোমার জৈবী-সংহিত সংস্থিতি
যে-স্ত্রীকে অবলম্বন ক'রে
সন্তানে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
তা'র প্রকৃতিগত ভালমন্দ যা'-কিছুও
ঐ সন্তানে প্রকটিত হবে,
এর ফলে, তোমার পরিবার,
তোমার সম্প্রদায়,
তোমার সমাজ ও রাষ্ট্র
ক্রম-সংক্রমণে আক্রান্ত হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তিপরবশতায় শুধু নিজের ক্ষতি ক'রেই
থেমে যাবে না,
এ-ক্ষতি গজিয়েই চ'লবে ক্রমশঃ,
এবং তা'তে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কালে-কালে
অনেকেই ;
কুৎসিত আচার
বা অন্তঃক্ষেপিত প্রতিলোম-সংশ্রবের ফলে
ধারাবাহিকতায় এমনতরই হ'য়ে চলে সাধারণতঃ,
বুঝে সাবধান হও। ৩৪৩১ ।
১১।৭।১৯৫১, রাত ৮টা

ঈশ্বর বা তাঁ'র অনুগ্রহ-অনুপ্রেরিত দেবতাকে উপেক্ষা ক'রে
যা'রা মন্দিরকেই ভজনা করে—
ঐ মন্দিরকেই উপলক্ষ্য করে,
ঐ জড় মন্দির তা'দিগকে
জড়ত্ব বা মূঢ়ত্বেই সমাসীন ক'রে তোলে। ৩৪৩২ ।
১১।৭।১৯৫১, রাত ৯-৪০

সকলেরই বিশেষতঃ মেয়েদের
কখনও নেশা-ভাঙ্গ, অখাদ্য, কুখাদ্য,
যথা পেঁয়াজ-রসুন, মাংসাদি গ্রহণে
অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়,
এবং অনাচার, কদাচার,
ব্যসন ও কুক্রিয়াসক্তি
সযত্নে পরিহার করা উচিত,
তা' ছাড়া, শ্রেয় বা স্বামী-অনুবর্ত্তী হ'য়ে
পরিবার-পারিপার্শ্বিকের ইষ্টানুগ সেবা
ও শ্রদ্ধানুচর্য্যায় ব্রত-পাল-পার্ব্বণে ব্যাপৃত থাকা কর্ত্তব্য ;
এটা শরীর-মনের পক্ষে জীবনীয়,
পরিবারের পক্ষে উপাদেয়,
এবং সুজনন-ব্যাপারে হিতকর হ'য়ে থাকে। ৩৪৩৩।

১১।৭।১৯৫১, রাত ৯-৩০

শ্রেয়জন বুঝিয়ে ধমক দিলে
যা'রা অবনত হ'য়ে ওঠে,
ও বুঝটাকে আঁকড়ে নিয়ে চ'লতে থাকে,
তা' সুষ্ঠু সম্ভূতিরই লক্ষণ,
আর, প্রতিবাদে আপনার দুষ্ট-বুদ্ধিকে
চাপা দিয়ে রাখতে চায় যা'রা
তা'রা কিন্তু উল্টোই। ৩৪৩৪।

১২।৭।১৯৫১, দুপুর ১২-১০

ধর্ম্মের তাৎপর্য্যকে ব্যাহত ক'রে
যা'রা অপলাপী ধর্ম্মকে পরিবেষণ করে,—

তা'রা উদ্ধাতার বাণী বহন করে না,
বরং শাতনেরই সংহার-বাণী
পরিবেষণ ক'রে থাকে ;
ধর্ম্মের অপব্যাখ্যায় অভিভূত হ'য়ে
অনুধ্যায়ী সন্ধিৎসার সহিত
ধর্ম্ম-তাৎপর্য্যকে উদ্ঘাটন না ক'রেই
যা'রা ঐ ধর্ম্ম-বনামী শাতন-সংশ্রয়ই
অবলম্বন ক'রে চলে—
নষ্ট পায় তা'রাও ;
আবার, ধর্ম্মের প্রাজ্ঞবাদী হ'য়ে
তা'র অনুসৃত চলনে যা'রা চলে না,
তা'রা নিজে তো প্রবঞ্চিত হয়ই,
জনগণকেও ব্যতিক্রমে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
প্রবঞ্চনায় পর্য্যুদস্ত ক'রে তোলে ;
ধর্ম্মকে অবলম্বন কর,
শ্রেয়ার্থপরায়ণ হও,
জীবনের যা'-কিছু ব্যাপারকে
সাম্বয়ী সঙ্গতি-সহকারে
তদর্থে সার্থক ক'রে তোল—
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী তৎপরতা নিয়ে,
চলও তেমনি,
স্বর্গের অবদান
তোমাদের সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তুলবে। ৩৪৩৫ ।
১৩।৭।১৯৫১, সকাল ৮-২৫

ইষ্টার্থনিবদ্ধ না হ'য়ে
গণসেবার ভিতর-দিয়ে

যদি ধর্ম্মকে প্রতিপালন ক'রতে চাও,
আর, তা' ইষ্টার্থে সার্থক ক'রে না তোল,
ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠ না হ'য়ে ওঠে তা',—
বিধ্বস্তির ছন্নছাড়া বিক্ষুব্ধ বিকারেই
তুমি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে প'ড়বে,
তা'র খেই আর খুঁজে পাবে না কোথাও,
দোধুক্ষিত দোলায় নিজেকে
বিসর্জ্জন দিতে হবে তোমাকে,
তুমি নির্ম্মল চরিত্রবান হ'তে পার
কিন্তু একানুধ্যায়ী না হবার দরুন
তোমার প্রবৃত্তিগুলি বিন্যস্ত হ'য়ে উঠবে না—
সাম্বয়ী সার্থকতায়,
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী সমন্বয়ী বিজ্ঞতাও
অর্জ্জন ক'রতে পারবে না,
সত্তাসংহিত ব্যক্তিত্ব প্রবৃত্তি-বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
বিপর্য্যয়েই আত্মবিসর্জ্জন ক'রবে ;
ভালও যদি বিকেন্দ্রিক, ভ্রান্তিদুষ্ট হয়—
তা'র পতনও হয় তেমনি ঝিকমিকে,
মন্দ হ'লে তো কথাই নাই—
তা'র ফল হয় ঘৃণ্য। ৩৪৩৬।
১৩।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

ধর্ম্মপরিচর্য্যায় কোন আজগবিত্বের
আমদানী নেই,
বা ধাপ্পাবাজীরও স্থান নেইকো,
আছে সুসঙ্গত সলীল উৎক্রমণী অভিযান,
বোঝ, কর, হও, পাও ;

যা' বুঝি না, কিন্তু হয়—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
কী ক'রে হয় তা' জানি না। ৩৪৩৭।
১৩।৭।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

বিধায়ক যাঁ'রা তাঁ'রা বহুকাল পরে-পরে আসেন,
কিন্তু মাঝে-মাঝে পাবক-পুরুষ আসেন,
বিধানের যে-অংশ বা যা'
গণজীবনে বিকৃত ধারণায় গ্লানিমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,—
সেইদিকেই বিশেষভাবে ঝোঁক দিয়ে থাকেন তাঁ'রা,
ঐ পাবক-পুরুষরা কিন্তু ঐ বিধায়ক পুরুষোত্তমে
অচ্যুত অনন্যশ্রদ্ধ অনুবর্ত্তিতাসম্পন্ন
স্বভাবতঃই হ'য়ে থাকেন,
এবং তাঁ'দের প্রদত্ত বিধানের সাথে
অসঙ্গতি কখনই হয় না তাঁ'দের,
পরবর্ত্তী বিধায়কের আবির্ভাব যখন হয়,—
তাঁ'র বিধান ও ঐ পূর্ব্বতনের বিধানের মধ্যে
অসঙ্গতি থাকে না,
বরং পূর্ব্বতনের বিধান পরবর্ত্তী দ্বারা
আপূরিতই হয়;
পাবক-পুরুষ বা বিধায়কের অভিব্যক্তি নিয়ে
যদি কেউ আসেন,—
তাঁ'দের কর্ম্ম ও বাণী
যদি প্রাচীন বিধান ও পূর্ব্বতন বিধায়কের
সত্তাপোষণী আপূরক না হ'য়ে
অসঙ্গত হয়,
বা ব্যতিক্রমী হয়,

তা' শাতনেরই বহুরূপী আবির্ভাব মাত্র,
তা'র অনুসরণ বা অনুবর্ত্তন
দুনিয়াকে জাহান্নমের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। ৩৪৩৮।
১৩।৭।১৯৫১, সকাল ১০টা

জীবন-সংশয়ী বুভুক্ষাপীড়িত যা'রা—
কিংবা কোনপ্রকার পোষণ-বঞ্চিত
দোধুক্ষিতজীবন যা'রা,
তোমার সাধ্যমত সানুকম্পী অনুচর্য্যায়
বিহিত প্রয়োজনের আপূরণ ক'রে
তা'দের জীবনরক্ষা যদি না কর,
তা'দের ঐ অন্তরস্থ স্বর্গীয় সাত্ত্বিক সংস্থিতি হ'তে
যে-অভিশাপ ক্ষরিত হ'য়ে আসবে—
সে-অভিশাপে তুমি তো বিদগ্ধ হ'য়ে উঠবেই,
তা' ছাড়া, অনেককেই
তা'র হাঁপে জর্জ্জরিত হ'তে হবে;
এমন-কি, তা'রা যদি তোমার সংগ্রহ হ'তে
বলপূর্ব্বক কিছু গ্রহণ ক'রেও আত্মরক্ষা করে—
ঈশ্বর বরং তা' মার্জ্জনা ক'রবেন,
কিন্তু ঈশ্বরের বিধি তোমাকে মার্জ্জনা ক'রবে না। ৩৪৩৯।
১৩।৭।১৯৫১, সকাল ১০-৩৫

সত্তাহিতী যা'—
সত্তাপোষণী যা'—
ধর্ম্ম তা'কেই বলে,
কারণ, তা' সত্তাকে ধ'রে রাখে,
আবার, এই সত্তাকে সার্থক অন্বয়ে

পরমে অর্থান্বিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে পরমার্থ,
সন্ধিৎসা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য,
কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্র
এমন-কি, দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
আনুষ্ঠানিক সক্রিয়তায়
সত্তাকে, অস্তিত্বকে বা ব্যক্তিত্বকে
অভ্যুদয়ে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
এর তাৎপর্য্য ;
সুকেন্দ্রিক সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
এই সত্তানুভূতির বাস্তব সঙ্গতিতে
সাম্বয়ী সমঞ্জসা যে জীবন-অভিযান
অমৃত পন্থায়,
তাই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ ;
বিহিত করার ভিতর-দিয়ে
স্বভাবকে সম্বৃদ্ধ ক'রে যে-হওয়া
সেই হওয়াটাই হ'চ্ছে প্রাপ্তি ;
আর, সব-কিছুরই সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
অন্বয়ী অনুভূতির উচ্ছলনে
ভূমায় বিস্তার লাভ ক'রে
প্রতিটি ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্য নিয়ে
সমষ্টির ভিতরে যে আত্মপ্রকাশ,
যা'র ফলে, ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি
ব্যষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্য সহ সুসঙ্গত হ'য়ে
আরোর উদ্ভিন্ন চলনে চ'লে
সীমাহারা সসত্ত্ব প্রজ্ঞাপুরুষোত্তমকে স্পর্শ ক'রে
সার্থক সঙ্গতি-তাৎপর্য্যকে

প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সহিত একসূত্রসঙ্গত ক'রে তোলে—
যে অনুধ্যায়ী তপশ্চর্য্যায়,
তা'ই কিন্তু পরমার্থলাভ;
এর ভিতর কোন প্রবঞ্চক আজগবিত্বের স্থান নেই,
ক'রবেও যেমন, হবেও তেমনি,
আর, প্রাপ্তিও হ'য়ে উঠবে তা'ই—
যে-বাদই হো'ক না তোমার। ৩৪৪০।
১৩।৭।১৯৫১, রাত ৯-২০

যা'কে যেমন মানবে
তা'কে তেমন জানবে। ৩৪৪১।
১৪।৭।১৯৫১, সকাল ৬-৫০

যেমন মানবে তুমি, জানবেও তুমি তেমনি,
যে-মুহূর্ত্তে তোমার অস্তিত্বকে তুমি স্বীকার ক'রেছ—
অচ্ছেদ্য আপনার ব'লে অনুভব ক'রছ—
তখন থেকেই ক্রমানুভূতির পরিক্রমায়
প্রত্যেকটি ব্যষ্টির উদ্গতিকেই
স্বতঃই স্বীকার ক'রে চ'লেছ—
নানা ছন্দে, নানা বন্ধে, নানা অভিব্যক্তিতে,
ব্যষ্টিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবে;
আর, এটা স্বীকার ক'রতে তুমি বাধ্য—
তোমার অস্তিত্বের চেতন-অভিদীপ্তির
পরিপোষণার খাতিরে,
আর, তা' না হ'লে তুমি যে চেতন
তা'ই তুমি বুঝতে পারতে কিনা সন্দেহ,
আর, এই পরিবেশ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে

যখন যেমনতর ক'রে
তোমাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রছে—
তুমি বোধও ক'রছ তেমনি,—
তা' এককভাবে
অনেকের সঙ্গতি-সহ বিশেষ অভিব্যক্তিতে;
আচ্ছা! এ বোধগুলি যদি তোমার ভিতরে
তুলনামূলক বৈপরীত্য না সৃষ্টি ক'রত—
তাহ'লে তুমি তা'তেই তদ্‌-রূপায়িত হ'য়ে উঠতে,
তাহ'লে ঐ বোধ
তোমার বিশেষ বাহ্যিক অভিব্যক্তিকেও
তেমনি ক'রে তুলত,
ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত
তুলনামূলক বৈষম্য-সহ অনুভূতি
বোধে রূপায়িত হ'য়ে
তোমার বিশেষত্বকে রক্ষা ক'রতে পারত না,
তুমি লুট হ'য়ে যেতে দুনিয়ায়,
এই লুটের হাত থেকে বাঁচতে গিয়েই
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী আকৃতি
ও আহরণের উদ্ভব হ'য়ে উঠেছে—
তা' যেমন তোমাতে,
তেমনি দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকটিতে
ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে;
তাহ'লে ভরদুনিয়ার মাঝে
প্রত্যেকটি বিশেষের মত
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সত্তা ও অহং নিয়ে
তোমাকে একটা বিশেষ কেন্দ্রগত হ'তে হ'য়েছে,
আর, অস্তিত্বে দাঁড়িয়ে বিবর্ত্তিত হ'তে হ'লেই

তোমার অস্তিত্বের সৌরতসন্দীপনা দিয়ে
সেই কেন্দ্রকে আঁকড়ে ধ'রে
তা'র অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
ভরদুনিয়ার সংহত তাৎপর্য্যে উপনীত হ'তে হবে,
ঐ কেন্দ্রই হ'চ্ছে
তোমার বিবর্ত্তন-সংক্রমণী কেন্দ্র—
সত্তা-সংস্থিতির ভূমি ;
আর, যেই ঐ তাৎপর্য্যগুলি নিয়ে
সার্থক অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
যতই তদর্থপরায়ণ হ'য়ে উঠবে তুমি,
তোমার ব্যক্তিত্বও অবিভাজ্য জমাট হ'য়ে উঠবে তত—
তদনুপ্রেরণী উদ্বোধনায়
সক্রিয় পদবিক্ষেপে,
তুমি লুট হ'য়ে যাবে কমই,
বরং বজায়ই থাকবে মোটের উপর ;
আর, সারা প্রকৃতির ভিতর এই-ই দেখছ,
তুমিও তা'ই,
সলীল কেন্দ্রায়িত সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে
তুমিও উৎসৃষ্ট হ'য়েছ—
ঐ মানামানির ভিত্তিতেই,
জীবনের এই সংক্রমণী আকুতি যদি না থাকত,—
তুমি কবে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে ফতুর হ'য়ে যেতে,
সত্তাসংহত অস্তিত্বকে হারাতে,
নিজেকে কেন্দ্র-সংস্থ ক'রে
দুনিয়াকে জেনে-বুঝে

তদনুপাতিক চ'লে বিবর্ত্তনী অনুক্রমা
তোমার কাছে একটা অশ্বডিম্ব হ'য়ে থাকত ;
তাহ'লেই দেখ—
তোমাকে বাঁচতে হ'লে, বাড়তে হ'লে
বিবর্ত্তনের পরিক্রমায় চলতে হ'লে
এমনতর একটা জীবনকেন্দ্র চাই-ই,
যা'তে আলম্বিত হ'য়ে
তা'র ভিতর-দিয়ে
তুমি আরোতে ক্রমান্বয়ী হ'য়ে চ'লতে পার ;
তাহ'লেই তুমি কা'কেও মানবে না,
কাউকে তোমার কেন্দ্র ক'রে রাখবে না,
অথচ পূর্ণত্বে বিবর্ত্তিত হবে—
এ একটা পাগলামী ছাড়া কিছুই নয়কো ;
তাই, শ্রেয়ার্থপরায়ণ যা'রা নয়কো—
চলতি কথায় তা'দিগকে হতচ্ছাড়া বলা যেতে পারে,
কেন না, ব্যতিক্রমী বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে
তা'দের সাত্ত্বিক সংহত অনুক্রমণ,
পূর্ণত্বে যেতে হ'লেই
তোমার চাইতে পূর্ণতরে পদক্ষেপ ক'রতে হবে,
আর, ঐ পূর্ণতরের ভিতর-দিয়েই
পূর্ণতমকে স্পর্শ ক'রতে পারবে,
আর, এই হ'চ্ছে প্রাকৃতিক বিধি ;

তাই, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :—
"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি"। ৩৪৪২।

১৪।৭।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

জীবন যত উদ্‌গতিশীল হ'য়ে উঠতে লাগল—
সৌরত-সন্দীপনাও তেমনি
বোধায়িত হ'য়ে উঠতে থাকল,
আবার, এই সৌরতসন্দীপনা
শ্রদ্ধাপ্রীতিতে উদ্গতিলাভ ক'রল,
আর, এই শ্রদ্ধাপ্রীতি সত্তাকে বিবর্ত্তিত ক'রে
আরোতরে প্রয়াসশীল হ'তে লাগল,
আর, যা'-কিছু বৈষম্যকেও সবৈশিষ্ট্যে বিন্যাস ক'রে
বোধসঙ্গতিতে আপ্তীকৃত ক'রে নিতে লাগল,
আর, তা'র থেকেই থাকবার প্রয়াস হ'ল,
এবং চিরকাল থাকবার বা বাঁচবার
ফন্দী-ফিকিরও জাগ্রত হ'তে লাগল,
আর, এই আকুতি বা ইচ্ছা
অমৃতসন্ধানী হ'য়ে উঠল,
এই আত্মসংরক্ষণী সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
জীবন বিবর্ত্তনে আরো হ'তে আরোতে
হাত বাড়াতে লাগল তখন থেকেই;
বোধায়িত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
নিজেকে ভূমায় বিস্তারশীল ক'রে তুলতে
অদম্য প্রলোভন নিয়ে চ'লতে লাগল সে
তখন থেকেই—
বাধাবিপত্তিকে নিরোধ ক'রে
বিন্যাস ক'রে
ব্যাহত ক'রে
ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে;
তাই, সে এই বিবর্ত্তনী আত্মসংস্থিতির জন্য
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে

নিজেকে বজায় রেখে
আরো হ'তে আরোতরে
জাগরূক স্মৃতিবাহী চেতনায় অটুট থেকে
বিবৃদ্ধ হওয়ার অদম্য উৎসাহকে
এড়িয়ে থাকতে চাইল না,
আর, এই হ'চ্ছে জীবনের তাৎপর্য্য। ৩৪৪৩।
১৪।৭।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

একটা বাস্তব বোধের উপর দাঁড়িয়ে
অন্য-কিছুকে পরিমাপ করাই হ'চ্ছে অনুমান। ৩৪৪৪।
১৪।৭।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত,
যা'তে তুমি অন্তরাসী,
যা'র তুষ্টি ও তৃপ্তি তোমার কাম্য, করণীয় ও আনন্দের,
যা'র জন্য উপচয়ী আত্মত্যাগ ও ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর,
যা'র স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনায় তুমি দায়িত্বশীল,
এবং তা' সম্পাদন না ক'রলে তোমার কষ্ট হয়,—
সেখানেই তোমার দাবী স্বতঃস্রোতা। ৩৪৪৫।
১৪।৭।১৯৫১, রাত ১০-২০

যা'দের স্বার্থকেন্দ্র একই বা একজনই
এবং যা'রা প্রত্যেকেই তা'রই অনুপূরক ও অনুপোষক,
সেইজন্য তা'রা পরস্পর পরস্পরেরই
সহযোগী ও স্বার্থ স্বতঃই,
কারণ, ব্যষ্টিগতভাবে ঐ কেন্দ্রস্বার্থী প্রত্যেকেই,

ঐ স্বার্থে ঐকান্তিকভাবে যা'রাই স্বার্থান্বিত,—
স্বভাবতঃই তা'রা পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক,
অতএব তা'দের প্রত্যেকের সহিত
প্রত্যেকের হৃদ্যতা সহজ ও অচ্ছেদ্য ;
এমনতর স্থলেও যেখানে দ্রোহভাব
আত্মম্ভরী অভিশাপ নিয়ে মাথা তোলা দিয়ে থাকে,
বুঝে নিও—তা'রা ঐ কেন্দ্রস্বার্থে স্বার্থান্বিত
বাস্তবভাবে নয়কো,
বরং অন্যপ্রকার,
যা'র ফলে, স্বার্থ ও সহৃদয়তায়
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
অনুপূরক হ'য়ে উঠতে পারে না,
বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে বিবেচনা ক'রে দেখো
এবং তদনুপাতিক চলনেই চ'লো। ৩৪৪৬।
১৪।৭।১৯৫১, রাত ১১-১৫

ধর্ম্মে কোনপ্রকার অলস, অজ্ঞ অস্বাভাবিকতা
বা আজগবিত্বের স্থান নেইকো,
আছে পূরয়মাণ একানুধ্যায়ী
আত্মনিয়ন্ত্রণী তপশ্চর্য্যার সহিত
সন্ধিৎসাপ্রবণ বুদ্ধিমত্তার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় আত্মপ্রকাশ—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মসন্দীপনার
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে,
সত্তাপোষণবর্দ্ধনী বিবর্ত্তনের বাস্তব অনুক্রমায়
দক্ষ ও ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ;

যেখানে এর অভাব
তা' ধর্ম্মদ নয়কো। ৩৪৪৭।
১৫।৭।১৯৫১, রাত ৭-১০

যদি ধর্ম্মকে প্রতিপালন ক'রতে চাও,
পূরয়মাণ শ্রেয়-নিবদ্ধ হও,
ঐ শ্রেয়ার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
আর, জীবনের প্রতিটি কর্ম্মে
ঐ শ্রেয়ার্থ-স্বার্থকেই উপচয়ী ক'রে তোল—
যোগ্যতার প্রবর্দ্ধনী পরিপ্রেক্ষায়
সুসঙ্গত, সক্রিয় নিষ্পন্নতায়,
ওকেই বলে দ্বিজাচার,
আর, ওই-ই তোমার নব জন্ম। ৩৪৪৮।
১৫।৭।১৯৫১, রাত ৯-৪৫

যে-মেয়ের বিবাহের কথা উত্থাপন করা হ'য়েছে,
বিশেষতঃ বয়স্কা মেয়েকে
বিভিন্ন পাত্র স্বয়ং এসে
বারে-বারে দেখা এবং পরীক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপার
খুব সুষ্ঠু নয়কো,
কারণ, ঐ মেয়ের কোন পুরুষের প্রতি
আকর্ষণ সৃষ্টি হ'লে,
যদি ঐ পুরুষের সাথে বিবাহ না হ'য়ে
অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ হয়,
সেই স্মৃতি তা'র স্বামীর প্রতি সলীল টানকে
ব্যাহতই ক'রে থাকে,
এমন-কি, স্বামীর প্রতি বিরাগ ও বিতৃষ্ণাও

স্বষ্টি ক'রতে পারে,
আর, ঐ চিন্তা ও কথা
মেয়েরা অবদমিত ক'রতে বাধ্য হয়,
ফলে, সেটা ক্রমশঃই
মন বা মস্তিষ্কের অবচেতন ভূমিতেই স্থান লাভ করে,
তা' হ'তেই একটা বিকৃত চলনের স্বষ্টি হয়,
আর, সন্তান-সন্ততির প্রকৃতির ভিতরও
সেটা অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চলে,
ফলে, বোধ ও প্রকৃতির অসঙ্গতি স্বষ্টি হ'য়ে থাকে,
শরীর, মন ও বোধের সঙ্গতির
ব্যতিক্রমই হয় তাতে,
সেজন্য সন্তান-সন্ততির উপচয়ী চলনও
অনেকখানি ব্যাহতি লাভ করে;
তাই, পাত্র নিজে মেয়ে না দেখে
তা'র শ্রেয় বা গুরুজনের দ্বারা মেয়ে দেখানো
স্বষ্ঠু ব'লে মনে হয়,
ঐ হিসাবে প্রণয়প্রার্থী প্রথাও দূষণীয়। ৩৪৪৯।

১৫।৭।১৯৫১, রাত ১০-২০

যিনি অমিত্র যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
শুভ-সঙ্গত পরিণয়নে
মৈত্রী যা'-কিছুকে পরিবেষণ করেন,
তিনিই মৈত্রেয়। ৩৪৫০।

১৬।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বিজ্ঞানই বেদ,
আর, বেদ মানেই বিহিত জ্ঞান বা প্রমাজ্ঞান। ৩৪৫১।

১৬।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৫২

যা'কে অবলম্বন ক'রে
বা যা'তে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
আত্মিক-শক্তি প্রকট হ'য়েছে—
তা'কে বাদ দিয়ে যে-আধ্যাত্মিকতা,
তা' কিন্তু ক্লীব,
আর, সঙ্গত সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
বোধিবিজ্ঞতায় সার্থক
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বেদ-বিজ্ঞানের খর-দৃষ্টিতে—
যা'তে দাঁড়িয়ে আত্মিক-শক্তি প্রকট হ'য়েছে,
তা'র উপচয়ী উৎকর্ষী যে-চলন,
আধ্যাত্মিকতা সেখানেই সার্থক হ'য়ে উঠে থাকে
একানুধ্যায়ী আপূরণ-তৎপর্য্যে। ৩৪৫২।
১৬|৭|১৯৫১, রাত ৮-১৫

একান্ত ইষ্টার্থপরায়ণতার সহিত
তপঃপ্রাণতা নিয়ে
সক্রিয় সুনিষ্ঠ আবেগে যতই চ'লতে থাকবে,—
তোমার ঐ অধ্যাত্মক্ষুধাই
বিবেচক পর্য্যবেক্ষণে
তা'র অনুপোষক ক'রে
খাদ্যাখাদ্য, চালচলন-নিয়মনে
তোমাকে উৎকর্ষী অভিগমনে সাহায্য ক'রবে,
তোমার প্রবৃত্তিও হ'য়ে উঠবে তদনুপাতিক ;
এটাও একটা লক্ষণ
যে, তোমার জীবন উদ্‌গতি-অনুচর্য্যী হ'য়ে চ'লেছে। ৩৪৫৩।
১৬|৭|১৯৫১, রাত ৮-৪০

১। ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
তা' সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে,
ঐ স্বার্থকেই তোমার নিজের স্বার্থ ক'রে নাও,
মনে রেখো, ঐ স্বার্থ যেন ব্যাহত না হয়—
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের দ্বারা
বা পরিস্থিতির অপনিয়ন্ত্রণে।

২। মানুষকে বুঝে চ'লতে চেষ্টা ক'রো,
যে যা' পছন্দ করে, তা' যদি বৈধী হয়—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
নিখুঁতভাবে তা' নিষ্পন্ন ক'রো—যথাসম্ভব,
তোমার চলনা যেন বোধবীক্ষণী হয়—
সতর্ক ক্ষিপ্র কুশল তৎপরতা নিয়ে,
নজর রেখো, কা'রো বৈশিষ্ট্য যেন ব্যাহত না হয়
তোমার দ্বারা।

৩। কেউ যদি তোমাকে
অন্যায্যভাবে দোষারোপ করে,
বিনীতভাবে তা' সহ্য ক'রো,
কৈফিয়ত চাইলে সম্ভ্রমাত্মক বিনয়ের সহিত
তা'র উত্তর দিও।

৪। নিজেকে সব সময়ই
সক্রিয় অনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে রেখো
বিহিত সদাচারে।

৫। একজনের নিন্দা বা কুৎসা
অন্যের কাছে ব'লতে যেও না—
অপরিহার্য্য ব্যাপার ছাড়া,
বরং ভালই ব'লো,

গুণ গাইতে গিয়ে 'কিন্তু' দিয়ে
দোষ উল্লেখ ক'রো না।

৬। তোমার করণীয় যা', তা' তো ক'রেই যাবে,
অন্যের করণীয় যা'
তা'তেও যতখানি সাহায্য ক'রতে পার, ক'রো,
কিন্তু কাড়াকাড়ি বা দ্রোহ সৃষ্টি ক'রতে যেও না।

৭। মনে রেখো, 'সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্',
তাই, সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা ক'রো সব সময়।

৮। ইষ্টানুগ সত্তাপোষণী অদ্রোহব্যঞ্জক
সদুপদেশ যেই দিক না কেন,
স্মিত অন্তঃকরণে তা' গ্রহণ ক'রো,
এবং বিবেচনাপূর্ব্বক পরিপালনে যত্ন নিও—
তিলমাত্র বিরক্ত না হ'য়ে।

৯। তোমার অভ্যাসকে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর
যা'তে একটুও ত্রুটি না হয় এতে,
সুখী হবে এবং সুখী ক'রতে পারবে অনেককে। ৩৪৫৪।

১৭।৭।১৯৫১, বেলা ১১টা

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি
এমনই সত্তাঘাতী হ'য়ে ওঠে,
অধর্ম্মই ধর্ম্ম ও সভ্যতা বলে পরিগণিত হ'য়ে থাকে,—
সৎ সাধু প্রাজ্ঞ যাঁ'রা
প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী দুষ্কৃতদের দ্বারা
অবলাঞ্ছিত হ'তে থাকেন,—
প্রবৃত্তিপ্ররোচী স্বার্থসন্ধিক্ষুতাই
যখন বরণীয়, আদরণীয় হ'য়ে ওঠে,—
বিপর্য্যয় কালাগ্নি জ্বেলে

সব দিক্ দিয়ে সর্ব্বতোভাবে
সত্তাবিধ্বংসী পরাক্রমে
দাউ-দহনের সৃষ্টি ক'রে চ'লতে থাকে,—
মানুষের উদগ্র বাঁচার আকুতি
পথহারা, চঞ্চল, বিকম্পিত বোধদীপ্তি নিয়ে
প্রকাশ্যতঃই হো'ক আর অপ্রকাশ্যেই হো'ক
আকুল অন্তঃকরণে ডাকতে থাকে—
'কে আছ বাঁচাও,'—
জীবনের এমনতর বিব্রত আকুল আহ্বানই
সেই গুরু-পুরুষোত্তমের আগম-আহ্বান ;
দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে উপযুক্ত স্থানে
অর্থাৎ যে-দেশে, যে-জাতিতে, যে-পরিবারেই হো'ক
তাঁ'র প্রকট-উপযোগী জৈবী-সংস্থিতি
যেখানেই সংস্থান পেয়ে থাকে
আবির্ভাব হন তিনি সেখানেই,
ঐ সত্তাবিদ্রোহী বিলোল বিকম্পিত
আত্মঘাতী জীবন-চলনার সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
তিনি ক্রমশঃই পরিস্ফুট হ'তে থাকেন
বৈশিষ্ট্যপালী সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে,
বিস্ফারিত দূরদৃষ্টির আত্মনিয়ন্ত্রণী
বোধিশয্যায় শায়িত তিনি,
সক্রিয় কল্পনার অনুস্মৃতি নিয়ে
করণীয়, চলনীয়, বরণীয় যা'
সত্তার বিবর্ত্তনী যা'
বোধায়িত বিবৃতির ভিতর-দিয়ে
পর্য্যায়ী পরিক্রমায়
তিনি সম্বৃদ্ধ হ'তে থাকেন তা'তেই—

তাঁর ক্রমবর্দ্ধনী সঙ্গতির সহজ সম্পদ নিয়ে ;
এই তিনিই মানুষের প্রিয়পরম গুরুপুরুষোত্তম,
সত্তাপোষণ-বর্দ্ধক,
স্বতঃ-সদ্গুরু,
স্বভাব-ইষ্ট,
তিনি বিশ্বগুরু তো বটেই,
তা' ছাড়া, একাধারে গুরু, পুরোহিত,
ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজকও তিনি ;
আর, তাঁ'রই অনুকম্পা-আকৃষ্ট হ'য়ে
যাঁ'রা বেষ্টনী ও পরিবেশ সৃষ্টি করেন—,
তৎকর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে
উদ্‌বেদনী উৎসর্গে
জীবনকে তাঁ'তেই আহুতি দিয়ে
সার্থক বিবেচনা করেন,—
তাঁদিগকে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যে যেমনতর
তদনুপাতিক অভিজ্ঞানে অভিহিত ক'রে
তদনুপাতিক কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে থাকেন ;
কেউ হন ঋত্বিক্,
কেউ হন পুরোহিত,
কেউ হন অধ্বর্য্যু,
কেউ হন যাজক,
কেউ হন নেতা ও গণগুরু ;
যাঁ'রা ঋত্বিক্,
তাঁ'রই বোধিনিদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে
তঁদনুচর্য্যায় লোকপালী লোকের অগ্রদূত হ'য়ে,
তাঁ'রা নিজের আচরণ-অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে

গণসত্তাকে সুপুষ্ট ও বিবর্দ্ধনপরায়ণ ক'রে তোলেন ;
যাঁ'রা পুরোহিত,
তাঁ'রা প্রতি পরিবারের শুভ-সম্বর্দ্ধনার জন্য
যা' যা' করণীয়
তৎকর্ম্মেই আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন ;
যিনি অধ্বর্য্যু,
তিনি ঐ সত্তাপোষণী পন্থাকে
মানুষের বোধে ফুটন্ত ক'রে তুলে
তা'তেই মানুষকে যোজনা ক'রে দিয়ে থাকেন ;
যাজক যাঁ'রা,
তাঁ'রা নিজের আচার, বাক্য, ব্যবহার
ও স্বতঃ-সদনুবর্ত্তী দীপন বাকে
মানুষকে ঐ সত্তাপোষণী অমৃত পন্থায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন ;
নেতা ও গণগুরু তাঁ'রাই
যাঁ'রা তাঁ'কে পরিবেষণ ক'রে
সংহত ক'রে তোলেন গণসমাজকে
অসৎনিরোধী সত্তাসম্বর্দ্ধনী নিয়মনে ;
এঁ'রা প্রত্যেকেই মহান,
এঁ'রা ঐ গুরুপুরুষোত্তমেরই পার্শ্বদ ;
যত প্রবীণ বা হীনই হউন না কেউ
যাঁ'রা স্বার্থত্যাগ-অভিনন্দনার ভিতর-দিয়ে
তঁদর্থী হ'য়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
ঐ গুরুপুরুষোত্তমকে অভিনন্দিত ক'রে
তাঁ'তেই আত্মনিয়োগ ক'রেছেন,—
তাঁ'রা দেবপুরুষ তা'তে আর সন্দেহ কী ? । ৩৪৫৫ ।

১৭।৭।১৯৫১, রাত ৮-৩০

ব্রহ্মের স্বরূপ কী ?—
সৎ-বোধি তাঁ'র দেহ,
চিৎপ্রজ্ঞা তাঁ'র জীবন,
প্রীতি তাঁ'র প্রকৃতি,
বর্দ্ধনই তাঁ'র চলন,
তিনিই ঈশ্বর—উত্তম-প্রতিষ্ঠ,
সদসৎ-অতীত ;
এই ব্রহ্ম যাঁ'র সত্তাসংহিত—
তিনিই ব্রাহ্মণ,
আর, তিনিই প্রকট ব্রহ্ম। ৩৪৫৬।
১৮।৭।১৯৫১, বেলা ১১টা

তুমি পুরোধ্যাসীই হও,
রাষ্ট্রনায়কই হও,
রাষ্ট্রপালই হও
বা রাষ্ট্রনাগরিকই হও,
রাষ্ট্রসত্তাসম্পদকে এতটুকুও ব্যাহত হ'তে দিও না—
তা' ধর্ম্মেই হো'ক,
কৃষ্টিতেই হো'ক,
কৃষি-শিল্প-সম্পদেই হো'ক,
অর্থনীতির দিক দিয়েই হো'ক
বা রাজ্যের দিক দিয়েই হো'ক,
যদি ঐ ব্যাহতি বা ব্যতিক্রমকে
একবার প্রশ্রয় দাও—
তোমাকে সঙ্কুচিত হ'তেই হবে,
সত্তা-সম্পদ-সম্প্রসারণ
দুরূহ হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে,

গণসমূহ অশেষ নির্য্যাতনে
নির্য্যাতিত হ'তে বাধ্য হবে,
মনে রেখো,
ঐ রাষ্ট্রসত্তাসম্পদই তোমার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র,
আবার, এই সত্তাসম্পদকে পোষণপ্রবুদ্ধ না ক'রে
ব্যাহত করে যা'—
তা'ই কিন্তু মিথ্যা, অসদাচার ;
যতই লোকপূজ্য বা দেশপূজ্য হও না কেন,
ওর ব্যাহতি ও ব্যতিক্রম
তোমার প্রতিষ্ঠাকে সঙ্কোচশীল ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
আর, এর বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রলে
শোষক স্বার্থানুকম্পী বান্ধব ছাড়া
আর কা'কেও পাবে না তুমি
তোমাকে সাহায্য ক'রতে,
নির্য্যাতিত গণব্যষ্টি
দুর্ব্বল ও আত্মসংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে
তোমাকে সম্বুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে কিনা
সন্দেহের কথা ;
তোমার এই গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ বুদ্ধি
বাহ্যতঃ যতই দয়াশীল অভিব্যক্তি নিয়ে
দণ্ডায়মান হো'ক না কেন,
সে গণপীড়ক হবেই কি হবে,
মর্য্যাদা মসীঘন তমসায়
আত্মগোপন করতে বাধ্য হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি,
তোমার প্রস্তুতিকে এমনতর প্রকৃষ্ট ক'রে রাখ—
ঐ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ ক'রে

কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
তীক্ষ্ণ-বোধি-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে,
যা'র ফলে, তোমাকে একটুকুও হ'টতে না হয়,
আর, গণজীবনও কিছুতেই হতায়ু হ'য়ে না ওঠে। ৩৪৫৭।
১৮।৭।১৯৫১, রাত ৯-৩০

যে দেশ বা রাজ্যের
তত্ত্বাবধায়কই হও না কেন,
কঠোরভাবে স্মরণ রেখো,—
বৈশিষ্ট্যপালী গণস্বাতন্ত্র্য
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অভ্যুদয়ী চলনে চ'লে
নিয়মনী নিরাপত্তার প্রবল প্রস্তুতি-সহ
ভাগবত নীতির বৈধী-পরিচর্য্যায়
যোগ্যতা ও সংহতিকে অভিদীপ্ত ক'রে
জনগণকে এমনভাবে সংহত ও সংবর্দ্ধনশীল
ক'রে তুলতে হবে—
ঐ তা'দেরই স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তা'দের শ্রদ্ধা ও আনতিকে প্রবুদ্ধ ক'রে
যা'তে তা'রা তোমাকে বা তোমাদিগকে
পরমাশ্রয় ব'লে জ্ঞান করে;
তা'তে প্রবল হবে তুমি,
প্রাবল্যে উদ্দীপ্ত হবে তোমার গণজীবন—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বাক্য, ব্যবহার
ও যোগ্যতার অভিদীপনায়। ৩৪৫৮।
১৮।৭।১৯৫১, রাত ৯-৩৪

যদি কা'রো কোন ব্যাপারে দায়িত্ব নাও,
আর, সে-দায়িত্ব আপূরণের জন্য
তোমার কাছে কেউ যদি অর্থ গচ্ছিত রাখে,
কিংবা কা'রো কোন বিষয় বা ব্যাপার
পরিচালনার জন্য চাকুরীই গ্রহণ কর,
এবং তা'র জন্য তোমার কাছে
অর্থই হো'ক, সামগ্রীই হো'ক, গচ্ছিত থাকে,
সেই গচ্ছিত অর্থ বা দ্রব্যাদি,
তোমার আপন রক্ত,
রক্ত কি, জীবনের চাইতেও
বেশী বিবেচনা ক'রে
ঐ দায়িত্বের আপূরণে
যেখানে যেমন খরচ ক'রতে হয়
উপচয়ী ক'রেই খরচ ক'রো—
বিহিত, বিশদ ও নিখুঁত হিসাব-পত্র সহ,
তোমার প্রকৃতির প্রবণতাকে
এমনতরভাবেই দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে সহজ ক'রে তোল—
যা'তে ব্যাপারের সন্ধিৎসাপূর্ণ
বোধ বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
তুমি অল্প খরচে অধিক উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পার,
এতে তোমার ব্যক্তিত্বও
বোধিসম্পন্ন সক্রিয়তায় জমাট হ'য়ে উঠবে;
আর, এই আগ্রহ-সম্বেগের ভিতর-দিয়েই
তোমার প্রবৃত্তি-সঙ্গত ব্যক্তিত্ব পরিচিত হ'য়ে উঠবে;
এই নিয়ন্ত্রণ-তাৎপর্য্য তোমার যত সুন্দর,
সুশৃঙ্খল ও উপচয়ী,—

তোমার জীবনও তদ্রূপ,
এর শ্লথতায়
নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপকরণে সেগুলি যত ব্যবহার ক'রবে
বা আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক গর্ব্বেপ্সার আপূরণী ক'রে
সেগুলিকে যতই খরচ ক'রবে,—
হীনত্বব্যঞ্জক দৈন্যও সেখানে তোমার তেমনি,
তুমি ভালবাস না সেখানে,
কা'রো সত্তাপোষণী উপচয়ী নও কিন্তু ;
তুমি আপাততঃ সেই অর্থের দ্বারা
গর্ব্বেপ্সু, বাহাদুরী বা আত্মপরিচর্য্যার
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
লোকের কাছে তথাকথিত গৌরব দেখাতে পার,—
কিন্তু লোকচক্ষু তোমাকে বিচার ক'রতে ছাড়বে না,
লোকচক্ষু কেন, তুমিও তোমাকে বিচার ক'রতে
কসুর ক'রবে না,
এবং সে-বিচারের শাস্তি বা পুরস্কার
তোমাকেই উপভোগ ক'রতে হবে,
পরিবেশ ও প্রকৃতি তোমাকে পুরস্কৃত ক'রবে তেমনিভাবে,
ঈশ্বরের আশিস্ বা রোষ
তোমার জীবনকে বিহিতমত যা' ক'রবার তা' ক'রবেই ;
যদি নিজের স্বস্তি ও শুভই তোমার কাম্য হয়—
আত্মীয়-পরিবার সহ,
তুমি মানুষের উপচয়ী শুভ-সন্দীপী হও,
আর, পরের অর্থকে নির্ঘাত উপচয়ী ক'রেই ব্যবহার ক'রো,
পুরস্কার পরিভূতিতে
পরিপূর্ণ ক'রে তুলবে তোমাকে। ৩৪৫৯।

১৯।৭।১৯৫১, সকাল ৬-৪৫

একানুধ্যায়ী ভগবৎ-প্রেরণাপ্রবুদ্ধির সহিত
সক্রিয়, বজ্রদীপ্ত কঠোর সংহতি নিয়ে
রাষ্ট্রীয় সত্তা-সংরক্ষণ,
তৎস্বার্থ-সম্প্রসারণ
ও বৈশিষ্ট্যপালী গণনিয়মনের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় অধিগমনই
যা'র একমাত্র স্বার্থ না হ'য়ে ওঠে,
তেমনতর মানুষ যদি
শাসন-সংস্থার অধিনায়ক হয়,—
তা' কিন্তু ভীতিপ্রদই। ৩৪৬০।
১৯।৭।১৯৫১, সকাল ১০-৪০

তুমি সন্ন্যাসী হ'লে,
গেরুয়া প'রলে—
ইষ্টার্থপরায়ণ, একানুধ্যায়ী, সক্রিয় সুসন্ধিৎসাপূর্ণ,
সেবানুকম্পী রাগরঞ্জিত হ'য়ে উঠলে না,
অনুরাগ তোমাকে তদনুগ ক'রে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারল না,
তোমার ও-সন্ন্যাস কিন্তু ব্যর্থ। ৩৪৬১।
১৯।৭।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

যতক্ষণ-না তুমি উৎ-বেদনী উৎসর্গ নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
কুশলকৌশলী আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজেকে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলছ—
তদনুগ বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রের সমন্বয়ী কুট তাৎপর্য্যে,
সব দিক দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে,

সুসঙ্গত, সন্ধিৎক্ষু, বৈশিষ্ট্যপালী বোধি-বিবেকের
উপচয়ী-উদ্বর্দ্ধন-সম্বেগে,
সক্রিয় বাস্তবতায়,
অসৎনিরোধী অজচ্ছল প্রস্তুতি নিয়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি নেতাই হও,
পুরোধ্যাসীই হও, লোকপালই হও,
আর, কোন সংস্থার নিয়ামকই হও,
লোকহিতী অভিযান তোমার বৃথা,
সে-অভিযান শাতনেরই আত্মঘাতী তথাকথিত ঔদার্য্য
বা ক্রূর প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ৩৪৬২।
১৯।৭।১৯৫১, রাত ৯-৫

পূরয়মাণ যে-কোন ধর্ম্মসংস্থা বা দ্বিজাধিকরণই
হো'ক না কেন,
সুসঙ্গত ইষ্টার্থী সার্থক অন্বয়ে
বিহিত বৈশিষ্ট্যপালী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'র গণ বা প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় হওয়া,
তা'দিগকে রক্ষা করা,
সাহায্য ও সম্বর্দ্ধনা করা,
বা শ্রদ্ধানতি-সহ তা'র তাৎপর্য্য পরিবেষণ করা মানেই—
তোমার নিজের ধর্ম্মসংস্থা
বা দ্বিজাধিকরণের সেবা করা;
মনে রেখো,
ঐ সংস্থা, দ্বিজাধিকরণ, গণ ও প্রতিষ্ঠানের
প্রত্যেক যা'-কিছু
অন্যেরও যেমনি
তোমারও তেমনি—ভাগবত তাৎপর্য্যে,—

যতক্ষণ-না তা' ঈশ্বরদ্রোহী,
অসৎ-সন্দীপী হ'য়ে ওঠে,
আর, হ'লেও তা'
তুমি তা'র শোধন-সংস্কারে প্রতিনিবৃত্ত হ'য়ো না। ৩৪৬৩।
১৯।৭।১৯৫১, রাত ৯-১৫

সক্রিয় উদ্বেদনী উৎসর্গমণ্ডিত
উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণ ঈশ্বরানুরাগই হ'চ্ছে—
জীবনের মৌলিক দীপ্তি। ৩৪৬৪।
১৯।৭।১৯৫১, রাত ১০-২০

তুমি যা'ই হও,
আর, যেমনই হও,
যে-দেশেই তোমার জন্ম হো'ক,
আর, তুমি
যে-কোন দ্বিজাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত হও না কেন—
তুমি আছ, এটা যদি স্বীকার কর,
এই থাকার একটা পরিণাম আছে
তা'ও যদি স্বীকার কর,
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধই যদি হ'তে চাও
ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে,
তবে শোন—
ঈশ্বরপ্রেরণাপ্রবুদ্ধ পূরয়মাণ
ভাগবত-মানুষ যিনিই হউন,
আর, যেখানেই তিনি আবির্ভূত হউন না কেন,
তাঁ'র পরিবেষণী অভিযানকে
ব্যাহত ক'রতে যেও না—

অজ্ঞ, কদর্য্য বা কুৎসিত কুয়াসা স্থষ্টি ক'রে
নিন্দা-অপব্যাখায়;
তা' করা মানেই হ'চ্ছে—
তুমি গণজীবনকে বঞ্চিত ক'রছ,
শাতনের লাঞ্ছনী প্ররোচনা
ও প্রবৃত্তি-অভিভূত গর্ব্বেপ্সার অনুপ্রেরণায়
তাঁকে নিরোধ ক'রে
বা কদর্য্য কুয়াসার স্থষ্টি ক'রে
সত্তাপোষণী স্বস্তি-অভিযানে
ব্যাঘাত স্থষ্টি ক'রছ,
যা'র ফলে, তোমার যোগ্যতা, সত্তাপোষণী অভিগমন,
বোধিবীক্ষণতা ইত্যাদিকে আত্মঘাতী ক'রে
গণসংহতিকেও ব্যাহত ক'রে তুলছ—
শ্রদ্ধা-অনুস্থত অনুরাগ-দীপনাকে আবৃত ক'রে,
সহযোগী গণশক্তি, ব্যষ্টিগত সামর্থ্য,
জীবনী অনুক্রম বিবর্দ্ধনী যোগ্য-আকুতিকে
অবদলিত ক'রে,
তোমার জীবন দিয়ে
তপবিকট প্রস্তরনির্ম্মিত নারকীয় অপলাপের পথ
প্রস্তুত ক'রে তুলছ,
জেনে রেখো—
একানুধ্যায়ী উদ্বেদনী আগ্রহ যেখানে নিরুদ্ধ,
জীবনযাপনী তাৎপর্য্যও সেখানে
অবলোপেরই আওতায়। ৩৪৬৫।
২০।৭।১৯৫১, সকাল ৭-৪০

যত ভাষাবিদ হ'তে পারবে—
দুনিয়ার জ্ঞান, বিজ্ঞান, গবেষণা

ও তা'র ভাবধারার সাথে
পরিচিত হ'তে পারবে ততই,
আর, তাঁকে সর্ব্বতঃ-সার্থকতায়
সুসঙ্গতি নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী কৃষ্টিসঙ্গত ও সত্তাপোষণী ক'রে
ব্যবহারও ক'রতে পারবে ততই;
তোমার বিজ্ঞতাও চেতনদীপ্তি নিয়ে
বিবর্ত্তনের পাথেয় সংগ্রহ ক'রতে পারবে তেমনি। ৩৪৬৬।
২০।৭।১৯৫১, সকাল ১০-৩০

ন্যায়ভাবেই হো'ক
আর অন্যায়ভাবেই হো'ক—
কেউ যদি তোমাকে কোন বিষয়ে দোষারোপ করে,
আর, তা'র যদি উত্তরই দিতে হয়,
বিনীত অভিব্যক্তি নিয়েই তা' ক'রো,
অন্যায্য অন্যায় স্থলে যদি
নিরোধও ক'রতে হয় তাঁকে
এবং তা যদি তিক্তও হয়,
যতদূর সম্ভব বিহিতভাবে
ঐ বিনয়ী মর্য্যাদাকে রক্ষা ক'রে চ'লতে চেষ্টা ক'রো,
ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক প্রতিরোধে
বিষাক্ত দ্রোহেরই সৃষ্টি হয়;
আর, যদি অন্যায়ই ক'রে থাক,
নিজের দোষই যদি স্বীকার ক'রতে হয়,—
অন্যের অহিত হয়
এমনতরভাবে তা' ক'রতে যেও না,
তাই ব'লে অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিও না। ৩৪৬৭।
২০।৭।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

অপকৃষ্ট যা'রা
অর্থাৎ যা'দের কৌলিক সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত চরিত্র
একানুধ্যায়িতায় বোধবিন্যাস লাভ করেনি,
আত্মজয়ী হয়নি,
কুশলকৌশলী দক্ষতৎপরতা
সহজ হ'য়ে ওঠেনি যা'দের—
বাক্য, ব্যবহার, চলন ও চরিত্রে
শ্রদ্ধাবনত সুকেন্দ্রিক সম্বেদনায়,
তা'দের যদি শ্রেয়-অনুচর্য্যী গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত কর,—
তাহ'লে তা'দের বিক্ষিপ্ত মনোবৃত্তি
অবিবেকী, দুর্বিনীত, ঔদ্ধত্যপূর্ণ
গর্ব্বেপ্সার ক্রীড়নক হ'য়ে
তা'র আপূরণী চলনে
প্রমাদেরই সৃষ্টি ক'রে থাকে প্রায়শঃ;
শ্রেয়-অনুবর্ত্তী বাস্তব-শিক্ষায়
তা'দের বোধ ও চরিত্রকে সঙ্গতিশীল ক'রে
ক্রমশঃই উন্নত ক'রে তুলে
যোগ্যতার অধিগমন যেমন—
তেমনতর স্থলে নিয়োগ করাই শ্রেয়;
তাই, যে-কাজে যাকে নিয়োজিত ক'রবে
দেখে-শুনে-বুঝে
খতিয়ে নিয়ে যদি কর,—
উপচয়ী সার্থকতায় সন্দীপ্তই হ'য়ে উঠবে। ৩৪৬৮।
২০।৭।১৯৫১, রাত ৭-৪৫

সব খাদ্যই, বিশেষতঃ জান্তব যা',
যা'কে হত্যা ক'রে খেতে হয়,

শঙ্কাধুধুক্ষু বোধবিকার
ও বধত্রাস-কুঞ্চিত ভী
এমনতরভাবেই তা'র কৌষিক দানাগুলিকে
বিকৃত ও বিষাক্ত ক'রে তোলে,
যে, তা' অত্যুগ্র উত্তাপেও
অন্য পরিণতি লাভ করে কমই,
ফলে, ঐ খাদ্য দেহে সংশোষিত হ'য়ে
অল্প বা অকারণ ত্রাসের উদ্দীপনায়
ক্রম-তাৎপর্য্যে এমনতর মৃত্যু-অভিনিবেশের সৃষ্টি করে—
যা'র ফলে, কৌষিক বিধানও
বিকৃতি লাভ করে ক্রমশঃই,
এবং তা' জন্মগত আয়ুকেও খিন্ন ক'রে তোলে—
রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি ক'রে
শঙ্কাধুক্ষিত বিপর্য্যয় এনে ;
এর ফলে, মানুষ হঠাৎ বা ধীরে-ধীরে
এমনতরই অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
যে, জীবনবীর্য্য তা'র বোধিসন্দীপনা নিয়ে
আত্মঘাতী অভিঘাতে গা এলিয়ে দিয়ে চলে,
সত্তাবিরোধী অন্তরায়ের বিরুদ্ধে
সে মল্ল-কৌশল নিয়ে দাঁড়াতে পারে কমই ;
আর, আমার মনে হয়—
সেইজন্যে, যজ্ঞেও পশুবধ বিধিবিগর্হিত ;
মহাভারতে আছে—
"বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথ ॥"
আবার, চণ্ডীতেও পাওয়া যায়—

"তেষাং কিল সুরামাংসৈর্নোক্তা পূজা নৃপ ! ক্বচিৎ।
প্রণামাচমনীয়ৈশ্চ চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥"

তাই, যা'রা যজ্ঞে পশুবধ ক'রে থাকে—
তা'দের যজ্ঞ কখনও সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
ব্যর্থ উপঢৌকনই অভিপ্রেত তা'দের,
চায়ও তা'রা তা'ই,
নিজের সর্ব্বনাশই কাম্য হ'য়ে থাকে তা'দের। ৩৪৬৯।

২১।৭।১৯৫১, সকাল ৬-৫৬

বিকৃত কাম ছন্নতায় আত্মগোপন ক'রে
অযৌক্তিক যুক্তি-শরজাল সৃষ্টি ক'রে
মনগড়া সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
তা'র লক্ষ্যের উপর এমনতরই
সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধির সৃষ্টি করে—
যা'র ফলে, সেই লক্ষ্যের সহস্র সদ্ব্যবহারকে
সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই দেখে থাকে,
এমন-কি, আক্রোশ-বিধূর অন্তরে
তা'র ক্ষয়, ক্ষতি, অপমান, অপলাপ
ও যন্ত্রণাদায়ক দুর্বিনীত অভিশপ্ত
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের প্রবর্ত্তনা ক'রে থাকে,
তা' আবার গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ ঔদ্ধত্য-পরাক্রমে
বা অন্তঃসলিলা ক্ষয়-প্রবর্ত্তনার সহিত,
যা'র দুর্ভোগে তা'র লক্ষ্য
সে বিধ্বস্ত না হ'য়েই পারে না,
আবার, ঐ ছন্নবৃত্তির উপর দাঁড়িয়ে
দুনিয়াকেও অমনতর দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখে থাকে ;
তা'র সমর্থনী কূট কৌশলে

আকৃষ্ট করবার জন্য
অন্যের কাছে সে কখনও
শান্ত, দান্ত, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকে,
আবার, কোথাও হয় আক্রোশ-বিক্ষুব্ধ,
এবং দলন ও পীড়নের পরিকল্পনা নিয়ে
অগ্রসর হ'য়ে থাকে,
ফলকথা, সে এমনই অব্যবস্থ—
তা'র হীনম্মন্যতায় একটুও খোঁচা লাগলে
তা'র প্রকৃতি আত্মবিকাশ ক'রতে কসুর করে না,
কা'রও সাথে একত্র বসবাস করা
দুরূহ তা'র পক্ষে,
হয়তো তুচ্ছ কারণেই তা'র তাণ্ডব প্রকৃতি
আত্মবিকাশ ক'রে থাকে,
তা'তে দ্রোহ ও শত্রুতাই বেড়ে যায়,
তাই, এক-আধটু দূরত্ব বজায় রেখে
কা'রও সাহচর্য্যে চলাফেরা যদি করে—
কোনপ্রকারে দিনগোয়ানো সম্ভব তা'র পক্ষে,
ধুক্ষিত দ্বেষ হীনম্মন্যতাকে আশ্রয় ক'রে
তা'র অনুচরণ ক'রে থাকে স্বভাবতঃ,
প্রতিলোমসংশ্রব ও সন্ততিতেই
সাধারণতঃ এমনতর ঘটতে দেখা যায় প্রায়শঃ ;
এ বড় দুর্দ্দমনীয় ব্যাধি,
একে নিয়ন্ত্রিত করা বড়ই দুষ্কর যদিও—
তথাপি সে যদি শ্রেয়সন্দীপী
শ্রদ্ধাশীল কামানতিনিবদ্ধ হ'য়ে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
ঐ শ্রেয়ের বিহিত অনুচর্য্যায়

নিরত থাকতে পারে,
কিংবা ঐ লক্ষ্য যদি তা'র কাছে শ্রেয় হ'য়ে ওঠে
এবং তা'তে সে একনিষ্ঠ অনুরাগমণ্ডিত হ'য়ে চলে,
যা'র ফলে, ঐ শ্রেয় তা'র জীবনে
একমাত্র স্বার্থ ও সম্পদ্ হ'য়ে দাঁড়ায়,—
হয়তো, ক্রমশঃ ও-ব্যাধি
নিরাময়ী প্রগতি লাভ ক'রতে পারে—
শ্রেয় চলন-তাৎপর্য্যে। ৩৪৭০
২১।৭।১৯৫১, সকাল ৮-২০

শিক্ষায়তনী গুণপনা
বা অধীত শিক্ষাই
যদি তোমার একমাত্র যোগ্যতানির্ণয়ী দিগ্‌যন্ত্র হয়,
অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুধ্যায়ী অনুচলন,
অভ্যস্ত কুল-সংস্কৃতি,
উপস্থিত বুদ্ধি, উদ্দেশ্য-অনুচর্য্যী বাক্-কৌশল,
লিপি-চাতুর্য্য ইত্যাদি যদি
পরিমাপ না ক'রতে পার,
আর, কুশলকৌশলী বাস্তব জ্ঞান
যা' দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
যোগ্যতায় উদ্দীপিত হ'য়ে চলে
তা'কে অবজ্ঞা কর,—
যে-কাজেই হো'ক না কেন,
তোমার নির্ণয় বা নিয়োগ
দুর্ভোগপ্রসূই হ'য়ে ওঠা সম্ভব,
ও-নির্ণয় তোমাকে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারবে না
কোনক্রমেই ;

তাই, যে-কাজেই যা'কে নিয়োগ ক'রতে
যাও না কেন,
তা'কে তদনুপাতিক পর্য্যবেক্ষণে
সন্তুষ্ট হ'য়ে তা' ক'রো,
নয়তো, বিড়ম্বনার বিভবই উপঢৌকন পাবে তুমি। ৩৪৭১।
২১।৭।১৯৫১, রাত ৯-৪০

শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত শ্রেয়ানুধ্যায়িতার সহিত
সত্তাপোষণী অনুক্রমায়
তা'র সঙ্গতি-সার্থক নিবন্ধে
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুরাগ-উৎসৃজী বেদোজ্জ্বলা বোধ
জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনী তাৎপর্য্যে
যোগ্যতার অধিগমনে সংহত হ'য়ে
বিবর্ত্তনের দিকে যতই এগুতে থাকবে—
ধর্ম্মের দিকেই তত এগুতে থাকবে
তুমি, তোমার দেশ, রাষ্ট্র,
পারিবেশিক রাজ্যনগরী ;
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সুসঙ্গত-জ্ঞান
ও উদ্ভাবনী তাৎপর্য্যহারা ধর্ম্মদর্শন
কিন্তু ক্লীব দর্শনই। ৩৪৭২।
২২।৭।১৯৫১, সকাল ৬-৫

তোমার বাক্য, ব্যবহার বা আচরণে
কা'রও অহংকে অযথা খোঁচা মেরে
তিক্ত ক'রে তুলো না,
বিশেষ স্থলে, কাউকে যদি খোঁচাই মারতে হয়
স্মরণ রেখো—

তা'তে যেন তোমার ও তা'র উভয়েরই
হিত নিবদ্ধ থাকে,
প্রত্যেকের সাথে
সে যেই হো'ক না কেন,
বিহিত মর্য্যাদায়
বিনীত সৌজন্যে
উদ্দেশ্য-সঙ্গতি বজায় রেখে
যা' বলা বা করা উচিত তা' ব'লো বা ক'রো,
এমন-কি, তোমার সহিত অসৌহৃদ্য যা'র আছে
তা'র সাথেও ;
তোমারও যেমন অহং আছে,
তোমার অহং যেমন বৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে থাকে,
অন্যেরও তা'ই হ'য়ে থাকে,
যেমন অন্যায়ই কর না,
তুমি যে-ব্যবহার চাও,
যে-ব্যবহার পেলে খুশি হও,
এমন-কি, তোমার বান্ধব যে নয়
তা'র কাছ থেকেও—
অন্যেও কিন্তু তা'ই ;

মানুষের অহংকে
অযথা উত্তেজিত ও তিক্ত ক'রে তুলো না,
তা'তে তোমার জীবন-চলনা ক্রমশঃই
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে চ'লবে,
অসহযোগ ও অসমর্থনই কুড়িয়ে নেবে সে হামেহাল,
তা'তে লোকসান কিন্তু তোমারই বেশী ;
এমন-কি, অন্যায়, অন্যায্য
বা অসৎকে নিরোধ ক'রতে হ'লেও

অমনতর তাৎপর্য্যে করাই সুসঙ্গত ;
আর, শাসন বা দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রতে হ'লেও
তোষণকে বাদ দিয়ে নয়—
যা'তে মানুষের অহং
তিক্ত না হ'য়ে অনুতপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তা'তে শত্রুও সৃষ্টি হবে কম,
সমাধানও হবে সহজ,
জীবন-চলনাও সুকর ও সুগম হ'য়ে উঠবে,
ভেবে দেখ, কোন্‌টা লাভজনক,
যেটা লাভজনক তোমার পক্ষে তা'ই ক'রো। ৩৪৭৩।

২২।৭।১৯৫১, সকাল ৭-১০

যে-কাজেই হো'ক
বা যে-ব্যাপারেই হো'ক—
যে-দায়িত্ব নিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছ,
মুখ্যতঃ মনে রেখো,
তা'ই তোমার সত্তা-স্বার্থ,
ঐ সত্তা-স্বার্থকে উদ্‌যাপন ক'রতে হ'লে
যেখানে যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়,
কুশলকৌশলে তা' যদি না কর,—
সে-দায়িত্বের কাছে অবিশ্বস্ত তো হবেই,
তোমার নিজত্বও মসীলিপ্ত হ'য়ে উঠবে,
অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে উঠবে তুমি ;
দিগ্বিদিকে তোমার মর্য্যাদার কলরোল
যতই উঠুক না কেন,
ঐ মসীলিপ্ত মর্য্যাদাই
রাহুর মত তোমার যা'-কিছু সব
গ্রাস ক'রে ফেলবে ;

তাই বলি, সাবধান হও,
দায়িত্ব নিয়ে
তা'র ঐকান্তিক অনুধ্যায়ী অনুচলন-হারা
কিছুতেই হ'য়ো না—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক না কেন,
বরং উদ্‌যাপনে তৎপর হও—
সুচতুর কুশলকৌশলী সঙ্গতির তালে পা ফেলে,
দক্ষ, দীপ্ত, উপচয়ী নিষ্পাদনে। ৩৪৭৪।
২২।৭।১৯৫১, সকাল ৭-১৫

তোমার সৌরত-সন্দীপনা
অচ্যুত সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
যে-মুহূর্ত্তেই সশ্রদ্ধ, সহজ অনুচর্য্যায়
শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠল,
আর, ঐ শ্রেয়ানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
তুমি সুখ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগলে—
সার্থক নিষ্পন্ন প্রভাবান্বিত হ'য়ে,
ঐ মুহূর্ত্ত বা লহমা থেকেই
তোমার জীবন
শ্রেয়ভূমিতে অভিষিক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল,
তোমার পূর্ব্বকর্ম্মফল-সম্বুদ্ধ বোধিও
মোড় ফিরে সার্থক নিবন্ধে উন্নীত হ'তে সুরু ক'রল,
একলহমা পূর্ব্বে তুমি যে-মানুষ ছিলে
পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে তুমি আর তা' নও,
জ্যোতিষ্মান জলুসের ক্রম-উদ্দীপনায়
দীপালী-দীপ্তিতে বিভূষিত হ'য়ে
চ'লতে লাগল তোমার জীবন—

তোমার জ্যোতিঃপ্রভাবে
পারিবেশিক তমসাকে বিদীর্ণ ক'রে। ৩৪৭৫।
২২।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৫৬

যে-ব্যাপারের সম্মুখীন হও না কেন,
তোমার বুঝকে পূর্ণায়তন ও প্রকৃষ্ট ক'রে নিতে
অভ্যাস কর,
এলোমেলো ক'রে বা কাটছাট দিয়ে
তা'র পূর্ণাঙ্গতার হানি ক'রতে যেও না,
এবং কাজের বেলায়ও তা'ই ক'রো,
যা'তে তুমি কাজে ও কথায়
বিহিতভাবে সেগুলি ব্যক্ত ক'রতে পার,
ঐ অভ্যাস যদি তোমার কাছে আদরণীয় না হ'য়ে ওঠে—
তাহ'লে, অসঙ্গত অপূর্ণতার হাত থেকে
এড়ানো দুষ্কর হ'য়ে উঠবে। ৩৪৭৬।
২২।৭।১৯৫১, সকাল ৯-৭

শাসনই যদি ক'রতে হয়,—
তবে তোষণ ছেড়ে তা' ক'রতে যেও না,
দণ্ডই যদি দিতে হয়,—
তবে দান্ত অনুচর্য্যা ত্যাগ ক'রো না। ৩৪৭৭।
২২।৭।১৯৫১, সকাল ৯-২০

যা'রা সমীচীন ও সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েও
কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠে না,
তা'রা শ্লথবীর্য্য, ক্লৈব্যদুষ্ট,

আবার, যা'রা শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ থেকেও
তাঁ'র নিদেশগুলির সুষ্ঠু-পরিপালন-তৎপর নয়কো,
তা'দের প্রীতিরাগও ক্লীবত্বদুষ্ট, শ্লথ-পরাক্রম। ৩৪৭৮।
২২।৭।১৯৫১, রাত ৮-৫৫

বুঝ যা'দের এলোমেলো, পল্লবগ্রাহী
সুসঙ্গত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়কো,
অনুধ্যায়ী অন্তরাসবিহীন,
তা'দের বার্ত্তাও সঙ্গতিহারা,
কর্ম্মও ভণ্ডুল-তৎপরতাসম্পন্ন। ৩৪৭৯।
২২।৭।১৯৫১, রাত ৯টা

যে-জাতি একানুধ্যায়ী
প্রীতিপরাক্রম-অধ্যুষিত নয়কো,
তা'রা সংহতিহারা, বিচ্ছিন্ন-বোধিসম্পন্ন,
দুর্ব্বল স্বতঃই। ৩৪৮০।
২২।৭।১৯৫১, রাত ১০-২৮

তোমার শ্রেয় যিনি,
তাঁ'র যে-কোন প্রকারের অবদানকে
সশ্রদ্ধ মর্য্যাদায় পরিপালন
ও পরিরক্ষণ ক'রতে যদি না পার,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে দুর্ভাগ্যেরই হবে,
কারণ, ঐ অবদানের উৎস যিনি,—
তাঁ'র স্মৃতি ঐ অবদানের সহিতই নিহিত থাকে,
তা'র সশ্রদ্ধ ব্যবহার তোমাকে
শ্রেয়-চলৎশীলই ক'রে তুলতে সাহায্য করে,

তা'র প্রতি অমর্য্যাদাসূচক বা অবজ্ঞাসূচক মনোভাব
ঐ শ্রেয়চলন হ'তে তোমাকে
বঞ্চিত ক'রে তুলবে কিন্তু। ৩৪৮১।
২৩।৭।১৯৫১, বেলা ৯-৫৭

তোমার সাথে অসদ্ভাব আছে
বা দ্রোহভাবাপন্ন যা'রা তোমাতে,
তুমি যদি তা'দের দ্বারা আহূত হও
বা কোন কারণে তা'দের কাছে উপস্থিত হও—
এমনতরই সৌজন্যপূর্ণ হিতী ব্যবহার ক'রো,
যা'তে তোমার সৌজন্যে
তা'রা আকৃষ্ট হয় তোমাতে,
সঙ্গতি বা সামর্থ্যের ভিতর
তোমার পক্ষে তা'দের প্রতি যতখানি হিত করা সম্ভব
তা' ক'রতে একটুও ত্রুটি ক'রো না—
তোমার নিরাপত্তাকে বজায় রেখে,
তোমার সহিত ক্রম-ব্যবহারে
তোমাকে যেন তা'রা
বান্ধব ব'লেই গ্রহণ ক'রতে পারে,
আপনার জন ব'লে মনে ক'রতে পারে;
এমন বাক্য, ব্যবহার বা ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'রো না
যা'তে তা'দের অহং আঘাতপ্রাপ্ত হয়
বা তোমার প্রতি বিরক্ত হ'য়ে ওঠে তা'রা—
সেই সূত্রকে অবলম্বন ক'রে;
তুমি নৈতিক-ব্যক্তিত্বসম্পন্নই হও,
আর, দক্ষ কূটনৈতিকই হও,
তোমার শ্রেয়হিতী উদ্দেশ্যে দক্ষ-সঙ্গতি নিয়ে

ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত নিরাপত্তায় উচ্ছল থেকে
যতই নিখুঁতভাবে এমনতর ক'রতে পারবে,
লোকবরণীয় হ'য়ে উঠবে তুমি ততই,
বিরোধ ও শত্রুতাও নিষ্প্রভ হ'তে থাকবে তেমনি । ৩৪৮২ ।

২৩।৭।১৯৫১, বেলা ১১-২০

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
বৈশিষ্ট্যপালী গণসত্তা-সম্পোষণ
ও তৎসহযোগ-সম্বদ্ধ সংহতি-সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন ক'রতে
যেখানে যেমন ক'রে তা' সম্ভব,
তা'র অনুচর্য্যায় সেই অভিযানকে
সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে সত্যব্রত,
আর, তা'ই ধর্ম্ম ;
আবার, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
বৈশিষ্ট্যপালী ইষ্টানুগ গণহিত-সম্পাদনই হচ্ছে সত্য
অর্থাৎ সতের ভাব,
এতেই সত্তাপোষণ নিহিত ;
নিরোধ, নিরাকরণ ও নিরাপত্তাকে
উচ্ছল কঠোরতায় অজচ্ছল ক'রে
অসঙ্কুচিত বোধি, চিত্তপ্রণোদনা
ও কর্ম্মপ্রেরণা নিয়ে
যেমন ক'রেই হো'ক ঐ সত্যকে
বাস্তবে শুভমণ্ডিত ক'রে তুলবে যত—
পুণ্য অঞ্জলি-হস্তে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চ'লবে ততই । ৩৪৮৩ ।

২৪।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

স্মরণ রেখো,
সর্ব্বতোভাবে মনে রেখো,—
একনিষ্ঠ উপচয়ী শ্রেয়ার্থপরায়ণতায় কঠোর হ'য়ে
তৎস্বার্থসন্দীপনায়
নিজের স্বার্থ, সম্পদ্, ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়েও
যদি একানুবর্ত্তী শ্রেয়ার্থসন্দীপী সংহতিকে
সমর্থন ক'রতে হয়,
তা'ও ক'রবে এমনতরভাবে
যা'তে সঙ্ঘ-স্বার্থ
জ্বলন্ত সার্থকতায় দেদীপ্যমান হ'য়ে ওঠে,
তা'র ফলে, তোমার ঐ আত্মত্যাগ
ঐ সংহতিতে বিস্তার লাভ ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে এমনতরই
বরণীয় ক'রে তুলবে,
যা'তে প্রত্যেকটি ব্যষ্টিই তোমাকে
বরণ-সন্দীপনায় অর্ঘ্য-ভূষিত ক'রে তুলবে ;
ঐ ত্যাগ প্রত্যেকটি অন্তরে বিস্তার লাভ ক'রে
সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধনায়
তোমার সত্তায় বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে—
স্বার্থে, সম্পদে। ৩৪৮৪ ।
২৪।৭।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'দিগকে মল্লবীর্য্যী ক'রে তুলতে চাও,
বৈধী-নিয়ন্ত্রণে
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারলেই
ক্ষাত্র-দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে রাখা
সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে,—

যথা—প্রশ্নশূন্য আনতি-সহকারে
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোলা,
অসৎনিরোধী ক'রে তোলা,
যা'র ফলে, প্রশ্নশূন্যভাবেই
সহযোগিতাপূর্ণ সংহতি বেড়ে ওঠে—
অসৎনিরোধী পরাক্রমে,
অদম্য সংহতি-স্বার্থপরতায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা—
যা' দিয়ে মানুষ সঙ্ঘ-স্বার্থে
সংহিত হ'য়ে ওঠে,
তড়িৎ কূটকুশল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীসহ
বোধিপ্রসন্ন কুশলকৌশলী যোগ্যতাসমন্বিত
তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র দক্ষতার উদ্বোধন—
যা'র ফলে, সুসঙ্গত-তাৎপর্য্যে
সমবেত বোধভঙ্গীতে
একসূত্রসঙ্গত সিদ্ধান্তে
উপনীত হ'য়ে উঠতে পারা যায়,
শ্রমসুখপ্রিয়তায় অভ্যস্ত ক'রে তোলা—
যা' দিয়ে মানুষ অক্লান্ত দীপনায়
দীপ্ত পরাক্রমী হ'য়ে ওঠে—
আজ্ঞাবাহী অকম্পিত তড়িৎ-অনুচর্য্যা ও অনুবর্ত্তনা নিয়ে,
কাম ও লোভজিৎ হওয়ায় অনুপ্রাণিত করা—
যা'র ফলে, কোনপ্রকার প্ররোচনাই
প্রলুব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
শিষ্ট, আর্ত্ত, বিপন্ন
নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের
বৈশিষ্ট্যপালী সুষ্ঠু সংরক্ষণে

উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা,—
যা'তে তা'রা তা'দিগকে
পরমাশ্রয় ব'লে জ্ঞান ক'রতে পারে,
সাত্ত্বিক অথচ রজোগুণসম্পন্ন আহার্য্য
এমনভাবে গ্রহণে অভ্যস্ত ক'রে তোলা,—
যা'তে আয়ু ও উদ্দীপনা নিয়ে
স্বাস্থ্যবান হ'য়ে চ'লতে পারা যায়—
খাদ্যপ্রসূত বিষক্রিয়াকে এড়িয়ে,
তা' ছাড়া, জননকেও এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা—
বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী-অনুচর্য্যায়
প্রতিলোম-সংস্পর্শকে একদম নাকচ ক'রে দিয়ে,—
যা'র ফলে, জৈবী-সংস্থিতিই
ক্ষাত্রবীর্য্যী হ'য়ে ওঠে । ৩৪৮৫ ।
২৪।৭।১৯৫১, রাত ৯-৫০

ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অন্ধচলন নেই,
বরং ধর্ম্মানুগ চলন মানুষকে
চক্ষুষ্মানই ক'রে তোলে। ৩৪৮৬ ।
২৫।৭।১৯৫১, সকাল ৭-২০

ঈশ্বর সবারই এক,
আবার, ঈশ্বরের প্রত্যেকেই এক—
ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্য-সমন্বয়ে,
তাই, তিনি সবিশেষ উদ্ভিন্ন হ'য়েও
নির্ব্বিশেষ,—এক,—অদ্বিতীয় । ৩৪৮৭ ।
২৫।৭।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

যা'রা ঈশ্বর বা প্রেরিতপুরুষের জন্য
জীবন আহুতি দেয়,
তা'রা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। ৩৪৮৮।
২৫।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৫২

ভ্রান্ত-আত্মাহুতি
অনাসৃষ্টিরই আবাহক। ৩৪৮৯।
২৫।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৫৫

মা'র-এ মানুষ বাড়ে শ্রদ্ধানুপাতিক,
নয় তা'র জীবনের ঝোঁক ভেঙ্গে পড়ে,
না-হয়, নিঃশেষ হ'য়ে যায়। ৩৪৯০।
২৫।৭।১৯৫১, রাত ৯-২৮

কৌলিক একানুধ্যায়ী তপঃ-সংস্কৃতি
ও কুলগত বৈশিষ্ট্য
পুরুষদের ভিতরে
জৈবী-সংস্থিতির সুসংহতি-তাৎপর্য্যে
সার্থক অন্বিত সমঞ্জস সন্নিবেশে
যেমন ঋজী-সম্বেগে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তেমনি স্ত্রীদের ভিতরেও রিচী-সম্বেগ
ঐ তাৎপর্য্য-অনুক্রমী হ'য়ে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
আভিজাত্য-অনুপ্রেরিত
সত্তাপোষণী কৃষ্টির
সদাচারী পরিচর্য্যায়
ঐ সাংস্কৃতিক জৈবী-প্রবর্ত্তনাকে

উচ্ছলস্রোতা ক'রে রাখতে হয়,
অমনতর পরিচর্য্যার অভাবে
ঐ জৈবী-প্রবর্ত্তনা সমস্ত সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও
দিন-দিন ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হ'য়ে উঠতে থাকে,
আবার, বৈশিষ্ট্য-বিপর্য্যয়ী সঙ্কর-সংমিশ্রণে
তা' একেবারে নষ্ট পায়;
তাই, বিবাহ-ব্যাপারে
কুলসংস্কৃতির সঙ্গতিসম্পন্ন পোষণপূরণী
তাৎপর্য্যের উপর দাঁড়িয়ে
তা'র বৈধী-নিষ্পন্নতা
শুভফলই প্রসব ক'রে থাকে। ৩৪৯১।

২৫।৭।১৯৫১, রাত ১১-১৫

পিতৃপ্রচোদনা-প্রভাবান্বিত
জৈবী-সংস্কারই হ'ল
সহজাত সংস্কার। ৩৪৯২।

২৬।৭।১৯৫১

প্রাচুর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ছেলেমেয়েকে মানুষ ক'রতে যেও না,
বরং পরিমিতির ভিতর-দিয়েই মানুষ কর,
গ'ড়ে তোল তা'কে—
উপচয়ী সক্রিয় ক'রে,
তা'তে বরং যোগ্যতা বাড়বে,
নয়তো, যোগ্যতা খাবি খেতে-খেতে
হীনপ্রভই হ'য়ে উঠবে। ৩৪৯৩।

২৬।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

বহু-নারীপরিবেষ্টিত হ'য়ে
অধিক সময় ক্ষেপণে
পুরুষের ঋজী-সম্বেগের
ক্রম-অপলাপ সংঘটিত হ'য়ে থাকে,
তা'র ফলে, সেই সমস্ত পুরুষ
ক্লীবভাবাপন্ন, মেয়েলী-স্বভাবযুক্ত হ'য়ে ওঠে,
ফলে, ওজঃ ও বীর্য্য
ক্রমক্ষীণতায় অপলাপের দিকেই এগিয়ে যায়,
বহু-পুরুষ-সংশ্রব
মেয়েদের পক্ষেও তেমনি;
শুধু মানুষ কেন,
গরাদি পশুর ভিতরেও এমনি ঘ'টে থাকে। ৩৪৯৪।
২৬।৭।১৯৫১, রাত ৬-৪৫

ইষ্ট ও কৃষ্টির অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,
এবং ঐ আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তোমার জনন-নিয়ন্ত্রণকে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোল,
যা'র ফলে, জাতক
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতিতে সংস্থ হ'য়ে
আয়ু, বল, বর্ণ, বীর্য্য ও বোধিতে
সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
তা' তোমার ও তোমার পরিবারের দিক দিয়েও ভাল,
পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক দিয়েও শুভসন্দীপী;
শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত সুনিয়ন্ত্রিত কাম
উৎকৃষ্ট জীবন ও জাতকেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে,

আর, উপভোগ-সম্বন্ধ অফলস্পৃহ কাম
জীবন ও জাতিকে খিন্ন ক'রেই তোলে। ৩৪৯৫।
২৬।৭।১৯৫১, রাত ১০টা

কুৎসিত-স্বার্থপ্রণোদিত
অসৎ-অভিনিবেশকে
যথাসময়ে বিহিত প্রতিকার না ক'রে
যতই প্রশ্রয় দিতে থাকবে,
ততই সে পুষ্ট-প্রবর্দ্ধনায় আত্মবিকাশে
জাহান্নমের দুন্দুভি বাজিয়ে
তোমার দিকে অগ্রসর হবে—
অপলাপ ক'রতে তোমাকে,
সে তোমার নিজের বেলায়ই হো'ক,
সমাজের বেলায়ই হো'ক,
আর, রাষ্ট্রের বেলায়ই হো'ক;
তাই, ঐ অসৎ-অভিনিবেশের প্রতিকার
বিহিতভাবে যথাসময়েই ক'রো—
যদি বাঁচতে চাও। ৩৪৯৬।
২৮।৭।১৯৫১, সকাল ৬-৫০

তুমি যে-কোন দ্বিজাধিকরণেই দীক্ষিত হও না,
তা' যদি তোমার পিতৃকৃষ্টিকে
সুসঙ্গত সুব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
তা' তোমার জৈবী-তাৎপর্য্যকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না;
যে-দ্বিজাধিকরণই হো'ক না—
যা' তোমার প্রাচীন পিতৃকৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে

তোমাকে পরভাবাপন্ন ক'রে তোলে,—
সে-দ্বিজাধিকরণ সুসঙ্গত সর্ব্বপূরয়মাণ নয়কো,
তা'র অনুচর্য্যা ও অনুসরণ
তোমার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল অপচর্য্যা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৩৪৯৭।
২৮।৭।১৯৫১, বিকাল ৫-৩০

যে-মেয়ের চরিত্র ও কুলসংস্কৃতি
বরের চরিত্র ও কুলসংস্কৃতির অনুপোষক,
এমনতর কুমারী-মেয়ে বিবাহে প্রশস্ত,
ধর্ম্মদ ও আভিজাত্যের উৎকর্ষী পরিপোষণী ;
কিন্তু পরিত্যক্তা, বিধবা বা ভ্রষ্টা নারী
বিবাহকার্য্যে সুষ্ঠুও নয়,
আর, সে আভিজাত্য-উদ্বর্দ্ধনীও নয়কো। ৩৪৯৮।
২৯।৭।১৯৫১, রাত ৮-১৫

ভ্রূণদেহে সত্তাসঙ্গত চেতনকনার
আকর্ষণী, অনুবদ্ধ সুসঙ্গত চাপ
যেমন জীবন্ত দেহকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে,
তেমনি শ্রেয়ানুবদ্ধ, সানুকম্পী পারিবেশিক সংহতির
সুসঙ্গত চাপের ভিতর-দিয়ে
মানুষ বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, সংহতিহারা জীবন
বিবর্ত্তনী অমৃত-আহরণে
অক্ষম হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৩৪৯৯।
৩০।৭।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

গণযোগ্যতাকে যতই দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে—
বোধিকুশল, শ্রেয়ার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার আনন্দ-উদ্যমে
একনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক অনুবর্ত্তনায়—
শুধু অর্থনীতি কেন, সমস্ত নীতিই
সমঞ্জস সম্বর্দ্ধনী বিবর্ত্তনে
পরিচর্য্যা-পরিপুষ্ট হ'য়ে
পরাক্রমী শ্রেয়োচ্ছল হ'য়ে চ'লবে ততই;
আসলে যত ফাঁকি
মেকীরও বাড়াবাড়ি তত। ৩৫০০।
৩০।৭।১৯৫১, সকাল ৯-১০

তোমার শ্রদ্ধা যেখানে যেমনতর অনুবিষ্ট,—
তোমার বুঝ বা বোধ, বিচার, বিবেক,
পছন্দ ও কর্ম্মসম্বেগ সেখানে তেমনতরই,
আর, ঐ সক্রিয় সশ্রদ্ধ আকূতিই হ'চ্ছে
যোগ্যতার নিয়ামক। ৩৫০১।
৩০।৭।১৯৫১, সকাল ১১-৫

প্রতিলোম-আসঙ্গ মেয়েদের জৈবী-সংস্থিতিকে
হীনপ্রভ ক'রে
মন, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজালকে
জঞ্জালাবৃত ক'রে তোলে যেমনতর,—
পুরুষের বোধ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজীবনকে
হীনপ্রভ করে তেমনি,
উভয়েরই সত্তার সলীল গতি
অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে

স্রোতবান হ'য়ে উঠতে না-পারায়
তাঁদের জীবন শীর্ণ ও ক্ষীণই হ'য়ে চলে। ৩৫০২।
৩০।৭।১৯৫১, সকাল ১১-১০

কোন পুরুষোত্তম অর্থাৎ পূরয়মাণ প্রেরিতপুরুষের
নিন্দা বা অপ্রতিষ্ঠা ক'রে
কোন পুরুষোত্তম বা প্রেরিতপুরুষের
প্রতিষ্ঠা ক'রতে যেও না,
তা'তে যাঁ'কে প্রতিষ্ঠা ক'রতে যাচ্ছ
তাঁ'র অপ্রতিষ্ঠা হয়,
কারণ, তাঁ'রা প্রত্যেকেই ঈশ্বর-বার্ত্তিক,
ঈশ্বরের বিধিকেই তাঁ'রা প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন ;
বরং পূর্ব্বতন পুরুষোত্তম বা প্রেরিতপুরুষের
সুসঙ্গত প্রতিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে
যাঁ'কে প্রতিষ্ঠা ক'রতে চাইছ
তাঁ'র প্রতিষ্ঠা কর—
সুসঙ্গত সম্বর্দ্ধনী পূরণ-অভিদীপ্তিতে
সমঞ্জসা অন্বয়ী সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে ;
মনে রেখো,
প্রাচীনদেরই অনুক্রমী উদ্বর্ত্তনই হ'চ্ছে
নবীনের নব প্রকাশ—
ঐ প্রাচীনেরই নবায়িত নবকলেবর। ৩৫০৩।
৩০।৭।১৯৫১, দুপুর ১২-১০

শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে তৎ-মননশীল হও,
সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্র জপ কর—
তদর্থী অন্বয়ে তদুপচয়ী অনুধ্যায়িতার সহিত,

তদর্থী করণে আত্মনিয়োগ ক'রে
যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
বোধিপ্রবণ, দক্ষকুশল তাৎপর্য্যে
অচ্যুত স্থির সম্বেগ নিয়ে,
এই হ'চ্ছে তপশ্চর্য্যার তাপস অনুধ্যায়িতা ;
জীবনকে বিবর্ত্তনে বিবর্দ্ধিত ক'রে তোল এমনি ক'রে
সার্থক, সুসঙ্গত, কুশল, দক্ষ-তৎপরতায়। ৩৫০৪।
৩০।৭।১৯৫১, বিকাল ৩-১৫

তোমার শ্রেয়সম্বুদ্ধ গণস্বার্থী উদ্দেশ্যকে
সুসঙ্গত অন্বয়ে সার্থক সমাবিষ্ট ক'রে
সমঞ্জস সিদ্ধান্তে উপনীত হও—
একটা আন্তর্জাতিক শ্রেয়পরিবেষণী তাৎপর্য্যে,
যা'র ফলে, তোমার ঐ সিদ্ধান্ত-প্রণোদনা
যেন ঐ আন্তর্জাতিক পরিবেশকে
তোমাতে সক্রিয় সমর্থনে দৃঢ়-সম্বদ্ধ ক'রে তোলে,
এমনি ক'রেই তোমার ইষ্ট, কৃষ্টি,
এক-কথায়, ধর্ম্ম-দাঁড়ায় অনুবর্ত্তনে সুদৃঢ় থেকে
আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যা'-কিছুকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তোমাতে সংহত ক'রে তোল—
তোমার আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও বাহ্যিক গঠনকে
নিয়ন্ত্রিত ও সংহত ক'রে তুলে
ঋদ্ধি ও সম্পদের অনুপ্রসরশীলতায় ;
রাষ্ট্রব্যক্তিত্ব লাভে এই হ'চ্ছে বাস্তব
কুশলকৌশলী দক্ষ কূট-তাৎপর্য্য,—

যে-দক্ষতায় প্রতিটি ব্যষ্টি সংহত সংক্রমণে
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। ৩৫০৫।
৩১।৭।১৯৫১, বিকাল ৩-৩০

বিবাহ-বিধান ও যৌন-জীবনকে
শ্রেয়সন্দীপী সুনিয়ন্ত্রণে সুশাসিত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী সম্বর্দ্ধনশীল
ক'রে তুলতে পারবে যতই—
ব্যভিচার, ব্যতিক্রম ও বর্জ্জন ইত্যাদিকে
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিরসন ক'রে,
বাস্তব-অভ্যুদয়ী চলনায়
তোমার রাষ্ট্রও তেমনি সুজন-সংহত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় দেদীপ্যমান হ'য়ে চ'লবে—
ব্যষ্টি, সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের প্রত্যেকটির
সমৃদ্ধ ক্রম-বিবর্ত্তনায়। ৩৫০৬।
৩১।৭।১৯৫১, বিকাল ৪-১৫

আগে, উপচয়ী শ্রেয়ার্থ-অনুপ্রেরণা নিয়ে
তদনুবর্ত্তিতায়
গণ-স্বস্তি ও স্বার্থকে
নিজের স্বস্তি ও স্বার্থ ব'লে গ্রহণ কর,
এই অনুপ্রেরণী অনুচর্য্যা নিয়ে
পূর্ত্তনীতি ও গণহিতী ব্রতে ব্রতী হও,
তবে তো তোমার ব্যক্তিত্ব
গণব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে;
আর, যদি ফাঁকি দাও,—
মেকিই হবে উপঢৌকন তোমার। ৩৫০৭।
৩১।৭।১৯৫১, বিকাল ৪-৩০

প্রতিলোম-জাতক যতই প্রবীণ, বিদ্বান,
বলশালী হো'ক না কেন,
তা'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য
বিকেন্দ্রিক, অব্যবস্থ, অবিশ্বস্ত, লোভপরবশ
ও হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সায় প্রবৃত্তিস্বার্থসঙ্গত
হবেই কি হবে ;
তেমনি আবার ভ্রষ্টা নারী
বিহিত শ্রেষ্ঠ পুরুষের সাথে
সঙ্গতিলাভ ক'রলেও
তৎ-উৎসৃষ্ট জাতক
মাতার ঐ ব্যতিক্রমের জন্য
পৈতৃক আভিজাত্য ও গুণগৌরবে
খানিকটা অপকৃষ্ট হ'য়েই ওঠে,
যদিও একানুধ্যায়ী সহ্য, ধৈর্য্য
ও অধ্যবসায়পূর্ণ ক্রমাধিগমনে
সে অনেকখানি উৎকর্ষের পথে এগিয়ে যেতে পারে,
তাই, তা' মন্দের ভাল ;
আবার, যে-নারী শ্রেয়-আসঙ্গ আশ্রয় ক'রেও
পুনরায় সম বা অশ্রেয়তে
আসঙ্গ-আশ্রয় লাভ করে,
শরীর ও মনের
বিপর্য্যয়ী, বিকেন্দ্রিক, ব্যতিক্রমী ব্যভিচারে
সে সঙ্কীর্ণ, অব্যবস্থ, কুৎসিত
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিরই জননী হ'য়ে থাকে,
অমনতর জননী ও সন্তান
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে

বিষক্রিয়াই বিস্তার ক'রে চলে—
নিজেদের জৈবী-বিধান ও ব্যক্তিত্বকেও
সাংঘাতিক মোহাচ্ছন্ন বোধবিক্ষুব্ধ বিকৃতিতে
বিসর্জ্জন ক'রে;
তাঁদের ভোগ-ঈপ্সা নরক-নর্ত্তনমুখর হ'য়ে
বীভৎস যা'-কিছুকেই উদ্‌গীরণ ক'রতে থাকে—
নানান ধাঁজে, নানান ভঙ্গীতে,
নানান কায়দা ও যুক্তিতে
আপঘাতিক বিষাক্ত আনন্দে। ৩৫০৮।
৩১।৭।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত বরেণ্যের প্রতি
একানুধ্যায়ী সক্রিয় অনুরাগ ছাড়া
নারী-জীবনের রতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শরীর, মন ও সত্তাস্পর্শী
চরম আস্বাদন-উপভোগ সম্ভব হয় না,
আর, পুরুষেরও তেমনি
শ্রেয়ানুধ্যায়ী, একানুরক্ত, ঐকান্তিক
প্রবৃত্তি-সংহতি ছাড়া
নারী-উপভোগে চরম আস্বাদন সুদূরপরাহত,
কারণ, অমনতর অনিয়ন্ত্রিত অনুরাগ-উদ্দীপনা
বিকেন্দ্রিক ব্যতিক্রম-বিক্ষুব্ধির ভিতর-দিয়ে
মানসিক ও শারীরিক বিধানে
অসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে
অতৃপ্তিই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
তাই, বিবাহ ও যৌনক্রিয়ায়
শ্রেয়ার্থপরায়ণ সুকেন্দ্রিক পুরুষ

ও বর-অনুচর্য্যা কুমারীই শ্রেয়,
উপভোগ ও সৃজননের
উদ্বর্ত্তনী বর্ত্ম'ই তা'রা। ৩৫০৯।
১।৮।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

মানসিক ভাবের অধিগতি যেমনতর
চারিত্রিক ও দৈহিক ব্যঞ্জনাও তেমনতর। ৩৫১০।
১।৮।১৯৫১, রাত ৮টা

শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য-বোধ, তৎসুখসুখিত্ব
তদ্দুঃখ বা অভাবে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা
ও নিরাকরণ-সম্বেগ
এবং তদুপচয়ে ক্লেশসুখপ্রিয়তা
যে-প্রীতিতে আছে তা'ই শ্রদ্ধা বা ভক্তি,
নয়তো, তা' জারপ্রীতিবৎ। ৩৫১১।
২।৮।১৯৫১, সকাল ৯টা

উপাধি
বিদ্যা ও বিজ্ঞতার নিদর্শন নয়কো,
কিন্তু উপাধিই যা'কে সেবা ক'রে কৃতার্থ হয়,—
বিদ্যা ও বিজ্ঞতা সেখানে। ৩৫১২।
২।৮।১৯৫১, বেলা ১০-১৫

আগে ভেবে দেখ কী ক'রবে,
তা'রপর বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখ—
তা' ক'রতে কী কী লাগে,
সেগুলি সংগ্রহ কর,

যথাস্থানে সন্নিবেশ কর এমনতরভাবে
যা'তে তোমার করা ব্যাহত না হয়,
ব্যর্থ বা বিলম্বিত না হ'য়ে ওঠে তোমার নিষ্পন্নতা ;
এই নিয়মে চ'লতে চ'লতে
সুব্যবস্থ চলনায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে তুমি—
তড়িৎ সমাধান-তৎপর হ'য়ে। ৩৫১৩।
২।৮।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

সত্তার বিবর্ত্তনী পোষণ, পূরণ
ও সংরক্ষণ-পরিচর্য্যাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম যেখানে যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংহতিতে
সহজ হ'য়ে উঠছে না—
সর্ব্বসমঞ্জসা, সার্থক অন্বয়ী
অর্থনৈতিক তাৎপর্য্যে,
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে উদ্ভিন্ন ক'রে,
তা' কিন্তু বিকৃত বা ব্যতিক্রমী ;
আর, যা' বা যে-মতবাদ
জীবনকে বিকৃত চলনে চালায়
তা' কিন্তু ধর্ম্ম নয়,
তা'র পোষকও নয়, বরং সত্তাশোষক,
তাই, ধর্ম্মই হ'চ্ছে অর্থনীতির ভিত্তি,
আর, এই অর্থনৈতিকতা
সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-আপূরণী হ'য়ে
সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠা চাই,
নইলে, এই অর্থনৈতিকতার দাঁড়া
শুধুমাত্র প্রবৃত্তির ভোগ-উপকরণ-ইন্ধন হ'য়ে

বিচ্ছিন্নতার বিভ্রান্ত চলনে
ভেঙ্গে খান-খান হ'য়ে উঠবে,
আবার, এই অর্থনৈতিকতার
ভিত্তিই হ'চ্ছে যোগ্যতা—
তা' ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
বোধিদীপ্ত কুশল-তাৎপর্য্যে,
ক্ষিপ্র ও দক্ষ দীপন সম্বেগে ;
আর, এই যোগ্যতা শুধু
ব্যষ্টিগতভাবে সমষ্টিতে চারিয়ে গেলেই চ'লবে না,
আবার চাই সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত প্রতিটি ব্যষ্টি ও শ্রেণীকে
প্রতিটি ব্যষ্টি ও শ্রেণীর প্রতি অন্তরাসী ক'রে তোলা—
পারস্পরিকতায় পোষণ-প্রবর্দ্ধনে
উন্নতির অধিগমনে উন্নীত ক'রে,
ভেঙ্গে একশা' ক'রে নয়কো,
কারণ, বৈশিষ্ট্যবান কোন ব্যষ্টি বা শ্রেণীর
সহযোগ-সঙ্গত ক্রমাধিগমন যদি ব্যাহত হয়,—
প্রত্যেকেই পোষণবঞ্চিত হ'য়ে
যোগ্যতায় শীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
তাই, পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যপালী
পরিপূরণ ও পরিপোষণই
ব্যষ্টি, শ্রেণী ও সমষ্টির অকাট্য স্বার্থ ;
এর ভিতর-দিয়েই
সংহতি দানা বেঁধে উঠে থাকে,
শক্তিও বিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে তখনই,
আবার, এই দানা বেঁধে উঠতে হ'লেই—
আপূরণী, বৈশিষ্ট্যপালী, একসূত্রসঙ্গত

প্রজ্ঞাপ্রকৃতিসম্পন্ন জীবন্ত একটি দানায়
নিবদ্ধ হ'তে হবে—
একানুধ্যায়ী একান্ত উৎকণ্ঠা-আবেগের সহিত
প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির সার্থক সংহতিতে,
যা'র ফলে, ঐ একার্থ-আপূরণী উৎকণ্ঠা-সম্বেগ
প্রেরণা-প্রবৃত্তির সহিত
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
যা' থেকে আসে উপচয়ী অর্জ্জন ;
তবে সেই ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন যোগ্যতা
সমষ্টিতে সুদৃঢ় নিবন্ধের সৃষ্টি ক'রে
একানুবর্ত্তিতায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চ'লবে,
আর, এই চলনই হ'চ্ছে—
উন্নতি বা বিবর্ত্তনের পথে ক্রমপদক্ষেপ,
যা'র ফলে, জাতি যোগ্যতায় সমৃদ্ধ হ'য়ে
অচ্ছেদ্য পরম সংহতি নিয়ে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকে ;
ঐ দানাই জীবন্ত আদর্শ,—
বাহ্য ও আন্তর পারিবেশিক সঙ্গতি
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
যাঁ'তে সার্থকতায় বোধায়িত হ'য়ে উঠেছে—
বিবর্ত্তনের আপূরণী তাৎপর্য্যে
জৈবী-সত্তায় অনুস্যূত হ'য়ে,
আর, ঐ একানুধ্যায়ী আদর্শ
পূরয়মাণ সন্দীপনায়
ঈশ্বরে একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
যোগ্যতা ও সার্থকতার উদ্দীপনী অনুপ্রেরণায়
উদ্ভিন্ন জলুসে

ব্যষ্টিজীবনে যতই ফুটে উঠতে থাকবেন—
তা'র অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-অনুস্যূত
অনুরাগের ভিতর-দিয়ে,—
ঐ বহু সমর্থ উদ্ভিন্নতায়
প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সেই একার্থে সার্থক চলনে চ'লতে থাকবে ততই—
বিবর্ত্তন-অভিদীপনায়;
এই বাস্তব বৈশিষ্ট্যপালী
সত্তাপোষণী সমন্বয়ী সঙ্গতিই হ'চ্ছে
অর্থনীতির সার্থক পরিণতি,
আর, অমৃত ঐ পথেই আশীর্ব্বাদ নিয়ে
জাতিকে দেব-অভিনন্দনে উদ্দীপ্ত ক'রতে থাকবে
তখন থেকেই। ৩৫১৪।

২।৮।১৯৫১, রাত ৯-৫০

যে মহত্ত্বে বা বড়ত্বে
মানুষের সত্তা-সংহিত অন্তর
পোষণপ্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
এক-কথায়, সত্তাপূরণী স্বার্থ
আপোষিত বা আপূরিত হ'য়ে ওঠে না—
একানুধ্যায়ী, সুসঙ্গত, উপচয়ী শ্রেয়ার্থ-অভিদীপনায়
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে ও কর্ম্মানুচর্য্যায়
বোধিকুশল দক্ষতাৎপর্য্যে,
সে মহত্ত্ব বা বড়ত্ব
মানুষের বরণীয় নয়কো। ৩৫১৫।

৩।৮।১৯৫১, বেলা ১০ টা

তোমার উদ্দেশ্য ও অনুপ্রাণতা
একানুধ্যায়ী, একার্থী, ঐকান্তিক
সক্রিয় হ'য়ে উঠবে যতই,—
মস্তিষ্কও তত উর্ব্বর হ'য়ে উঠতে থাকবে
স্বতঃই। ৩৫১৬।
৪।৮।১৯৫১, সকাল ৯ টা

অলোকজ্ঞ বিজ্ঞ হ'তে যেও না,
বিপর্য্যয় অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে। ৩৫১৭।
৪।৮।১৯৫১, বেলা ১০-৫৫

মহৎদের ভিতর স্তরভেদ থাকলেও
তাঁ'রা একে অপরের অনুপূরক ও অনুপোষক—
আর, তা' সর্ব্বতোভাবে,
তাঁ'দের মধ্যে হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা নাই,
মূলতঃ একানুধ্যায়ী তাঁ'রা সবাই। ৩৫১৮।
৪।৮।১৯৫১, বেলা ১১-১০

প্রাচীন প্রাজ্ঞদের সঙ্গে যা'র দ্বন্দ্ব,
তাঁ'দের আপূরণী নয় যা',
নিঃশ্রেয়স নয় যা',
পূরয়মাণ আদর্শ-নিবদ্ধ সংহতি নেই যা'তে,
যা' বৈশিষ্ট্যপালী প্রজনন-প্রবুদ্ধ নয়কো,
শিষ্ট ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্বর্দ্ধনী নয় যা',
আবার, যা' পরাক্রম ও যোগ্যতার অভিদীপক নয়,—
এমনতর যে মতবাদই আসুক না কেন,
তা' শিষ্ট জীবন-বীজকে ব্যাহত করে,

অতএব সত্তাপোষণী নয়কো,
তাই, তা' গ্রহণীয়ও নয়। ৩৫১৯।
৫।৮।১৯৫১, রাত ৯-৫০

নেতার আসনই হ'চ্ছে
তা'র শ্রেয়ার্থপরায়ণ উপচয়ী লোকহিতী চরিত্র—
সান্বয়ী সুসঙ্গত লোকস্বার্থই যা'র স্বার্থ,
যা' বাক্যে, ব্যবহারে
দক্ষ বোধি-কুশল ক্ষিপ্রতায়
কর্ম্মানুপ্রেরণায় বিস্ফুরিত, দেদীপ্যমান,
গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ হীনম্মন্যতাকে অতিক্রম ক'রে
সহজ, সরল, সম্বুদ্ধ, স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে
যা' সবাতেই অনুপ্রাণনশীল ;
এর বিচ্যুতি যত
আসনও অবসর গ্রহণ ক'রবে তত—অলক্ষ্যে। ৩৫২০।
৬।৮।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

তোমার ইষ্টার্থপরায়ণ বাস্তব আকৃতি
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
দক্ষকর্ম্মা অনুপ্রেরণা-সম্বুদ্ধ সংহত ব্যক্তিত্বে
পরিস্থিতির প্রতিব্যষ্টিকে
যতই যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে—
সত্তাপোষণী প্রবৃত্তি-সংহতির সার্থক তাৎপর্য্যে,
তোমার প্রবৃত্তি কৃষ্টিসম্বুদ্ধ হ'য়ে
ততই সমাজীকৃত হ'য়ে উঠবে,
যা'র ফলে, ওটা চারিয়ে গিয়ে

যোগ্যতার উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণায়
পারস্পরিক সহযোগী সামঞ্জস্যে
প্রতিটি ব্যষ্টিসত্তাই সঙ্ঘ-সত্তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
সংহত ব্যক্তিত্বে,
তোমার অস্তিত্বও হ'য়ে উঠবে
তেমনি ততই ভূমায়িত। ৩৫২১।
৬।৮।১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

যদি পার, সৎ যা', লোকহিতী যা'
তা'কে সচল রাখ,
সমৃদ্ধ ক'রে তোল,
আর, অসৎ যা'
তা'কে অচল কর, রুদ্ধ কর। ৩৫২২।
৬।৮।১৯৫১, সকাল ৮-১০

মানুষের বুঝের ধরণকে আশ্রয় ক'রে
যেমন ক'রে গজিয়ে তুলতে হয়,—
ঐ তালে সঙ্গতি রেখে তা'ই ক'রো;
নয়তো, বুঝের ভিতর বিকৃতি ঢুকতে পারে—
"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"। ৩৫৩২।
৬।৮।১৯৫১, সকাল ৯ টা

সত্তা চিরদিনই শুভ-সংক্ষুধ, শুভ-স্বার্থী,
তাই, মানুষ মন্দ ক'রেও
লোকের কাছে মন্দ হ'তে চায় না—
বরং গর্ব্বেপ্সার জলুস দেখিয়ে

বা ছাপাই-সমর্থনে বাহাদুরী নিতে চায়,
মন্দ বললেই বিরক্ত হয়, চ'টে যায়। ৩৫২৪।
৬।৮।১৯৫১, বেলা ৯-২৩

কৃতজ্ঞতানিবদ্ধ থাকা
আদর্শ-অনুপ্রাণিত সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ,
অসংহত ব্যক্তিত্ব কৃতজ্ঞ হ'তে কমই পারে। ৩৫২৫।
৬।৮।১৯৫১, বেলা ১০টা

তোমার শ্রেয়ার্থ-অভিদীপ্ত উপচয়ী যোগ্যতা
অন্যকেও শ্রেয়নিবদ্ধ যোগ্যতায়
যতই কৃতী ক'রে তুলতে পারবে,
তোমার যোগ্য জীবন
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ততই। ৩৫২৬।
৬।৮।১৯৫১, বেলা ১০-৫৫

প্রবৃত্তিই যা'দের স্বার্থপর, দ্বেষসুলভ,
আক্রোশপরায়ণ, কৃতঘ্ন,
তা'দের সাথে ব্যবহার ক'রতে গেলে
নিরাপত্তা ও নিরাকরণ-প্রস্তুতিকে
প্রবল ও প্রাচুর্য্যসমন্বিত ক'রে
সহৃদয় ব্যবহারে
তা'দের হৃদয়কে যদি স্পর্শ ক'রতে পার,—
খুবই ভাল;

কিন্তু নজর রেখো
তোমার সৎপ্রবৃত্তির দরুন
তুমি অপঘাতবিদ্ধ না হও,
তাই, নিরোধ-ও-নিরাকরণ-প্রস্তুতি
প্রবল রেখো। ৩৫২৭।
৬।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

যদি সংহতি, শান্তি ও সমৃদ্ধিই চাও—
তবে একানুধ্যায়ী শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনা নিয়ে
সহযোগ-সন্দীপনায়
যোগ্যতার উৎক্রমণী অনুক্রমে
অন্তর ও বাহিরের যা'-কিছু অন্তরায়
অতিক্রম ক'রে
স্বস্তি ও বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাসম্পোষণী কৃষ্টিকে
বিস্তারে বিস্তীর্ণ ক'রে তোল—
যা'-কিছু আবর্জ্জনাকে বিবর্জ্জিত ক'রে
অবাধে অর্জ্জনমুখর হ'য়ে। ৩৫২৮।
৬।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

অনিত্য যা'- কিছুকে
একানুধ্যায়ী সম্বুদ্ধ সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
বিবর্দ্ধিত ক'রে
নিত্যে বিবর্ত্তিত ক'রে তোল,
আর, ওই-ই হ'চ্ছে সার্থকতা
যা' পরমার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। ৩৫২৯।
৬।৮।১৯৫১, রাত, ৯-২৫

তুমি যে বেঁচে আছ
এটা যদি ঠিকই হ'য়ে থাকে,
তাহ'লে ব'লতে পারা যায়—
তোমার সত্তা জীবন্ত হ'য়েই বেঁচে আছে,
আর, এটা যদি ঠিকই হয়,
তোমার এই বেঁচে থাকতে গেলে
যা' যা' প্রয়োজন—
এই বেঁচে-থাকাকে পরিপোষিত ক'রতে
তা'ও কিন্তু তোমার কাছে অকাট্য,
এই বেঁচে-থাকার প্রতি তোমার যদি ভালবাসা থাকে
ও-প্রয়োজনও তোমার কাছে অবাধ্য,
আর, এই প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
সংগ্রহও ক'রতে হবে তোমাকেই—
তা' যেমন ক'রেই পার,
যেই এই সংগ্রহ-ব্যাপারে
মনোনিবেশ ক'রলে
অমনি তোমার স্বাভাবিক সন্ধিৎসার সহিত
নজর দিতে হবে —
ঐ বেঁচে-থাকার উপকরণগুলি সংগ্রহ ক'রতে
তোমার পরিস্থিতি ও পরিবেশ হ'তে ;
তাহ'লে একথা ঠিকই
বেঁচে থাকতে হ'লেই
ঐ বেঁচে-থাকার উপকরণ যদি
সংগ্রহ ক'রতে হয়
তা' ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশ হ'তেই ক'রতে হবে ;
আবার, এও যেন মনে থাকে—
এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি

যা' বিধিবিন্যস্ত হ'য়ে আছে
তোমার চারিভিতে,
তা' অন্বিত হ'য়ে উঠছে তোমাতে
সামঞ্জস্যে, যথা-প্রয়োজন
তোমার বোধি ও ব্যবহার-তাৎপর্য্যে ;
তোমার বাঁচার প্রয়োজনে
এদের প্রত্যেকে তোমার কাছে
অবাধ্যভাবে অপরিহার্য্য,
এমন-কি, এখন যে ব্যষ্টি বা গুচ্ছকে
তোমার কাছে অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হ'চ্ছে
এই পরিস্থিতির ভিতর,
উত্তরকালে ঐগুলিই হয়তো
তোমার জীবনের এই বেঁচে-থাকার
অচ্ছেদ্য, অত্যাজ্য উপকরণ
হ'য়ে উঠতে পারে,
হয়তো, তা' তুমি এখন জান
বা নাও জানতে পার অজ্ঞতাবশতঃ ;
আর, পরিস্থিতির প্রত্যেককে
বিহিতভাবে বৈশিষ্ট্যমাফিক বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে
কোন-কিছুই যা'তে
জীবনের এই বেঁচে-থাকার অপলাপ ক'রতে না পারে
এমনতরভাবে বেড় বা বেড়া দিয়ে
রাখতেই হবে তোমাকে ;
যদি না রাখতে পার,
অজ্ঞতাবশতঃ তা'দিগকে উড়িয়ে দাও—
একদিন-না-একদিন
এর জন্য তোমার

দুর্ভোগ উপভোগ ক'রতেই হবে,
এমন-কি, এর অভাবে
তোমার অস্তিত্বও বিলোপ হ'য়ে উঠতে পারে;
এই সমস্যার সমাধান ক'রতে হ'লে পরেই
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকে
তা'র সমস্ত তাৎপর্য্য নিয়ে
তোমার জানা উচিত,
তাহ'লে তোমার চক্ষুকে বিজ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন
ক'রে তুলতে হবে—
তা' এমনতরভাবে,
যা'তে সে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সুসঙ্গতি নিয়ে
যা'-কিছু সবকে দেখতে পারে
বোধিদৃষ্টি নিয়ে
তোমার বিজ্ঞতার ওপারে
অজানাকে খুঁজেপেতে জেনে,
তা' না হ'লে তুমি
তোমার ও ওদের নিয়ন্ত্রণ-সম্বন্ধে
বিধায়কও হ'য়ে উঠতে পারবে না,
নিয়ামকও হ'য়ে উঠতে পারবে না;
আবার, এই জানতে হ'লেই
তোমাকে জানতে হবে তাঁ'দের কাছে বা তাঁ'রই কাছে
যিনি জানেন বা জেনে চ'লেছেন—
একটা সুসঙ্গত আপূরণী পোষণ-পদবিক্ষেপে,
আবার, এই জানাগুলি
এমনতর ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যপালী
সমঞ্জসা সাম্য-সঙ্গত হওয়া চাই—
যা'র ফলে, এই যা'-কিছুর বিশেষত্ব বজায় রেখেও

তা' সংহত সত্তায় সার্থক একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে ওঠে—
একটা পরম বাস্তব তাৎপর্য্যে,
আর, যখনই তোমার বহুদর্শিতা
এমনতর ভেদগুলির ভিতর-দিয়েও
উপযুক্ত একসূত্রসঙ্গতিতে উপনীত হ'য়ে উঠল,
অর্থনৈতিকতা তখনই কেবল
তা'র স্বরূপ নিয়ে হাজির হ'য়ে উঠতে পারল
তোমার কাছে,
যা' নাকি তোমার নিজের এবং প্রতিটি ব্যষ্টির
সমঞ্জসা, সম্বুদ্ধ অন্তর ও বহিঃ-প্রকৃতির
সম্বুদ্ধ সম্বেদনায়
নৈতিক সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-সঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে উঠল,
এমনতর যতক্ষণ না হ'চ্ছে—
যতই অর্থনৈতিকতার চীৎকার পাড় না কেন,
অর্থনৈতিকতা বহুদূরে তোমা হ'তে তখনও ;
আবার, এই তোমারই প্রয়োজন-আপূরণে
প্রতিটি ব্যষ্টিকে তোমার যেমন প্রয়োজন
তোমাকেও কিন্তু তেমনি প্রতি-ব্যষ্টিরই প্রয়োজন,
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমন
সমষ্টিগতভাবেও তেমনি,
তাহ'লেই তোমার সম্বর্দ্ধনা যেমন
তোমার যোগ্যতার উপর নির্ভর ক'রছে
প্রতিটি ব্যষ্টির পক্ষেও কিন্তু তেমনি—
একটা পারম্পর্য্যানুক্রমিক
সানুকম্পী সহযোগী তৎপরতায় ;
এর ভিতর-দিয়েই তুমি,

তোমার পরিবেশ, তোমার সম্প্রদায়,
তোমার সমাজ ও রাষ্ট্র
সম্বর্দ্ধনী অনুক্রমণায়
ক্রম-সংক্রমণে উৎক্রমণের দিকে
ক্রম-পদক্ষেপে চ'লতে থাকবে,
যা'কে যতখানি বাদ দেবে
বাদও প'ড়বে তুমি তেমনতরই ;
তুমি বোধিবান সেখানে ততই হ'য়ে উঠবে—
তোমার এই বেঁচে-থাকা
বা সত্তাপোষণের পক্ষে অসৎ যা'
তা'কেও নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তোমার সত্তাপোষণী ক'রে যতই তুলতে পারবে,
বা তা'কে নিরোধ ক'রে সত্তার ক্ষয় ও ক্ষতির পথ
রুদ্ধ যতই ক'রতে পারবে,
যদি নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তা'কে সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে পার—
তা' তোমার ঐশ্বর্য্যই হ'য়ে উঠবে,
কিন্তু অসৎকে যদি অসৎ ক'রেই রাখ,
নিয়ন্ত্রণ বা নিরোধ না কর—
তা' কিন্তু তোমার সত্তাতে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রবেই কি ক'রবে ;
তাহ'লেই দেখ,
এই তোমার জীবন-উপকরণবাহী পরিস্থিতি
ও পরিবেশের ভিতর যা'-কিছু আছে
ব্যষ্টিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে
প্রত্যেকটি গুচ্ছে-গুচ্ছে সুসজ্জিত হ'য়ে আছে,

আবার, এই প্রতিটি গুচ্ছের ভিতর
ব্যষ্টিগতভাবে অনেকেই
যোগ্যতায় উচ্ছল হ'য়ে চ'লেছে কোন-দিক-দিয়ে,—
কেউ বা বড়,
কেউ বা মাঝারি রকমের,
কা'রও বা খাঁকতি আছে,
এরা প্রত্যেকেই কিন্তু
তোমার ঐ জীবনীয় সত্তাপোষণের
ভাণ্ডার সংরক্ষণ ক'রে চ'লেছে—
পারম্পর্য্যানুপাতিক ;
আর, এই গুচ্ছগুলিই কিন্তু শ্রেণী বা বর্ণ—
যা' এক-এক রকমের বৈশিষ্ট্য বহন ক'রে
পরিবেশের ভিতর অন্যগুলিকে
যথাসময় যেমন প্রয়োজন
সেই বৈশিষ্ট্য-ক্ষরিত পোষণরস জোগান দিয়ে
বাঁচিয়ে রেখেছে,
তাহ'লে তুমি যদি বাঁচতেই চাও—
এই শ্রেণীগুলিকে একশা' ক'রে ফেলতে পার না,
ভেঙ্গেও ফেলতে পার না,
মানে, এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভেঙ্গে
চুরমার ক'রে ফেলতে পার না,
কারণ, তোমার জৈবীকোষগুলিকে
যদি একশা' ক'রে ফেলা সম্ভব হয়—
তাহ'লে তোমার বিধানের অবস্থা যেমনতর হবে
এতেও কিন্তু ঠিক তা'ই হবে,
আর, তা' করা মানেই হ'ল—
উদ্ধত অজ্ঞ গর্ব্বেপ্সা নিয়ে

গণহিতের ভ্রান্ত বাহানায়
যেমন তোমাকে তেমনি প্রতিটি অন্যকে
বঞ্চিত ক'রে তোলা,
প্রতারিত ক'রে তোলা,
অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়া,
তোমার অজ্ঞতা এই সম্পর্কান্বিত গুচ্ছের
সমীচীন সমতাকে না জেনে
যদি বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে তা'কে—
তুমি তো নষ্ট পাবেই,
আর, এ-নষ্ট
তোমাতেই পরিসমাপ্তি লাভ ক'রবে না কিন্তু ;
এর ব্যতিক্রম প্রকৃতির বুকে
অনেকখানি ফাটল সৃষ্টি ক'রবে,
তা'কে আপূরিত করা সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
তবুও যদি ঐ ফাটলকে
আপূরণ করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে—
তাহ'লে তা' ঐ তোমাদেরই
সমবায়ী সত্তা হ'তে ক'রতে হবে,
তা' ক'রেও কিন্তু
সেই স্বস্থ রূপ-অনুক্রমণের উদ্ভব
আর সম্ভব হ'য়ে উঠবে না,
আর, সে-অবস্থায়
অর্থনৈতিক কারিকুরি যতই কর না কেন,—
এ জীবনের অর্থনৈতিক সার্থকতা
ব্যর্থতাতেই পরিসমাপ্তি লাভ ক'রবে—
এও কিন্তু নিঃসন্দেহ,
তাই, ভিতরেই হো'ক

আর বাইরেই হো'ক—
বিভিন্ন গুচ্ছগুলিকে সম্পর্কান্বিত ক'রে
সমীচীন সমতায়
পারম্পরিকভাবে সুপুষ্ট ক'রে
যোগ্যতায় সম্বুদ্ধ ক'রে তোলার যে-মরকোচ
তা'ই হ'চ্ছে অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য ;
আর, এই যোগ্যতার সার্থক সন্দীপনা-প্রবুদ্ধ
অন্বয়ী পদক্ষেপে
বা অযোগ্য যোগ্যতার অনর্থক অবসাদী উপহাসে
পর্য্যায়ক্রমে মানুষের বা দুনিয়ার ইতিহাসও
অমনতরই বদলে গেছে
ভাঙ্গা-গড়া, উত্থান-পতনের ভিতর-দিয়ে ;
এই জীবনপ্রলুব্ধ আমরা যদি
একার্থপরায়ণ সত্তাপোষণী অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় উপচয়ী হ'য়ে উঠতে না পারি—
বাঁচা ও বাড়ার ব্যতিক্রমের হাত হ'তে
রেহাই পাব না কিছুতেই,
যোগ্যতাই আমাদের অর্জ্জনীয়,
আর, এই যোগ্যতাই অর্জ্জন ক'রতে পারে
যা'-কিছু সব—
তা'র অনুরাগ ও অনুগতি-সম্বেগের ভিতর-দিয়ে,
তাই, জীবনকে নিভিয়ে দিয়ে
বিবর্দ্ধন বা বিবর্ত্তনের আবাহন
ক'রতে পারবে না তুমি কিছুতেই,
ঠিক ঠাওর ক'রে রাখ—
যেদিন থেকে এই জীবনের আবির্ভাব হ'য়েছে,
পারম্পর্য্যে সঙ্গতি বজায় রেখে

সে বিবর্দ্ধন বা বিবর্ত্তনেরই
পূজারী হ'য়ে চ'লেছে—
ওঠানামা, আকাবাঁকা, ভালমন্দের ভিতর-দিয়ে
জীবন-অভিযানে
যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে হাত বাড়িয়ে ;
যখন জীবনের উন্মেষ হয়েছিল
এই দুনিয়ার বুকে—
কোন জীবদেহের বিশেষ গঠনের ভিতরে
অনুস্যূত থেকে,
তখন থেকেই কিন্তু
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশেষ ক্ষরণে আত্মপুষ্টি ক'রে
বিবর্ত্তনের পথে চ'লে
সব যা'-কিছুতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে সে যেমনভাবে,
আবার, 'তুমি', 'আমি'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে
তেমনি ক'রেই ;
আর, যে-কোন বিশেষ গুচ্ছ
বাঁচবার আবেগে
প্রকৃতির আপূরণী-আকূতিকে আপূরিত না ক'রে
শুধু শোষণসংক্ষুধ হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে লুট ক'রে
খেয়েই বাঁচতে গিয়েছিল—
দেশ-কাল-অবস্থার ভিতর-দিয়ে
ঐ ক্ষয়িষ্ণু অভিযান নিয়ে,—
তা' কিন্তু আজ আর বেঁচে নাই,
যদিও তা'র অনেকগুলির চিহ্ন
আজও আমরা পেয়ে থাকি
বা বুঝতে পারি ;

বিশেষ ব্যষ্টির বিশিষ্ট অবদানের ভিতর-দিয়েই
প্রত্যেক বিশেষই বেঁচে আছে,
আবার, এই অবদানকে সুপুষ্ট ক'রতে হ'লেই
তা'দের প্রীণন চাই, পোষণ চাই,
এই প্রীণন-পোষণের ভিতর-দিয়ে
তা'রা ক্ষরণ ক'রে থাকে যা'
তা'ই দিয়েই কিন্তু অন্যে বেঁচে চলে,
আবার, এই বাঁচার ভিতর-দিয়েই আসে
আত্মবিস্তারের আকূতি,
যা'দেরই আয়ু যত কম—
সন্তানসন্ততির ভিতর-দিয়ে
বংশবিস্তার করেও তা'রা তত বেশী,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
এই সন্তানসন্ততির ভিতর-দিয়ে
অনুক্রমিত হ'য়ে
ঐ বাঁচবার প্রলোভনই
উপভোগ-নন্দনায়
তা'দিগকে বিস্তার লাভ ক'রতে
প্রবুদ্ধ ও প্রেরণাপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, এর ভিতর-দিয়েই
বিহিত ক্রমে
স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের ভিতর-দিয়ে
নিজ শরীর ও সত্তা
পর্য্যায়ীভাবে সংক্রমিত হ'য়ে চলে ;
কাম-প্রলোভন ঐ সংক্রমণের একটা পথ,
আবার, এই কামকে যতই অসংযত অবৈধভাবে
সত্তার ক্ষয়কারী ক'রে ব্যবহার ক'রবে,—

ততই তুমি অবলোপের কোলে
অবশ হ'য়ে ঢ'লে প'ড়তে থাকবে,
কাম, ক্রোধ, লোভ্‌ ইত্যাদি প্রত্যেক প্রবৃত্তিরই
কিন্তু এমনতর রকম ;
তাহ'লেই বোঝ—
আমাদের বেঁচে-থাকার পক্ষে
এবং সন্ততির ভিতর-দিয়ে আত্মবিস্তার ক'রতে
যেমন আহার ও কামের প্রয়োজন,
তেমনি বেঁচে থাকতে গেলেই
বেঁচে-থাকার উপকরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন—
তা' আহার-বিহার চলন-ফেরন
সব তা'র ভিতর দিয়েই ;
কিন্তু এই পরিপোষণী বৈশিষ্ট্যের
বিশেষ ক্ষরণকে অবলম্বন ক'রে
যতই আমরা সত্তাপুষ্টি বা আত্মপুষ্টি ক'রতে পারব
ও বেঁচে থাকতে পারব—
উপযুক্ত বোধিবীক্ষণায়
অনুচর্য্যারত হ'য়ে বৈধী পরিবেষণে,
জীবনে ও বোধিবীক্ষণায়
আমরা সাবুদ হ'য়ে চ'লতে পারব ততই ;
তাহ'লে বাঁচতে হ'লেই আহারের যেমন প্রয়োজন—
আত্মবিস্তার ক'রতে হ'লে কামের যেমন প্রয়োজন—
এবং আহার ও অন্যান্য জীবনীয় উপকরণ যা'-কিছু
সংগ্রহ ক'রতে হ'লে
আমাদের তেমনি বৈশিষ্ট্যপালী পরিচর্য্যানিরত
হওয়ার প্রয়োজন,
একে অপরকে যদি খেয়েই বাঁচতে চাই—

শোষণ ক'রে বাঁচতে চাই—
পোষণ না দিয়ে,—
তাহ'লে আমরাও হয়তো একদিন
সাবাড় হ'য়ে যাব,
যত ফন্দি-নষ্টিই করি না কেন
টেকদার হবে না কিছুই কিন্তু;
আবার ভাব,—সত্তাশক্তি বা আত্মিক-শক্তি
যদি আমার বিধানকে জীয়ন্ত ক'রে না রাখত—
আর, এই জীবন্ত রাখবার মত উপকরণ বা উপাদান
সংগ্রহ ক'রে না দিতে পারতাম
আমাদের এই সত্তাকে,
বেঁচে-থাকা কিন্তু দুর্ঘটই হ'ত;
তাহ'লে দেখতে পাই, শরীরে জীবন থাকে,
আর, শরীরে জীবনীয় রূপেই
জীবনকে রক্ষা ক'রতে হবে—
তবেই তা' থাকবে,
শরীরের জীবনীয় শারীরিক গঠনকার্য্যকে
ব্যাহত ক'রে
যে-উপকরণই আমরা তা'কে পরিবেষণ করি না কেন
তা' হয়তো সে নিতেই পারবে না,
আর, নিলেও তা'র দ্বারা সে অপলাপের দিকেই যাবে—
ব্যাধি ও দুর্ভোগে আত্মবিলয় ক'রে;
তাহ'লেই দেখ, বস্তু থেকেই আত্মা হো'ক
আর আত্মার পরিণামই শরীর হো'ক—
কিন্তু এই জীবন বা আত্মা-সংরক্ষণী
সুষ্ঠু-সম্পোষণ যদি শরীরকে না দিতে পারি,—
তাহ'লে আমাদের বাঁচা আর

বেঁচে থাকবে না কিন্তু,
এমনতর কখনও শোনা যায়নি
যে, ঐ রকম না দিয়েও
কেউ বেঁচে থেকেছে সাধারণতঃ,
তাই, সত্তার আপূরণ-পোষণী
সপরিবেশ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে যে ধৃতি-পরিচর্য্যা
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ;
ধর্ম্ম মানেই তা'ই—
যা' সত্তাকে ধারণ করে সব দিক দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে,
আর, এর জন্য চাই
সুসঙ্গত বোধি-সম্পন্ন এমনতর একজন
পূরয়মাণ ভাগবত মানুষ,—
যাঁ'র প্রতি প্রীতি-প্রণোদনায়
অচ্ছেদ্য অনুরাগ-নিবন্ধে
আকুল উৎকণ্ঠা-উদ্বোধনায়
অনুপূরণী আকূতি-উজ্জৃম্ভী আবেগে
যোগ্যতায় দৃঢ় দক্ষ ক্রমবর্দ্ধনশীল হ'য়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতি
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠতে পারে—
আন্তরিক সংহিতি নিয়ে
বজ্র-কঠোর সংহতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে প্রতিপ্রত্যেকে,
যা'র ফলে, পরাক্রমী পাবকশক্তিসম্পন্ন হ'য়ে
সার্থক জীবন-জলুসে
আমরা কৃতকৃতার্থতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারি,
এমনতর স্বীকারের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কে আপনার ক'রে নেওয়াই

সংহতিপ্রবণ সুব্যক্তিত্বে জমাট হ'য়ে
যোগ্যজীবনে অধিরূঢ় হওয়ার একমাত্র পন্থা,
নয়তো, জীবনের জলুস যতই
কৃতিত্বের ছটা বিকিরণ ক'রে চলুক না কেন,
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে সেগুলি খান-খান হ'য়ে
উঠবেই কি উঠবে,—
যেমন একটি কোষের ভিতর
তা'র কোষকেন্দ্র যদি না থাকে
সে-কোষ যেমনই হো'ক
আর যা'ই হোক
তা' বাঁচতে পারে না,
বৃদ্ধিতে এগিয়ে যেতে পারে না,
বিস্তারে বিস্তীর্ণ হ'তে পারে না;
আদর্শ-বিধৃত, ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য-সমন্বিত
সপরিবেশ এই ধর্ম্মানুচর্য্যাই
নিয়ে আসে ধর্ম্ম,
নিয়ে আসে অর্থ,
নিয়ে আসে সত্তাসঙ্গত কামনার পরিপূরণ,
নিয়ে আসে মোক্ষ—
আর, মোক্ষ মানেই প্রবৃত্তি-অভিভূতি হ'তে মুক্তি,
এই চতুর্ব্বর্গই হ'চ্ছে ধর্ম্মের অবদান
যা' মানুষকে শ্রেয়ার্থসন্দীপী একসূত্রসঙ্গত
প্রজ্ঞাপ্রদীপ্তিতে সার্থক ক'রে তুলে
ক্রম-পদবিক্ষেপে অমৃতস্পর্শী ক'রে তোলে,
এই যা-কিছু সবেরই
সুসঙ্গত অভ্যুত্থানই
অর্থনৈতিক সমাধান,

এগুলি উপেক্ষা ক'রে যা'ই কর, তা'ই কর,
বেতাল ব্যর্থতায় খাবি খাওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না ;
তবে, এই ধর্ম্মকে বাস্তব আচরণে
অনুসরণ করা চাই,
নচেৎ জগতে এখন পর্য্যন্ত
এমন কোন মতবাদ, শাসন বা নিয়মতান্ত্রিকতা
দেখতে পাওয়া যায়নি
বা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি,
মানুষ যা'কে অনুসরণ না ক'রেও
বা অবজ্ঞা ক'রেও
তদনুপ্রসূত বিবৃদ্ধি বা বিবর্ত্তনের
অধিকারী হ'য়ে চ'লবে ;
বিভ্রান্ত হ'য়ে ব্যতিক্রমে যতই চ'লতে থাকব—
সত্তাপোষণী পরিকল্পনাকে ব্যাহত ক'রে
ভোগবিহ্বল প্রবৃত্তি নিয়ে,
যে-তান্ত্রিকতাই হো'ক না কেন
তা' আমাদিগকে অপলাপের পথ হ'তে
নিস্তার দিতে পারবে না কখনও—
যতক্ষণ সে-নিয়ন্ত্রণ
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়
বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণে নিরন্তর হ'য়ে না রয়,
বা মানুষের জৈবী-সংস্থিতির স্বতঃ-প্রকৃতিই
যদি সহজভাবে ঐ নিয়ম-সম্বুদ্ধ না হয়
স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়ে ;—
এই আমার মূর্খ বিবেচনা—
সহজ থেকে সহজ ভাবে

সহজ বিবেচনায়
নিরপেক্ষভাবে দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে
যা' আমি দেখতে পাই,
আমার এই দেখা যদি তোমাদের কাউকে
দর্শন-দিধিক্ষু ক'রে তোলে,
উপকৃত হয় কেউ,
আমিও উপকৃত হলাম
এই আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রব। ৩৫৩০।

৬।৮।১৯৫১, রাত ১১টা

জানার অন্তরালে
অজানার যে নটলীলা—
অমরণ-আকূতির সন্ধিৎসা-সম্বেগে
তা'কে উদ্ঘাটন করার যে সক্রিয় আগ্রহ-আকূতি,
তা'ই-ই আমাদের বোধিকে ক্রমবিকশিত ক'রে
প্রজ্ঞার পথে এগিয়ে দেয়। ৩৫৩১।

৮।৮।১৯৫১, সকাল ৮ টা

হীনম্মন্য ঔদ্ধত্যের কাছে পরাভূতি স্বীকার ক'রে
গর্ব্বেপ্সার ইন্ধন জুগিয়ে
কেউ যদি বড় হ'তে চায়,
তা'র বড় হওয়া হবে না—
প্রীতিপাত্রও হ'তে পারবে না সে,
মোসাহেব হ'তে পারে,—
কিন্তু তাও মনে রাখতে হবে—
তা'র সত্তা, মর্য্যাদা ও সম্পদকে
উপঢৌকন দিয়ে;

অসৎকে তাজা ক'রে, তা'র ইন্ধন জুটিয়ে
সৎ বা সত্যের অভ্যুত্থানের পূজারী হওয়া
ঠাট্টার সংবাজী ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৩৫৩২।

৯।৮।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতাকে
বোধি বলা যায় না,
বরং তা'কে আভ্যাসিক সংজ্ঞা বলা যেতে পারে,
সর্ব্বসঙ্গত যে-বোধ,
তা'কেই বোধি ব'লে থাকে। ৩৫৩৩।

৯।৮।১৯৫১, রাত ১১-১৫

কেউ যদি কা'রও প্রতি অন্যায় করে,
ন্যায়ের যুক্তিবাদের উপর দাঁড়িয়ে
তা'র প্রতি অন্যায় করা,
প্রতিশোধ নেওয়া কিন্তু
প্রীতিপূর্ণ স্থিতধীর লক্ষণ নয়কো,
অবশ্য ঐ অন্যায় যদি
সত্তা, সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে
সাংঘাতিকভাবে সংঘাত কিছু না আনে,
যদিও অসৎ-নিরোধী হওয়া সব সময়ই ভাল ;
কিন্তু প্রীতি-পরিচর্য্যা নিয়ে
ঐ অন্যায়কারীর প্রবৃত্তিকে
নিরসন ক'রতে পারাই হ'চ্ছে
প্রাজ্ঞ স্থিতধীর লক্ষণ। ৩৫৩৪।

১৪।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৬

কোন বিশেষ বিষয়ে
যদি কেউ তোমার অভিমত জানতে চায়
বা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে,
সে-বিষয়ের ব্যাপারটা কী
তা' আলাপ ক'রে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে চেষ্টা ক'রো—
তা'র যা'-কিছু মরকোচ নিয়ে ;
আর, তা' কোন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র
বা কোন বস্তু সম্বন্ধেই হো'ক,
তা'র সর্ব্বসঙ্গত সত্তাপোষণী
হিতী পন্থা কী—চিন্তা ক'রে
সুবিধা-অসুবিধাকে দেখে
ন্যায়তঃ হিতীজনক যা'
সেইটেকেই তোমার অভিমত ব'লে জ্ঞাপন ক'রো,
বা প্রশ্নের উত্তর দিও,
তুমিও তৃপ্তি পাবে,
অন্যেও খুশি হবে। ৩৫৩৫।
১৪।৮।১৯৫১, রাত ৭-৪৫

পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের
সুসঙ্গত, পূরয়মাণ হিতী সমন্বয় যেখানে যেমন—
ভাগবত অনুপ্রেরণাও সেখানে তেমনি জীয়ন্ত,
আর, তাঁ'দিগকেই ভাগবত মানুষ ব'লে থাকে ;
তোমার অনুরাগ-উদ্দীপিত
স্বার্থপ্রত্যাশারহিত, তদর্থপরায়ণ
সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বোধিবীক্ষণতা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে থাকবে যতই—

দোষদৃষ্টির অন্ধ আবরণ তিরোহিত হ'য়ে
বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিও বিকাশ পাবে ততই তেমনি। ৩৫৩৬।
১৪।৮।১৯৫১, রাত ৮-৫২

মনে রেখো—
ভাগবত মানুষ বা প্রেরিতপুরুষ চিন্তাপাঠী নন
বা জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীও নন,
বরং তাঁদের সুসঙ্গত বোধিসংস্থায়
সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ নিরতিশয়ভাবে নিহিত থাকে;
তাঁদের করুণাভিনিবেশ
পরিস্থিতি ও পরিবেশের সুষ্ঠু অনুচর্য্যায় উদ্গত হয়,
ব্যুৎপত্তি লাভ করে লোককল্যাণ-বিধায়ক হ'য়ে,
এবং তা' বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরণী
মঙ্গলানুধ্যায়িতায়
মানুষের বিবর্দ্ধন-বিধায়ক কল্পতরু হ'য়ে
সত্য ও সুন্দরে সার্থকতা লাভ করে। ৩৫৩৭।
১৫।৮।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

শ্রেয়ার্থকেই তোমার জীবনের স্বার্থ ক'রে লও,
তদুপচয়ী কর্ম্মই
তোমার দৈনন্দিন জীবনের তপস্যা হ'য়ে উঠুক,—
সশ্রদ্ধ সুসঙ্গত সমর্থনী বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
তোমাতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক—
সক্রিয় অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে;
তাঁ'র শুভকে আমন্ত্রণ কর,
অশুভ অপযশকে নিরোধ ক'রে
তাঁ'কে শুভ-সন্দীপনায় সমৃদ্ধ ক'রে তোল—

ক্ষিপ্র-কুশল দক্ষ তৎপরতায়,
তাঁ'কে সর্ব্বাঙ্গীণ, সর্ব্বতোমুখীন অনুচর্য্যা ক'রে
যে-অবদান অভিনিঃসৃত হয়
তা'ই-ই তোমার সত্তাপোষণ ও জীবনধারণের
পবিত্র উপকরণ হ'য়ে উঠুক,
তাঁ'র শ্রেয়বাণী ও শ্রেয়নিদেশের
সর্ব্ব-আপূরণী অনুপ্রাস
যেখানে যেমন পাও সংগ্রহ ক'রে
সুসঙ্গত সমন্বয়ে
সম্পুষ্ট ক'রে তোল তাঁ'কে,
তাঁ'র প্রত্যেকটি বাক্,
প্রত্যেকটি ব্যবহার,
প্রত্যেকটি কর্ম্মানুপ্রেরণা
তাঁ'রই রাগরঞ্জিত হ'য়ে
প্রতিটি ভঙ্গীতে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
সব যা'-কিছুরই
সুসম্পন্ন নিষ্পন্নতার সাধু-সঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে—
কৃতিত্বের পতাকাবাহী হ'য়ে
সাধু-সৌকর্য্যে তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায় ;
আর, এই হো'ক তোমার
জীবনমন্ত্রের তপ,
জীবনযাত্রার অভিযান। ৩৫৩৮।

১৬।৮।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

এই বর্ত্তমান
তোমারই অতীতের পরিণাম মাত্র,
তাই, এই বর্ত্তমানের উপরেই দাঁড়িয়ে

অতীতকে পর্য্যালোচনা ক'রে
বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে
সুধী সুপ্রস্তুতির সহিত নিয়ন্ত্রণ কর ;
এই বর্ত্তমান যখন ভবিষ্যতে
আবর্ত্তিত হ'য়ে দাঁড়াবে
সুধী কুশল কৃতিত্ব নিয়ে,—
কৃতার্থতা তোমাকে
অভ্যর্থনা ক'রবে অতি নিশ্চয়। ৩৫৩৯।
১৬।৮।১৯৫১, বেলা ১০টা

উদ্দেশ্য এক থেকেও
যা'রা একমত হ'তে পারে না,
একপন্থী কর্ম্মানুচর্য্যী হ'তে পারে না,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ প্রবৃত্তি-অভিভূতি
তা'দের স্বার্থসম্পদ্ হ'য়ে উঠেছে—
পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে
যা' অতীতের পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
বর্ত্তমানকে আমন্ত্রণ ক'রে তুলেছে
যা'র-যা'র পক্ষে যেমনতর—
পরস্পরের ঐক্যানুবন্ধকে ব্যাহত ক'রে ;
তাই, শ্রেয়ার্থ-অনুধ্যায়ী একানুধ্যায়িতার
সশ্রদ্ধ সম্বেগই
পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে
ঐক্যনিবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
শ্রদ্ধাই শ্রেয়কে ধারণ ক'রতে পারে—

পরস্পরকে ঐক্যনিবদ্ধ ক'রে,
প্রতি-পরস্পরকে আপূরিত ক'রে। ৩৫৪০ ।
১৬।৮।১৯৫১, বেলা ১০-৪০

মন্ত্রের মানস-কথনকেই জপ বলে,
আর, ঐ মন্ত্র-তাৎপর্য্য কেমন ক'রে
কোন্ উপাদান-সংহিতি নিয়ে
কেমন গুণান্বিত হ'য়ে
কেমনতর অভিব্যক্তিলাভ করে বা ক'রেছে,
সন্ধিৎসা ও সম্বীক্ষণী বোধি নিয়ে
তা' অনুধাবন করাই তদর্থ-ভাবনা। ৩৫৪১ ।
১৬।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৪৫

জীবেরই হো'ক বা জগতেরই হো'ক,
মানুষেরই হো'ক, সমাজেরই হো'ক
বা রাষ্ট্রেরই হো'ক
ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত-ভাবে
সৌরত-সন্দীপনা
শ্রদ্ধা-অনুস্যূত সম্বেগশালী হ'য়ে
সত্তাপোষণী, পূরয়মাণ শ্রেয়কে কেন্দ্র ক'রে
অনুপ্রেরণায় দীপ্ত হ'য়ে উঠবে যেমনতর,
তেমনি ক'রেই তা'রা
জীবন-জলুসে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে
বিস্তার-প্রবৃত্তি নিয়ে
বিবর্ত্তনের দিকে এগুতে থাকবে ;
আর, ওই-ই জীবনের দীপনকেন্দ্র,
জন ও জাতি ঐ কেন্দ্রে সুসঙ্গত হ'য়ে

যতদিন ঐ চলনে চ'লতে থাকবে,
তা'রা চ'লবেই ক্রমপদবিক্ষেপে
প্রমত্ত পরাক্রমে—উন্নতির পথে ;
আবার, যখনই ঐ কেন্দ্র
তা'দিগেতে ভেঙ্গে যাবে
বা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে
প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে
ঐ প্রবৃত্তিতেই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে চ'লতে থাকবে তা'রা,
যতই যা'ই করুক না তা'রা—
বিবর্ত্তন বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে না তা'দের সম্মুখে ;
ঐ স্বৈরীবুদ্ধিসম্পন্ন প্রবৃত্তি-অভিভূতি
বা তদনুপূরক যে
তা'ই হ'চ্ছে মানুষের লোপনছিদ্র,
গণ, সমাজ ও রাষ্ট্র
তা'র প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে
প্রত্যাশা-প্ররোচিত সম্বেগে
ঐ লোপনছিদ্রকে যতই আঁকড়ে ধ'রবে,
উন্নতিও ততই অবগুণ্ঠিত হ'য়ে
তা'দের দৃষ্টির পাল্লার বাইরে
এসে দাঁড়াবেই কি দাঁড়াবে—
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, বিপর্য্যয়ী
ব্যতিক্রম-অভিশাপ আহরণ ক'রতে ক'রতে ;
পারবে না তা'রা,
দাঁড়াহীন ভ্রান্ত ঔদার্য্যে
আত্মঘাতী বিলাসিতায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
তা'দের প্রতিপ্রত্যেককে

আত্মবিলয়েরই অভিযাত্রী হ'য়ে চ'লতে হবে,
যেমন চাও, বুঝে চ'লো। ৩৫৪২।
১৭।৮।১৯৫১, বেলা ৯-৩০

যে-যে প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনে
তুমি অনুবদ্ধ হ'য়ে আছ,
বিধৃত হ'য়ে আছ—
আমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে,
তা' ত্যাগ ক'রে
কেবল আমাকে বা আমার ইচ্ছাকে
বা আমার নিদেশকেই
পরিপালন ক'রে চল—
এমন-কি, নিজেকে যে পরিপালন ক'রবে
তা'ও ঐ তাৎপর্য্য নিয়ে ;
—এই হ'চ্ছে গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ' কথার বিশেষত্ব। ৩৫৪৩।
১৮।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৩০

পরিবেশ-সহ তোমার নিজের
বাঁচবার প্রয়োজনে
বাঁচবার অন্তরায় যা'
বৃদ্ধি পাওয়ার অন্তরায় যা'
সেগুলি তো নিরোধ ক'রতে হবেই
দমন ক'রতে হবেই
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হবেই,
কিন্তু মনে যেন থাকে—
কেউ যদি অসৎ-অভিভূতি নিয়ে
আত্মঘাতী চলনে চলে

বা অন্যের জীবনে বাঁচবার বা বাড়বার পথে
সংঘাত সৃষ্টি করে—
একটা আত্মঘাতী বিকৃতির উন্মত্ততা নিয়ে,
তুমি যদি তা'কে ঐ অভিভূতি হ'তে
রক্ষা ক'রতে পার
উদ্ধার ক'রতে পার,
তা' কিন্তু তোমার নিজের পক্ষে ও তা'র পক্ষে
আত্মপ্রসাদী আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ;
মনে রেখো—
তোমার প্রীতি যেন
প্রত্যেকেরই সত্তার ধারণ ও পোষণে
সব সময়ই সহায়ক হ'য়ে চলে,
তোমার আত্মিক-অবদান হ'তে
কেউ যেন বঞ্চিত না হয়,
পারতপক্ষে, নিরোধ ক'রতে গিয়ে
বিরোধ বা বিলোপকে
আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না। ৩৫৪৪।
১৮।৮।১৯৫১, রাত ৮টা

যে গণজীবনে ব্যষ্টি-ও-সমষ্টিগতভাবে
মহৎ হ'তে নগণ্যের পর্য্যন্ত
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ একানুধ্যায়ী আনুগত্য নাই—
সে গণ বা জাতি কখনই
সংহত হ'তে পারে না,
সুসংহত উন্নতিতে প্রবুদ্ধ হ'য়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে রাখতে পারে না—

তা' তা'রা যতই জলুসের বড়াই করুক,
প্রজ্ঞাবাদীই হো'ক
বা সভ্যতার গর্ব্বই করুক ;
পূর্ব্বতনকে যা'রা স্বীকার করে না,
বা বিহিত দৃষ্টিতে পূর্ব্বতনদিগকে অন্বিত ক'রে
তাঁ'দিগকে পারম্পর্য্যানুপাতিক আপোষণী ক'রে
গ্রহণ ক'রে
প্রত্যেককে
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ একানুধ্যায়িতায়
সুসঙ্গত সার্থক ক'রে তুলতে পারে না—
বিবর্ত্তনী সমঞ্জসা অনুচর্য্যায়,
তাঁ'রা যতই মহানই বা হউন না কেন
গণজীবনের মেরুদণ্ডকে
মুহু সংঘাতে খান খান ক'রে
ভেঙ্গে ফেলে থাকেন অতিনিশ্চয় ;
তাই মনে রেখো—
'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ',
নইলে, তোমার ধর্ম্মাচরণ
অধর্ম্মেই আত্মবিলয় ক'রবে সন্দেহ নাই। ৩৫৪৫ ।
১৮|৮|১৯৫১, রাত ৯-৫৯

যদি কেউ কখনও
তোমার সাথে এমনতর কথা কয়
বা ব্যবহার করে—
যা' তোমার কাছে বিদ্রূপভঙ্গী ব'লে মনে হয়,
সে-ক্ষেত্রে
যতক্ষণ তুমি তা'র ন্যায্য সুস্পষ্ট

অভিব্যক্তি না পাও,—
ততক্ষণ তা' গ্রাহ্যই ক'রো না,
বরং বিনীত সৌজন্যপূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়েই
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়
তা'কে আপ্যায়িত ক'রতে ভুলো না;
সভ্য জাতকের ন্যূনতঃ এতটুকু
চরিত্রচর্য্যা থাকা উচিত,
আর, তা' মানুষকে
সম্মানেই সমাসীন ক'রে তুলে থাকে;
স্পর্শকাতর হীনম্মন্যতা
যেই বিরক্তির অভিব্যক্তি এনে দিল তোমাতে,
তুমি ঠঁ'কলে তখনই—
এটা মনে রেখো। ৩৫৪৬।
১৮।৮।১৯৫১, রাত ১০-২

শ্রদ্ধা না থাকলে
সন্ধিৎসা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,
আর, তা' স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রবৃত্তিরঙ্গিলই হ'য়ে থাকে,
সশ্রদ্ধ সন্ধিৎসু না হ'লে
বোধিও বিচক্ষণ হ'য়ে ওঠে না,
তাই, সে কোন বিষয়ে সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন
সুযুক্তিসম্বুদ্ধও হ'তে পারে না,
কারণ, ঐ যুক্তি প্রায়ই
প্রবৃত্তিস্বার্থী একদেশী হ'য়ে দাঁড়ায়,
আর, সেই জন্যই সে
সুদক্ষ পরিচর্য্যাপরায়ণ হ'তে পারে না,
আর, তা'তে নৈপুণ্যও থাকে না,

প্রবৃত্তিই তা'র নিয়ামক হ'য়ে দাঁড়ায়,
আর, ঐ প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ প্রবৃত্তিপরবশতার দরুন
সে অযথা দোষদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে ;
তাই, শ্রদ্ধাবিহীন যা'রা—
তা'রা মহৎ-সংসর্গে থেকেও
দোষই আহরণ ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, তাঁ'র ব্যবহার
যেখানে নিজের পছন্দ-বিরুদ্ধ—
সেখানে সে হিতী-সঙ্গতি খুঁজে পায় না,
ফলে, তা'র কাছে হীরকখণ্ড উপলখণ্ড ব'লেই
পরিগণিত হ'য়ে থাকে,
তা'দের বেলায় ঐ কবি-কথাই সার্থক হ'য়ে ওঠে—
"স্ফটিকে হীরক দেখে
চিনতে নারে ঝুট ও সাঁচা,"
তাই, সেই ভাগবত বাণীকে মনে রেখো—
"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" । ৩৫৪৭ ।
১৮।৮।১৯৫১, রাত্রি ১১টা

তুমি যত বড় মহৎই হও না কেন,
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে
যত বড় সম্প্রদায়ই গঠিত হ'য়ে উঠুক না,
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ পুরুষোত্তম
যদি তা'র কেন্দ্রে না থাকেন,
এবং তাঁ'তে যদি তা' সংহতি লাভ ক'রে না থাকে
অচ্ছেদ্য, অচ্যুত-ভাবে,—
তোমার অন্তঃকরণ
ও তোমাতে সম্বুদ্ধ পরিবেশ

যা' সম্প্রদায়ে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে
তা' কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ;
তাঁ'কে এড়িয়ে
বা তাঁ'র আপূরণী তাৎপর্য্যকে অবজ্ঞা ক'রে,
ব্যতিক্রমে চলৎশীল যে-সম্প্রদায়
তা' গণহিতের অন্তরায়ই হ'য়ে উঠবে,
গণজীবনকে যোগ্যতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
বোধিবিজ্ঞতায়
বিবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে না,
তোমার অক্রিয় অনুরাগ
তন্নিবদ্ধ সম্প্রদায়-সহ
শিক্ষা, দীক্ষা, একত্বানুধ্যায়িতায়
আনুগত্যবিহীন হ'য়ে
বিচ্ছেদ, বিভ্রম ও বিপর্য্যয়েরই
আমন্ত্রক হ'য়ে দাঁড়াবে। ৩৫৪৮।
১৭।৮।১৯৫১, সকাল ৮-২৬

যখন যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়—
সক্রিয় সুব্যবস্থিতি নিয়ে তা' ক'রবে না,
অথচ চাওয়া ও পাওয়ার বিলাসিতা
অদম্য যা'দের—
তা'দের যোগ্যতা ছিন্নবাস পরিধান ক'রে
ভিখারী হ'য়ে
দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়
রোরুদ্যমান আপসোসে,
তাই, তা'দের চাহিদা ও প্রাপ্তি-প্রলোভন

দিগ্‌দারী ব্যতিক্রমের ভ্রান্তচলনে
দোধুক্ষিত হ'য়ে
আত্মবিলয়েরই উপঢৌকন সরবরাহ করে। ৩৫৪৯।
১৯।৮।১৯৫১, দুপুর ১২-৫০

জ্ঞান যেমন গুণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতারও বিবর্ত্তন হয় তেমনি। ৩৫৫০।
২০।৮।১৯৫১, রাত ৭-৩০

গার্হস্থ্য জীবনে
বৈধী, বিহিত, সত্তাপোষণী কামসংশ্রব
তপশ্চরণের অন্তরায় নয়কো,
বরং বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত পরিণয় ও উপবাস
কামোন্মাদনার
সুষ্ঠু ও সহজ প্রতিকারই হ'য়ে থাকে। ৩৫৫১।
২১।৮।১৯৫১, সকাল ৯-০৭

গণসমষ্টির মনের অন্তর হ'লেই
অর্থাৎ মননশীলতার অন্তর হ'লেই
এক-কথায়, আদর্শের অন্তর হ'লেই
সে-অন্তর যেমন বিশেষত্ব বহন করে—
মন্বন্তরও তেমনতরই হ'য়ে থাকে,
ফলে, মানুষ নিম্নাভিমুখে বা উচ্চে
সংক্রমণশীল হ'য়ে থাকে তদনুপাতিক;
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ আদর্শে
সক্রিয়, অচ্ছেদ্য, অদম্য আনতি
ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রে

শুভ-সংক্রমণী আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ,
মানুষ যেমনতর আদর্শনিষ্ঠ, শ্রেয়নিষ্ঠ,
তৎসম্বুদ্ধ ও ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,
তা'র যোগ্যতা
সংহতিসম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে তেমনতরই,
স্বাস্থ্য, আয়ু ও পরাক্রম নিয়ে
তেমনতর জীবনই আবির্ভূত হ'তে থাকে,
আর, এর অপলাপে
অবনতির দিকে নিবর্ত্তিত হ'তে থাকে ;
দেশের পরিস্থিতি, পরিবেশ
ও ঐতিহাসিক উদ্বর্দ্ধনাও
আদর্শকেন্দ্রিক সক্রিয় মননশীলতার দ্বারাই
অনুশাসিত হ'য়ে থাকে,
কারণ, মানুষের জীবন-সম্বেগ
ঐ আদর্শে নিয়ন্ত্রিত ও নিবদ্ধ হ'য়ে
তদনুপাতিক ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,
আর, মন্বন্তর কথার তাৎপর্য্যই এমনতর। ৩৫৫২।
২২।৮।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

একনিষ্ঠ সদাচারী সুস্বাস্থ্যবান পুরুষের
প্রকৃতি ও কৌলিক তাৎপর্য্য-সঙ্গত
বৈধী বৈশিষ্ট্যপালী বহুবিবাহ
পুরুষ এবং সন্তানসন্ততির
দীর্ঘায়ু লাভের অন্যতম উপায়,
তাই, গার্হস্থ্য-জীবনে ঐ জাতীয় বহুবিবাহ
ধর্ম্মদই হ'য়ে থাকে। ৩৫৫৩।
২২।৮।১৯৫১, বেলা ১০-২০

গর্ব্বেপ্সা, প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতা
অভিমান, স্বীয় প্রবৃত্তিস্বার্থ-তৎপরতা
যেখানে যত প্রবল,
প্রীতিও মুহ্যমান সেখানে তত। ৩৫৫৪।
২২।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

তোমার বিদ্যা যতই
যোগ্যতার উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে
শ্রেয়ার্থ-আপূরণে
সব দিক দিয়ে সুসঙ্গতি নিয়ে,
দৈন্যও অপসারিত হ'তে থাকবে ততই। ৩৫৫৫।
২৩।৮।১৯৫১, রাত ৮-২৫

যে-কোন কাজই ক'রতে যাও না কেন,
তা' যে-কোন ব্যাপার
বা বিষয়ই হো'ক না কেন,
আগেই এঁচে নিও—
কোন্ কোন্ লোক
তোমার বিরুদ্ধ আচরণ ক'রলে
তুমি ব্যাহত হ'তে পার,
তা'রপর তা'দের সাথে
এমনই মৈত্রী স্থাপন কর
বোধিকুশল তৎপরতা নিয়ে,
যা'তে তা'রা তোমার মিত্র
ও সর্ব্বতোভাবে সমর্থক না হ'য়েই পারে না,

এমনতরভাবে তা'দের সাথে
সম্যক ও সম্বুদ্ধ বান্ধবতায়
আবদ্ধ হ'য়ে থাক,
তারপর, তা'দের সহযোগ ও সাহচর্য্যে
সেই কাজ উদ্‌যাপন ক'রতে আরম্ভ কর—
বিহিত সুসঙ্গত তৎপরতায়,
আর, ঐ আরম্ভকে
ইষ্টানুগ অনুবর্ত্তিতায়
ঐকান্তিক সহযোগিতা নিয়ে
তীব্রতার সহিত ক্রমচলনে
উপযুক্তভাবে সার্থকতায় নিষ্পন্ন ক'রে তোল;
সাথে-সাথে অন্যান্য বিরোধগুলিকেও
নিরুদ্ধ ও ব্যাহত ক'রে চল
যা'তে তারা মাথাচাড়া দিতে না পারে,
যে-কোন কাজই হো'ক
বিশেষতঃ যে-সব ব্যাপারে
বহুর আত্মম্ভরী স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে,
তেমনতর স্থলে
এমনতর ঐকান্তিক সনির্ব্বন্ধ চলনই
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে পারবে
আশা করা যায়,
তাই, ঐ কৃতার্থতাকে অর্জ্জন ক'রতে
কুশলকৌশলী দক্ষ ক্ষিপ্র তৎপরতা নিয়ে
চ'লতে হবে তোমাকে
সমর্থন ও সহযোগিতার উচ্ছল অনুপ্রেরণায়। ৩৫৫৬।

২৪।৮।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

যে-জীবনে পূরয়মাণ শ্রেয়ার্থসন্দীপী
একানুরক্তি নেই,
তীব্র সম্বেগ নেই,
লাগোয়াভাব অর্থাৎ ক্রমাগতি নেই,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনশীল নয়কো যে-জীবন,—
সে-জীবন স্থৈর্য্যহারা, শৌর্য্যহারা, বিকেন্দ্রিক,
বিক্ষুব্ধ, বিচ্ছিন্ন-বিবেক, শ্লথ
দৈন্যপীড়িতই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৩৫৫৭।

২৪।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

পিতৃকুলগরিমা, আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা
মান, অভিমান, আত্মমর্য্যাদার
দর্পী অনুসেবনে
যে-মেয়েরা শ্বশুর ও স্বামীর ঘর ক'রতে যায়—
তা'দের জীবন প্রত্যাশা-প্রতারিত
বিব্রত ও বিক্ষুব্ধই হ'য়ে থাকে ;
স্বস্তি ও শুভবর্দ্ধন পেতে হ'লেই
নিজের শ্বশুর ও স্বামীর কুলকে
নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়েই চ'লতে হয়,
ঐ কুলগৌরবেই গৌরবান্বিত হ'য়ে
সেই কুলগরিমা-প্রবুদ্ধ পুলক অনুচর্য্যায়
স্থির ও সম্ভ্রম পদবিক্ষেপে
বিনীত সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে
যদি ঐ চলন মর্য্যাদাতে অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠে,
তবেই তা'কে শ্রেয়-চলন বলা চলে ;
তা'দের আত্মম্ভরিতা যেন শ্বশুর ও স্বামিকুলের
ভৃতিকেই আহরণ করে,

কুশল কর্ম্মতৎপরতায়
দক্ষ, দীপ্ত, সুমিষ্ট বাক্ ও ব্যবহারে
সবাইকে সাধু পরিচর্য্যায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
পিতৃকুলমর্য্যাদাকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলা,
পিতৃকুলগৌরব-প্রতিষ্ঠা ওতেই হয় ;
শ্রেয়ার্থ-অনুগামী এমনতর চলনেই
নারীত্ব নেত্রীত্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে । ৩৫৫৮ ।
২৪।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যিনি তোমার শ্রেয়
ও অবলম্বন যিনি তোমার,
তাঁ'র জীবন, মন, স্বাস্থ্য ও স্বার্থে
যতক্ষণ তুমি স্বার্থান্বিত হ'য়ে না উঠছ—
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচর্য্যাপ্রবণ হ'য়ে
তৎসম্পর্কান্বিত পরিবেশ নিয়ে,—
ততক্ষণ যতই যা' হো'ক,
যতই যা' কর,
আর, যতই যা' পাও,
ব্যক্তিত্ব ও অন্তঃকরণ নিয়ে যে তিমিরে
তুমি সেই তিমিরে। ৩৫৫৯ ।
২৫।৮।১৯৫১, বেলা ৯-৪৫

যা'র জীবন, মন ও দেহের
সুস্থি, স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনায় তুমি অন্তরাসী,
স্বার্থান্বিত তুমি,
এবং তোমার বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মানুচর্য্যা

কুশল সন্ধিৎসায়
উদ্বর্দ্ধনী অনুধ্যায়িতা ও ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
যা'তে অনুচর্য্যানিরত—
তা'তেই তুমি প্রীতিপরায়ণ। ৩৫৬০।
২৫।৮।১৯৫১, বিকাল ৪-২০

বৈশিষ্ট্যপালী একানুধ্যায়ী আপূরণী শ্রেয়নিষ্ঠা
ও তদনুবর্ত্তিতাকে ত্যাগ ক'রে
যে ধর্ম্ম বা নীতিই অনুসরণ কর না কেন,—
তা' আত্মপোষণী কৃতজ্ঞতা-সমন্বিতই হো'ক
বা বিকেন্দ্রিক ঔদার্য্য-সমন্বিতই হো'ক,—
তেমনতর যা'-কিছু
তা'র অনুধ্যায়ী অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলা
সত্য ও সংহতিকে
কৃতঘ্নী আঘাতে হনন ক'রে
নিজের ও গণসমষ্টির ব্যাঘাত হানা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তা' কাপট্যপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতারই
উদ্ভাসিত স্বরূপ। ৩৫৬১।
২৬।৮।১৯৫১, বেলা ১০টা

তুমি শুধুমাত্র অন্তরে অন্তরাসী আগ্রহ নিয়ে
যে-মুহূর্ত্ত থেকে দাঁড়ালে,
সেই মুহূর্ত্ত থেকেই
তোমার স্বাভাবিক সহজ ইচ্ছা
স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে—স্বতঃপ্রণিধানে
তোমার ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত ক'রে—

বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মানুপ্রেরণায়,
যা'-কিছু সবতা'রই উপযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে,—
তা' শ্রেয়ই হো'ক আর অশ্রেয়ই হো'ক ;
ঐ আগ্রহ যত একানুরক্ত,
তীব্র ক্রমাগতি-সম্পন্ন হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
তোমার জীবন-চলনা ঐ পথে
প্রতিপদক্ষেপে উদ্গতি লাভ ক'রে
চ'লতে থাকবে ততই ;
যে-চাহিদায় তুমি অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে
উদ্দেশ্যোন্মুখ হ'য়ে উঠবে,
সেই লহমা থেকে
তোমার জীবন আবর্ত্তিত হ'য়ে
সেইদিকে বিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লবে ;
কাণ্ড কিন্তু এক লহমার,—
এ অন্তরাসী আবেগ নিয়ে
তুমি যতই দুর্নিবার হ'য়ে চল না কেন—
তোমার ক্লান্তি ঐ আবেগ-উদ্ভাসিত হ'য়ে
অক্লান্ত হ'য়ে উঠবে,
তুমি তোমাকেই অবাক ক'রে তুলবে ;
আর, তা' না ক'রে
বাধ্যতার পরিশাসনে যা'ই ক'রতে যাও না কেন
অতি অল্প প্রচেষ্টাতেও
তুমি দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়বে,
ক্লান্তি তোমাকে
অবসাদে অবসন্ন ক'রে তুলতে থাকবে। ৩৫৬২।

২৬।৮।১৯৫১, বেলা ১০-২০

যিনি না থাকলে তোমার চলে না,
শ্রেয়ানুধ্যায়ী যিনি তোমার,
যিনি তোমার অবলম্বন,—সত্তাস্বার্থী,
যা'ই কর না,
সব করার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কে আগে চালু রাখ ;
আদরই পাও
আর অনাদরই পাও—
সব তা'তেই সুদৃঢ় থেকে
তাঁ'কে সুস্থ রেখে চ'লো—
শরীরে, মনে, স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনে
স্বতঃপ্রণিধান নিয়ে ;
ঐ কিন্তু তোমার স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার সোহাগযন্ত্র। ৩৫৬৩।
২৬।৮।১৯৫১, বেলা ১১-২০

শাশ্বত অনুশ্রয়ী
পূর্ব্ববর্ত্তীতে শ্রদ্ধানতিসম্পন্ন
পূরয়মাণ তথাগত যিনি,
তাঁ'কে আশ্রয় ক'রে
যে দ্বিজাধিকরণ বা সংস্থাই
গঠিত হ'য়ে উঠুক না কেন,
তা'কে অবজ্ঞা ক'রো না কিছুতেই ;
তাঁ'দের বাণী বা নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে
নিজ কৃষ্টির আপূরণী অন্বয়ে
পোষণ-বর্দ্ধনী অনুস্থিতিতে
অনুসরণ ক'রো তা' ;
আর, কেউ যদি প্রক্ষিপ্ত যোজনা

বা বিকৃত ব্যাখ্যায়
তাঁদের আপূরণী বাণীর ভিতর
গ্লানি সৃষ্টি ক'রে থাকে—
যা' পুরুষোত্তম-পারম্পর্য্যে অসঙ্গতি আনে,—
পার তো তা'কে সংশুদ্ধ ক'রো—
সুসঙ্গত সার্থক অনুচর্য্যায় ;

আর, ঐ পুরুষোত্তম যিনি,
যে তথাগতের আবির্ভাবে
ঐ সংস্থা বা সংশ্রয়ের আবির্ভাব হ'য়ে উঠেছে,—
তাঁকে তোমারই পূর্ব্বতনী তথাগতের
আপূরণী প্রতীক ব'লে জেনে
সার্থক সেবায় সংবুদ্ধ হ'য়ে চ'লো ;

তাঁকে অবজ্ঞা, অনাদর, অবহেলা
তাচ্ছিল্য বা ভেদবিদ্ধ ক'রে
মলিন হ'য়ে উঠো না,
এবং মলিন ক'রেও তুলো না কাউকে ;

তাই বলে, কোন তথাগতের সংস্থা
বা নামের অছিলা নিয়ে
বিকৃত অসতের উপাসনা যা'রা করে—
শাতনী প্রতারণা নিয়ে,—
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রণ বা নিরোধ ক'রতে
ভুলো না কিন্তু ;

তা'তে ভুমিও ঠকবে
এবং তোমাতে সশ্রদ্ধ পরিবেশ যা'রা
তা'দেরও ঠকাবে। ৩৫৬৪ ।

২৬।৮।১৯৫১, রাত ৭-২৫

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা
মরণ-অভিনিবেশী নয়কো,
বরং তা' জীবনকে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায় বিবর্ত্তিত ক'রে
অমৃতপন্থী ক'রে তোলে—
বিবর্দ্ধনী উন্নতি-পরিক্রমায় ;
যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ ব্যভিচার-বিক্ষোভী, অসৎ-উপাসক
তা'তে স্বাধীন হওয়া,
অধর্ম্মকেই পূজা করা ;
তা' পাপ,—নারকীয়,
তা'কে নিয়ন্ত্রিত বা নিরুদ্ধ না করাই
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
মরণকেই আমন্ত্রণ করা। ৩৫৬৫।
২৭।৮।১৯৫১, বেলা ১০-১০

বিরোধের ভিতর-দিয়ে
সত্তাকে রক্ষা ক'রতে
সুচতুর, সুকৌশলী ভেদনীতি কার্য্যকরী হয় ;
কিন্তু বিরোধ-নিরাকৃত সত্তাসম্বৃদ্ধির ক্ষেত্রে
অঙ্গীভূতকরণ ও আত্মীকরণ-নীতিই শ্রেয়। ৩৫৬৬।
২৭।৮।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

তোমরা যে-জাতি যে-দেশে
যে-বৈশিষ্ট্য নিয়েই থাক না কেন—

পূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
আনুগত্য-অনুবর্ত্তিতার ভিত্তিতে
একানুধ্যায়ী হও ;

মনে রেখো,
ধর্ম্মই জন-জাতির মৌলিক ভিত্তি,
যা' প্রতি ব্যষ্টিজীবনকে
একত্বানুধ্যায়ী জীবন ও সম্পদে উন্নত ক'রে তোলে—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমন,
সমষ্টিগতভাবেও তেমনি,
পারস্পরিক সক্রিয় সানুকম্পী সহযোগ-পরিচর্য্যায় ;
আর, পুরুষোত্তমের প্রতিটি আবির্ভাব
সবারই আপূরক, আপোষক, আবর্দ্ধক,
কারণ, তিনি সবারই সত্তাবান্ধব। ৩৫৬৭।

২৭।৮।১৯৫১, বেলা ১১-১২

প্রত্যাশার অধিক পাওয়া
বা যোগ্যতার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক
মানুষকে গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ, আসক্ত,
অলস, অসাধু ক'রে তোলে,
তাই, অপারগ যা'রা
তা'দের বরং পরিপোষণ কর,
যোগ্যতায় জীবন্ত ক'রে তোল,
তোমার পরিচর্য্যাটাই মানুষকে যেন
অযোগ্য, অসৎ বা অসাধু ক'রে না তোলে। ৩৫৬৮।

২৮।৮।১৯৫১, সকাল ৮-১০

নির্ব্বোধরাই আত্মঘাতী ঔদার্য্যকে
ঔদার্য্য ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে। ৩৫৬৯।
২৯।৮।১৯৫১, বেলা ১০টা

একানুধ্যায়ী পুরুষোত্তম-প্রবুদ্ধ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণ-প্রচেষ্ট মহৎ যাঁ'রা,
তাঁ'রা প্রত্যেকেই
পরস্পর বিহিতভাবে শুভ-সঙ্গত,
সামঞ্জস্য-অনুধ্যায়ী ;
আবার, প্রতিটি ব্যষ্টির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের
ও বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গতি নিয়ে
যে-কিছু বা যা'-কিছু
বজায় থেকে চ'লেছে ;
প্রত্যেককেই
শুভসন্দীপী একসূত্রসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত ক'রে তোলাই তাঁ'দের তপস্যা,
তাই, তাঁ'দের সংশ্রবে থেকে
তাঁ'দের দিকে নজর ক'রে
তাঁ'রা কী নিয়ন্ত্রণে,
কী বিহিত হিতী-তাৎপর্য্যে
কোথায় কা'কে কেমন নিয়ন্ত্রণ ক'রে তুলছেন—
তা'ই দেখ ;
নিজের প্রবৃত্তি-অভিভূত ধারণায়
নিজেকে আবৃত ক'রে যদি দেখতে যাও,
ঐ অসঙ্গত দৃষ্টিই
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলবেই—
ঐ মহান তাৎপর্য্যের মহত্ত্ব থেকে ;

তাই, ক্রমে-ক্রমে সঙ্গ কর,
ঐ অনুধ্যায়ী অভিনিবেশকে বাড়াও,
আর, তন্নিয়ন্ত্রণী তাৎপর্য্যের পরিবেক্ষণে
নিজেকে বুদ্ধ ক'রে তোল,
সার্থক হবে,
নয়তো ঠকবে,
আর, তোমার ঠকার বেকুবী জ্ঞান
অনেককেই ঠকাবে। ৩৫৭০ ।
২৯।৮।১৯৫১, দুপুর ১২-২০

অবস্থা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হ'লে
চিন্তায় অনেক কথাই মনে আসে,
কিন্তু যে-কথা তদ্‌ব্যাপারে হিতপ্রদ—
তোমার পক্ষে ও ব্যাপারের দিক দিয়ে,
তা'ই সাধারণতঃ হিতীবাক্,
নয়তো, উত্তেজনার আবেগ-উচ্ছ্বাসে
তোমার প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত ভাব বা ধারণা
যা' অহিত-সন্দীপী,
ও তোমার বা তোমার উদ্দেশ্যানুস্যূত বিষয়ের পক্ষে
প্রতিকূল,
তা'র অভিব্যক্তি দেওয়াই
বিকৃতি ও বেকুবী ছাড়া কিছুই নয়;
আবার, তেমনি তোমার কা'র প্রতি
কখন কী করণীয়,
অবস্থা ও পরিস্থিতি হিসাবে
যা'র প্রতি যখন যেমন ক'রছ

তা' তা'র পক্ষে হিতপ্রদ কিনা
বিবেচনা ক'রে দেখো,
নয়তো, অনেক সময় ভাল ক'রতে গিয়েও
মন্দ ফল হয়। ৩৫৭১।
৩০।৮।১৯৫১, সকাল ৯-১০

যেখানেই থাক, যেখানেই যাও
আর যা'ই কর,
সহজ আত্মরক্ষার বিধান ও বিষয়গুলিকে
কিছুতেই অবজ্ঞা ক'রে চ'লো না;
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে চলা মানেই হ'চ্ছে—
অপটুতা, অক্ষমতা ও আপদ-বিপদের পথ
প্রশস্ত ক'রে দেওয়া,
তাই, তা' জীবনের পক্ষে পাপাত্মক। ৩৫৭২।
৩০।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৫-৫৫

ব্যক্তিত্বকে শ্রেয়ার্থসন্দীপী
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ ক'রে
সুসংহত বোধায়িত ক'রে তোল—
যোগ্যতায় জীয়ন্ত রেখে,
তোমার বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্য
তবেই তো সার্থক;
নচেৎ বিদ্যাভারবাহী বলদ ছাড়া
তুমি আর কিছুই নও। ৩৫৭৩।
৩০।৮।১৯৫১, বেলা ১২টা

জন্ম যা'দের বিক্লব,
অর্থাৎ অনন্বিত, অসম্বদ্ধ, বিকল বা অনুৎসুক,
চিত্ত তা'দের অসংযত, অব্যবস্থ,
অনৈষ্ঠিক, প্রলোভন-প্রলুব্ধ। ৩৫৭৪।
৩০।৮।১৯৫১, রাত ১০টা

তুমি যত বিদ্বানই হও,
বুদ্ধিমানই হও, মেধাবীই হও,
আর যা'ই কেন হও না,—
যদি কেন্দ্রায়িত না হও,
ঐগুলি তোমাকে বিচ্ছিন্নতায় বিস্তীর্ণ ক'রে
অসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বিলোপের দিকেই নিয়ে যাবে—
অব্যবস্থ জলুস-দিগ্‌দারীতে;
কারণ, সুকেন্দ্রিক সম্বেগ যদি না থাকে—
কোন-কিছু
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে বিন্যস্ত হ'য়ে
অন্বিত সার্থকতায়
সংহিত হ'য়ে উঠতে পারে না। ৩৫৭৫।
৩১।৮।১৯৫১, বেলা ১১-৫

যা'রা সরদারী করে
অথচ সদনুচারী নয়,
তা'রা অপচারের ফাঁদেই পড়ে
আর ফেলেও প্রায়শঃ। ৩৫৭৬।
৩১।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৫-৪৫

প্রবৃত্তি-অভিভূতি
ভোগলিপ্সা-প্রলুব্ধ হ'য়ে
সত্তাকে যেমন অনর্থক শোষণ ক'রে থাকে,
তেমনি অন্যকেও ঐ বৃত্তিক্ষুধার
ইন্ধন-সংগ্রহোপকরণ হিসাবে
ব্যবহার ক'রে থাকে,
তখন তা'কে নিরোধ ক'রে
হিতী বিবেকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে
দণ্ডনীতির সাধু প্রয়োগ প্রয়োজন হয়,
তাই, দণ্ডকে একদম অবজ্ঞা ক'রে
সব সময় সকল স্থলেই যে
সুনিয়ন্ত্রণ সম্ভব, তা' নয়কো ;

মানুষের অন্তরে যা'ই থাক্—
হিতীকরণে যদি তা'কে বাধ্য ক'রে তোল,
ঐ করণের ভিতর-দিয়েই
বোধ ও যোগ্যতাকে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে দেখা যায় প্রায়শঃ,
আর, ঐ অভিভূতিও
তা'র অজ্ঞ আবরণ উন্মোচন ক'রে
মুক্ত হ'তে থাকে,
তাই, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
নিয়ন্ত্রণ বা শাসন ক'রতে গেলেই
সৎ ও সাধু দণ্ডনীতির প্রয়োজন অকাট্য ;

যতদিন মানুষ ঐ ক্রূর অভিভূতির নিগড়ে
আত্মদান ক'রে
সত্তাকে শোষিত ক'রে চ'লবে,—

ততদিন দুনিয়া থেকে
ঐ প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করা চ'লবে না। ৩৫৭৭।
৩১।৮।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

মহৎ-সংশ্রয় যতই কর না কেন
বা ঐ সংশ্রয়ে যতই থাক না কেন
শ্রদ্ধানুচর্য্যায় তদর্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
যতক্ষণ নিজেকে
বোধ, বিবেক ও বিবেচনা দিয়ে
নিয়ন্ত্রণ না ক'রছ হাতেকলমে
সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে,
যতক্ষণ শোনার চাইতে বলার প্রলোভন বেশী,
করার চাইতে পাওয়ার প্রলোভন বেশী,
সুবিধা, সুযোগকে সুসঙ্গত ক'রে
তাঁ'কে উপচয়ী করার চাইতে
নিজেকে উপচয়ী করার প্রচেষ্টা বা প্রলোভন বেশী,—
ইত্যাদি রকমের প্রবৃত্তি যতক্ষণ প্রবল
ততক্ষণ যা'ই কর না,
সে-করার মর্য্যাদা তোমাকে
উপচয়ী ক'রে তুলবে না,
সেই মহতের কাছে
নিজেকে বেঁধেছেঁদে যতই রাখ না,
সে রং আর তোমার গায় ঢুকবে না—
এ ঠিকই,
সিন্ধুতীরেও যে তোমার জলাভাব
তা' অতিনিশ্চয়। ৩৫৭৮।
৩১।৮।১৯৫১, রাত ৭-১০

তোমার সর্ব্ব-আপূরণী শ্রদ্ধাকেন্দ্রকে
দ্বিধাবিদীর্ণ ক'রে ফেলো না তোমাতে,
ঐ কেন্দ্র যেখানে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে—
অচ্যুত অনুরাগে
ঐ কেন্দ্রার্থ-তাৎপর্য্য নিয়ে
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অনুপ্রেরণায়
প্রীতি-পরিচর্য্যায় তাঁকে নন্দিত ক'রতে
অবহেলা ক'রো না এতটুকু;
ঐ জীবন-আলো
তোমার জীবনকেও আলোকিত ক'রে তুলবে—
তাঁ'তে তোমার শ্রদ্ধাকে উদ্দীপিত ক'রে। ৩৫৭৯।
১।৯।১৯৫১, রাত ৮টা

অধিগমনের পছন্দসই নিষ্পন্নতাই
সুযোগ। ৩৫৮০।
২।৯।১৯৫১, সকাল ৯-২

যিনি বা যাঁ'রা
তথাগত, অবতার বা প্রেরিতপুরুষ,
যাঁ'দের প্রীতিমুখর বেদোজ্জ্বলা দৃষ্টিতে
সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে
আপুরয়মাণ পূর্ব্বতনদিগের বোধ ও বাণীগুলি
তাৎপর্য্য-সংহিত হ'য়ে উঠেছে,
যিনি বা যাঁ'রা
আপুরয়মাণ, বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষী,
যিনি বা যাঁ'রা পূর্ব্বতনে সক্রিয় শ্রদ্ধানিবদ্ধ,
এননতর যিনি বা যাঁ'রা

তাঁ'রাই গণনেতা, ভাগবত মানুষ;
বর্ত্তমানে যদি কেউ এমনতর থাকেন—
সহজ স্বাভাবিক সন্দীপনা ও প্রাকৃতিক অনুচর্য্যা নিয়ে,—
তিনিই প্রকট নেতা,
তিনিই পুরুষোত্তম,—লোককল্যাণ-বিধাতা;
তাঁ'কে অবজ্ঞা বা অবহেলা ক'রে
যা'ই কিছু ক'রতে যাও না,
তা'তে সমাজ-শরীরে এমনতর সাংঘাতিক
ক্ষতের সৃষ্টি ক'রবে,—
যে-ক্ষত লোপন করা
দুর্ঘট হ'য়ে উঠবে;
আর, ঐ ক্ষতই হবে শাতনের নিবাসকেন্দ্র। ৩৫৮১।

৫।৯।১৯৫১, সকাল ৯-৫

স্বেচ্ছাচারিতায় ধর্ম্ম নেই,
শ্রেয়কেন্দ্রিক সত্তাপোষণী
আত্মোৎসর্জ্জনেই আছে ধর্ম্ম,
সব্যষ্টি গণসত্তার সত্তাপোষণী অনুচর্য্যাই
হ'চ্ছে সত্যপালন,
তদনুকূলে চিন্তা ও কর্ম্মকে
নিয়ন্ত্রণ করাই হ'চ্ছে ন্যায়,
আর, অসতের বিরুদ্ধে নিরোধ
ও অসৎকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
সত্য, সংহতি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই হ'চ্ছে ধর্ম্মযুদ্ধ। ৩৫৮২।

৫।৯।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে অতিক্রম ক'রে
কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবিহিত মেলামেশা,

যা'তে সৎ-সন্দীপনা ও চরিত্র আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে
বা কোন স্ত্রীলোকের অশ্রেয় অভিলাষ সমর্থিত হয়,
সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়
বা সে স্খলিত-চরিত্র, ভয়শঙ্কিত
বা প্রলোভনলুব্ধ হ'য়ে
দ্বিজাধিকরণান্তরিত
ও নিবাহনিবন্ধ হ'তে বাধ্য হয়,
যা'র ফলে, তা'র অন্তরের ঈশ-সিংহাসন
মলিন হ'য়ে ওঠে,—
তা' পাপ,
—পঙ্কিলতাপূর্ণ জাহান্নমের পথ,
ঐ পুরুষ যে-কোন দ্বিজাধিকরণেরই
অন্তর্ভুক্ত হো'ক না কেন,—
তা'র কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। ৩৫৮৩।
৫।৯।১৯৫১, বেলা ১০-৫৫

শ্রেয়নিষ্ঠাশূন্য চরিত্রহীন চারুজীবন
দুশ্চরিত্রকেই পরিবেষণ করে,
কিন্তু শ্রেয়ার্থপরায়ণ অনুচর্য্যারত
চরিত্রবান রূঢ় জীবন যেমন হো'ক না কেন,
লোককল্যাণেরই আবাহক,
স্বতঃই সে ক্ষেম-পরিবেষক। ৩৫৮৪।
৫।৯।১৯৫১, রাত ৮টা

যা'র মন, প্রচেষ্টা, সম্বেগ, স্বার্থানুকম্পা
তোমাতে অর্থান্বিত হ'য়ে
অপরিহার্য্যভাবে নিবদ্ধ—

সেই তোমার সুহৃদ,
মানুষকে বাস্তবে সুহৃদ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তা'কে পাওয়া,
শুধু সমর্থনী বাহাবায়
বা সমর্থনী বাহাবা পেয়ে
তা'কে সুহৃদ ব'লে ভেবো না,
ঠকবে ;
মনে রেখো—
স্বার্থপ্রলুব্ধ আত্মীয়তায় সৌহৃদ্য নাই কিন্তু। ৩৫৮৫।
৬।৯।১৯৫১, সকাল, ৭-৫

অসৎ, দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন অত্যাচারী
বা ষড়যন্ত্রকারী ইত্যাদিকে
সময়, সুবিধা ও প্রশ্রয় দিয়ে
পোষণপুষ্ট ক'রে তোলে যা'রা—
হিতীবুদ্ধি-প্রণোদিত, ধীর-বিচক্ষণ
কূট-কুশল, দক্ষতৎপর
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও প্রবল প্রস্তুতি-সমন্বিত
উপযুক্ত নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া,
তা'রা কিন্তু ঐ অসৎ দুরাচারীদের চাইতেও
ক্লীবপ্রবৃত্তিসম্পন্ন দুর্ব্বিপাকের হোতা ;
অনিষ্ট ও অপঘাতকে
অসৎ ও অবাধ্য আক্রমণ-তৎপর ক'রে
গণনিরাপত্তাকে ব্যাহত ক'রে তোলে তা'রা ;
সময়ে এতটুকু নিরোধে যে কাজ করে,
সময় গেলে বহুল নিরোধ-প্রস্তুতিতেও
তা' করা কঠিনই কিন্তু ;

দেখ, বোঝ, বিবেচনা কর,
হিতী-নিয়ন্ত্রণে যা' সম্ভব তা'ই কর। ৩৫৮৬।
৬।৯।১৯৫১, বেলা ১১টা

পাহাড়, নদী, নালা, সমুদ্র বা জঙ্গলে
যেখানেই গণসমাবেশ হো'ক্ না কেন,
এমনতর স্থানে যদি যোগদান কর—
মনোনিবেশে ঐ পরিস্থিতিকে অনুধাবন কর,
যা'তে সেই সমস্ত স্থল হ'তে
কোন অনাহূত বিপদ উত্থিত হ'লেও
তুমি অনায়াসে তা'কে অতিক্রম ক'রে
বা এড়িয়ে যেতে পার,
কোনপ্রকার সন্দেহজনক স্থানে
যেখানে বিপদের সম্ভাবনা আছে—
সে-সব স্থলেও
তোমার চলনা যেন অমনতরই হয়,
চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
এমনতর সাবধানী চলনই
তোমাকে অনেকখানি আপদের হাত থেকে
রেহাই দিতে পারবে। ৩৫৮৭।
৬।৯।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

স্বার্থসন্ধিৎসু গর্ব্বেপ্সার খোরাক যোগাবার জন্য
যা'রা ধর্ম্মকথা বা নীতিকথার
অবতারণা ক'রে থাকে,—
তা'রা তো নিজের কল্যাণের জন্য কিছুই করে না—
তা'দের সামর্থ্য ও সঙ্গতি-মাফিক,

পরার্থপরতার নামগন্ধও নেই তা'দের মধ্যে,
অথচ স্বার্থসংক্ষুধ আত্মম্ভরিতার জন্য
তা'রা যা'-কিছু ক'রে চ'লেছে,
কপটাচারী তা'রা,
ধর্ম্মচর্য্যা, ধর্ম্মাচরণ বা নৈতিক নিষ্ঠা
তা'দের তো নাই-ই,
বরং হিতঘ্নী, ব্যাধপ্রকৃতি বহুরূপী তা'রা,
যেখানে যেমন ক'রে ও যা' ক'রে
স্বার্থপ্রতিষ্ঠা ক'রতে হয়—
সেখানে তা'রা তা'ই ক'রতে পারে। ৩৫৮৮।

৬।৯।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫৫

১। দেখতে অভ্যাস কর যা'-কিছুকে
দেখ প্রত্যেকটিকে যথাযথ সম্যক্‌ভাবে—
পূর্ব্বকল্পিত কোন ধারণায়
তা'কে অনুরঞ্জিত না ক'রে,—
তা' প্রতিটিকে যেমন,
সামগ্রিকভাবেও তেমনি।

২। শুনতে অভ্যাস কর যা'-কিছু—
যথাযথতাকে কোনরকমে বিকৃত না ক'রে,
ঐ অবিকৃত ধারণাই যেন
তোমার মস্তিষ্কে বোধ সঞ্চার করে।

৩। চিন্তা কর অবিকৃতভাবে—
সম্যক্ তাৎপর্য্য নিয়ে,
যেন ঐ চিন্তা কোন প্রবৃত্তির রং-এ
রঙ্গিল হ'য়ে না ওঠে।

৪। ব'লতে চেষ্টা কর—
বলার উদ্দেশ্যমাফিক সুসঙ্গতি নিয়ে—
অনুপাতিক শুভ নন্দনায়
সুসঙ্গত সুযুক্তি-নিবদ্ধ ক'রে।

৫। বিবেচনা কর—
অবিকৃত চিন্তা ও ধারণার
সম্যক্ তাৎপর্য্য নিয়ে।

৬। কর্ম্ম কর—কৃতী নিষ্পন্নতায়,
সময় ও সঙ্গতির বিহিত সংহিত অনুচর্য্যায়।

৭। তোমার চলা, বলা, করা, প্রচেষ্টা, ব্যবহার
ইত্যাদি যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়ার্থনিষ্যন্দী সম্যক্-তপা হ'য়ে ওঠ,
ঐ সম্যক্ তপের ভিতর-দিয়ে
সম্যক্ বোধ ও দর্শিতাগুলিকে
এক উপাদান-সামান্যে সংহিত ক'রে
ইষ্টার্থ-অন্বয়ে পরমার্থে প্রাতিমুখ্য লাভ কর। ৩৫৮৯।

৬।৯।১৯৫১, রাত ৯-৫০

স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ অসম্মিলনী মিলন
সঙ্গতিকে ভেঙ্গে
সন্তানসন্ততিতে অপঘাত ও অবসাদ
সৃষ্টি ক'রতে পারে,
স্ত্রী, পুরুষ কিংবা উভয়ের
স্বাস্থ্যের হানি ক'রতে পারে,
এমন-কি, স্ত্রী বা পুরুষ
বা উভয়ের পক্ষে
মরণ-আমন্ত্রকও হ'য়ে উঠতে পারে ;

তাই, ধীর পরিবেক্ষণায়
সুবিবেচনার সহিত
যৌন সংস্পর্শ-সম্বন্ধ
নির্ণয় ক'রে চ'লতে পারবে যতই,
ততই মঙ্গল উভয়ের পক্ষে। ৩৫৯০।
৭।৯।১৯৫১, সকাল ৯টা

মানুষ-ভিত্তিতে না দাঁড়িয়ে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
বৈশিষ্ট্যপালী সৎ-সংহতিতে
শক্ত, সাবুদ যোগ্যতায়
তা'দিগকে অভিদীপ্ত না ক'রে
অর্থনৈতিক ভিত্তিকে
যতই দৃঢ়ভাবে দাঁড়া ক'রতে চাও না কেন,
তা' কিন্তু হ'য়ে উঠবে না;
মনে রেখো—
গণজীবন, গণশক্তি ও যোগ্যতাই
অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ৩৫৯১।
৭।৯।১৯৫১, বেলা ১০-২০

তোমার দুষ্কর্ম্মকে নানারকম ভাঁওতায়
লোকচক্ষু হ'তে আড়াল দিয়ে রাখতে পার,
কিন্তু ঐ দুষ্কর্ম্ম
তোমার মস্তিষ্কলেখায় নিহিত থেকে
তোমার বোধ ও প্রবৃত্তিকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রবে,
যা'তে তুমি ওরই প্রেরণাপ্রবুদ্ধ হ'য়ে

শত-শত অপকর্ম্মে নিজেকে
নিগৃহীত ক'রতেই থাকবে,
রেহাই পাওয়াই দুরূহ হবে ওর হাত থেকে ;
নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় হ'চ্ছে—
অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায়
তদনুবর্ত্তনী আত্মনিয়ন্ত্রণে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
জয়শ্রীমণ্ডিত হওয়া,
কারণ, ঐ অচ্যুত শ্রেয়ার্থ-অনুরতিই
তোমার মস্তিষ্কলেখাগুলিকে
তদনুকূলে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী এমনতরভাবেই বিন্যস্ত ক'রবে,
যা'তে তুমি নবীন আলোক নিয়ে
নবীন উদ্‌গতিতে উদ্‌গত হ'য়ে উঠবে। ৩৫৯২।
৭।৯।৯৫১, বেলা ১২টা

শরীর, মন, অবস্থা ও সামর্থ্য না বুঝে
নিজের কা'রো প্রতি যদি অসৎ ব্যবহার
বা অন্যায় কর,
এবং তারপর তা' হ'তে যেমনতর ব্যবহার
প্রত্যাশা ও পছন্দ কর,—
অন্যে যদি তোমার
শরীর, মন, অবস্থা, সামর্থ্য না বুঝে
তোমার প্রতি তেমনতর ব্যবহার করে
তুমি তোমার প্রতি যেমনতর

সহানুভূতিপূর্ণ সুষ্ঠু ব্যবহার পছন্দ কর—
অন্যের প্রতিও তা'ই ক'রো ;
কারণ, তোমার পক্ষে যা' প্রীতিপ্রদ
ও আত্মসংশোধনের সহায়ক,
অন্যের পক্ষেও কিন্তু তাই-ই প্রায়শঃ ;
ক্রমাগত যদি
ঐ রকম ব্যবহার ক'রে চ'লতে পার—
অনেকেই তোমার প্রতি তেমনি ক'রবে
তা'ই প্রত্যাশা করা যায়,
কারণ, আমাদের ব্যবহারই
অনুপাতিক ব্যবহার আমন্ত্রণ ক'রে থাকে । ৩৫৯৩ ।
৮।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

না ক'রেও যে তুমি পাও কখনও কখনও
তা'র অন্তর্নিহিত মরকোচই হ'চ্ছে—
ভাগবত-পরিবেষণী নীতির আবর্ত্তনে
তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মফল
যে বোধি ও চাহিদার সৃষ্টি ক'রেছে,
তা' অলসপ্রকৃতি হ'লেও
ওরই তৃষ্ণা তোমাকে
ঐ আবর্ত্তনের উপকূলে দাঁড় করিয়েছে—
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ত্তি ক'রতে,
তাই তুমি পাও ;
তোমার অন্তর্নিহিত কর্ম্মানুগ বোধিদীপনা
যদি না থাকত—
আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগই হ'ত না তোমাতে,
আর, দিলেও তুমি পেতে না ;

আবার, বিনা চেষ্টায় যা' পাচ্ছ
তা'ও তুমি ততটুকুই ভোগ ক'রতে পার—
বোধিসঙ্গতি ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
যতটুকু তা'কে হজম ক'রতে পার,
তা' বাদে আবার ঐ নিয়মেই
ব্যয়িত হ'য়ে যাবে তা';
পেলে ব'লে ভেবো না—
দয়ার দিকে না এগিয়েও,
না ক'রেও,
যোগ্যতায় বোধিজাগ্রত না হ'য়েও
পাওয়া যায়;
আবার, বহুত ক'রেও যে কম পাও
তা'র মানে—
তোমার বোধ-সঙ্গতি, ব্যবস্থিতি, ব্যবহার
ও নিষ্পাদনী দক্ষতার ভাণ্ডারে খাঁকতি আছে,
যা'র ভিতর-দিয়ে অনেকখানি বেরিয়ে যায়। ৩৫৯৪।
৮।৯।১৯৫১, দুপুর ১২-১৫

প্রীতি জমাট বেঁধেই
জীবন উদ্গতি লাভ ক'রে—
প্রবৃত্তিকে স্ফুরিত করে
সুকেন্দ্রিক সংহিতি নিয়ে;
তোমার অন্তরে ঐ প্রীতি যখন
যতই সুকেন্দ্রিক সন্দীপনায়
সহজভাবে ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে—
তোমার আচারে, বিচারে, চলায়-ফেরায়
শাসনে, তোষণে, দণ্ডে, বিতণ্ডায়,—

ঐ জাগ্রত সত্তাসংহিত জমাট প্রীতি
ফুটন্ত হ'য়ে
পরিমল বিকীর্ণ ক'রে
অন্তঃকরণ-মাফিক সবাইকে
সৌরভছটায় আকৃষ্ট ক'রে তুলবে ততই;
তোমার ভালবাসা অবাধ্য যেমন,—
ঐ প্রীতি-বিকিরণী আকর্ষণও অকাট্য তেমন। ৩৫৯৫।

৮।৯।১৯৫১, দুপুর ১২-২০

তোমার অহংকে অচ্যুত অনুরাগে
ইষ্টার্থনিবদ্ধ ক'রে তোল,
প্রবৃত্তি-রঙ-এ সে যেমনই রঙ্গিল হ'য়ে
উঠুক না কেন,—
তৎক্ষণাৎ তা'কে ইষ্টার্থ-অনুপ্রাণনায়
ক্রিয়াশীল ক'রে তোল—
সার্থকতায় সংহত ক'রে;
ব্যক্তিত্ব তোমার জমাট বেঁধে উঠবে,
প্রবৃত্তি আর তা'কে বাঁদর নাচাতে পারবে না। ৩৫৯৬।

৮।৯।১৯৫১, বিকাল ৪টা

বুঝের অস্মিতা যেখানে যত প্রবল,
শোনার চাইতে বলার প্রগল্‌ভতাও
সেখানে তত বেশী,
মানার চাইতে না মানার ফন্দীও অধিক,
জানার চাইতে
জানানর আত্মপ্রসাদই আকাঙ্ক্ষনীয়। ৩৫৯৭।

৮।৯।১৯৫১, রাত ৯-১৫

সূচীপত্র
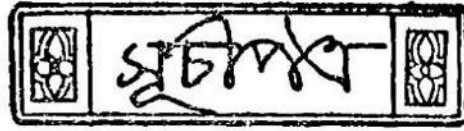
ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩২১২	সমাজ-সন্দীপনা	৪৫৩	যতদিন-না গণসমাজের প্রত্যেকে	১
৩২১৩	"	৪১০	ইষ্টার্থপরায়ণ পৌরুষত্ব, সংহতি ও পরাক্রম	২
৩২১৪	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৩৮	যে-প্রীতির অভিব্যক্তি কেবল কথায়	২
৩২১৫	চর্য্যাসূক্ত	১৯	স্বার্থগৃধ্নু হীনম্মন্যতার খাতিরে হামবড়াইয়ের	৩
৩২১৬	বিধিবিন্যাস	৪৩৭	পূরয়মাণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ যাঁ'রা	৩
৩২১৭	আদর্শ-বিনায়ক	১১৭	পূরয়মাণ প্রকৃত মহাপুরুষত্ব যাঁ'দের	৪
৩২১৮	সমাজ-সন্দীপনা	৪৫০	যখনই দেখছ, মানুষ পূরয়মাণ ইষ্ট	৪
৩২১৯	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১১৬	পদ ও অর্থের সুসঙ্গত সাবয়ী সার্থকতার	৫
৩২২০	আচার-চর্য্যা ১ম	১৮৪	সাত্ত্বিক সন্দীপনা যা'র যত তমসাচ্ছন্ন	৬
৩২২১	বিধিবিন্যাস	৩৪৭	প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী মনোবিকার আনুপাতিক	৬
৩২২২	আদর্শ-বিনায়ক	১২১	পূর্ব্বতনে আপ্যায়নী উদ্দীপনায় সশ্রদ্ধ	৬
৩২২৩	কৃতি-বিধায়না	২৫০	অনর্থক ও অবিন্যস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম	৭
৩২২৪	আচার-চর্য্যা ১ম	১৮৫	নৈতিকতা দাবী করবার পূর্ব্বেই মনে রেখো	৮
৩২২৫	কৃতি-বিধায়না	১১৪	তুমি কিছু করবে না, অথচ তোমার	৮
৩২২৬	বিধিবিন্যাস	১৫০	অজ্ঞজনের বিজ্ঞ উপাধি	১০
৩২২৭	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৩৬	যাঁ'দের কাছে প্রীতির কদর নেই	১০
৩২২৮	আচার-চর্য্যা ১ম	১৮৬	কেউ যদি ইষ্ট বা শ্রেয়ার্থপরায়ণ হয়	১১
৩২২৯	আদর্শ-বিনায়ক	১৬০	তোমার শুভস্বার্থী যাঁ'রা, তোমার	১২
৩২৩০	বিকৃতি-বিনায়না	২১০	যে-প্রবৃত্তির সংঘাত বা প্ররোচনা তোমাকে	১৩
৩২৩১	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৯১	যিনি প্রাচীন বা পূর্ব্বতনে অনুরাগ	১৪
৩২৩২	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৩১	যা'রা বলে 'ঈশ্বরকে স্বীকার করি', অথচ	১৫
৩২৩৩	আচার-চর্য্যা ১ম	১৮৮	পূরয়মাণ গুরুপুরুষোত্তম যিনি তাঁতে	১৫
৩২৩৪	আদর্শ-বিনায়ক	৭৯	তুমি পূর্ব্বতন প্রাচীনে যতই অনুরাগনিবদ্ধ	১৬

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ		বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩২৩৫	বিধিবিন্যাস		৩০	আয়াসবিহীন পাওয়া বা অযথা সাহায্য	১৬
৩২৩৬	আচার-চর্য্যা	১ম	১৮৯	দমে যা'রা খাট	১৭
৩২৩৭	"	১ম	১৮৭	অলস আরামশীল প্রকৃতি একটু	১৭
৩২৩৮	দেবীসূক্ত		২৬	সশ্রদ্ধ বোধি-আনতি নিয়ে সম্ভ্রান্ত	১৮
৩২৩৯	সেবা-বিধায়না		১৩	তোমার স্বার্থ যিনি, আর তাঁর স্বার্থ	১৮
৩২৪০	আদর্শ-বিনায়ক		১২৯	একই যুগে সমসাময়িক বহু মহৎ	১৮
৩২৪১	যাজীসূক্ত		৫৮	সশ্রদ্ধ যে, কথাও ফোটে তার কাছে	১৯
৩২৪২	আদর্শ-বিনায়ক		২৩৩	পূরয়মাণ পরম আচার্য্য, গুরু-পুরুষোত্তম	২০
৩২৪৩	সেবা-বিধায়না		১৩৯	তোমার সেবা ও সরবরাহ অন্যকে যতই	২২
৩২৪৪	বিবাহ-বিধায়না		২৬	কন্যা বা তার অভিভাবকের শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত	২২
৩২৪৫	সদ্-বিধায়না	১ম	৭৩	প্রত্যাশা-প্ররোচিত ক'রে মানুষকে	২৩
৩২৪৬	বিবাহ-বিধায়না		১৫৯	মেয়েদের অশ্রেয় পুরুষে বা বহু পুরুষে	২৫
৩২৪৭	সংজ্ঞা-সমীক্ষা		২০৮	তপশ্চর্য্যার সম্বিৎস্থ পরিবেক্ষণে বাস্তব	২৫
৩২৪৮	নীতি-বিধায়না		২৭৮	যে-কোন মানুষকে কোন কাজে মনোনীত ক'রতে	২৬
৩২৪৯	আচার-চর্য্যা	১ম	১৯০	অচ্যুত-শ্রেয়নিষ্ঠ, চতুর ভব্য-বীর্য্যে	২৮
৩২৫০	"	১ম	১৯১	চিন্তায় যা'রা চতুর কিন্তু	২৮
৩২৫১	নীতি-বিধায়না		৬০	যে অনুযোগ বা অনুরোধ বিরোধ সৃষ্টি	২৮
৩২৫২	বিধিবিন্যাস		১৫৯	তুমি অজচ্ছল গুণসমন্বিত হ'য়েও	২৯
৩২৫৩	সমাজ-সন্দীপনা		১৩১	ইষ্টার্থপরায়ণ গণহিতই যা'দের জীবিকা	২৯
৩২৫৪	আচার-চর্য্যা	১ম	১৯২	আজ তুমি শ্রেয়ার্থপরায়ণ অনুরাগ উদ্দীপনায়	৩০
৩২৫৫	সদ্-বিধায়না	১ম	৮৫	তোমার প্রতি যে যেমনতরই অত্যাচার	৩৪
৩২৫৬	তপোবিধায়না	১ম	২১৮	মানুষ যখন পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ বা ভাবীর	৩৫
৩২৫৭	সংজ্ঞা-সমীক্ষা		৩১	মনে থাকা মানে বোধবিবিদ্ধ হ'য়ে	৩৬
৩২৫৮	"	১ম	৪৬	যে-কোন আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ বৈশিষ্ট্যপালী	৩৭
৩২৫৯	নীতি-বিধায়না		৪০	ভোগ কর কিন্তু যোগসঙ্গতি বজায় রেখে	৩৭
৩২৬০	বিকৃতি-বিনায়না		২৯২	যাঁ'র পোষণ পরিচর্য্যায় তুমি পরিপুষ্ট হ'চ্ছ	৩৭
৩২৬১	সেবা-বিধায়না		২০৫	মানুষ বিরহ বা ঔদাসীন্যে কাতর হ'লেও প্রিয়র	৩৮
৩২৬২	কৃতি-বিধায়না		২৬১	তুমি কৃতকার্য্য হতে পার না কেন তা' কি	৩৮

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩২৬৩	নীতি-বিধায়না	১৯২	তোমাকে বা তোমার সত্তাকে প্রবৃত্তির অধীন	৪০
৩২৬৪	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৪৯	মানুষের অহং প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে হীনম্মন্যতায়	৪০
৩২৬৫	দর্শন-বিধায়না	২৭৯	মানুষের অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতি যা' রজোবীজের	৪০
৩২৬৬	"	২০৩	সত্তার আত্মপোষণী সলীল আকৃতি	৪১
৩২৬৭	"	২১৭	অন্তরাবেগকে স্বকেন্দ্রিক ক'রে তোলার মানেই	৪২
৩২৬৮	"	২১৫	মানুষের সহজাত সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত	৪২
৩২৬৯	সংজ্ঞা সমীক্ষা	১৫	সত্তা ও বস্তুর সংঘাত থেকে যা' হয়	৪৩
৩২৭০	দর্শন-বিধায়না	২৭৮	রজঃ ও বীজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-সহ	৪৩
৩২৭১	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৩	বোধগুলিতে বিচরণ ক'রে সঙ্গতির সঙ্গে	৪৩
৩২৭২	"	১২১	যোগেপ্সা, যোগাবেগ বা সৌরত-সন্দীপনা	৪৪
৩২৭৩	বিধান-বিনায়ক	২৮৮	তোমার বিচারালয়ে দণ্ডিত যে সে যেন	৪৪
৩৩৭৪	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৩০	ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায় গণসংরক্ষণ	৪৪
৩২৭৫	আচার-চর্য্যা ১ম	১৯৩	যে বা যা'রা তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত নয়কো	৪৫
৩২৭৬	" ১ম	১৯৪	স্বার্থসঙ্কুচিত মন যা'দের	৪৬
৩২৭৭	দর্শন-বিধায়না	১৯১	গাছের একটি পাতার উদ্গতির সাথে	৪৬
৩২৭৮	বিকৃতি-বিনায়না	১২০	মানুষের সত্তাসম্বুদ্ধ অহং শাতনী	৪৭
৩২৭৯	বিধিবিন্যাস	১২৮	স্ত্রী ও পুরুষের সত্তা-উদ্ভিন্ন অহং যখনই	৪৮
৩২৮০	"	৩৪৮	মানুষের ইষ্টার্থপরায়ণতা বা শ্রেয়ার্থপরায়ণতা	৪৯
৩২৮১	"	১৫২	বিষয়কে যে জানে না	৫০
৩২৮২	আচার-চর্য্যা ১ম	১৯৫	কারও নিন্দাবাদ বা অসৎ-অভিপ্রায়পূর্ণ কথাবার্ত্তা	৫০
৩২৮৩	বিকৃতি-বিনায়না	২৭৪	যা'রা পেতে চায় তোমা হ'তে অথচ	৫১
৩২৮৪	বিধিবিন্যাস	২৫২	কোন অসৎ-কর্ম বা মিথ্যা যদি জন	৫১
৩২৮৫	"	২৫১	মনে রেখো, তোমার ধর্ম ও বিজ্ঞান যেন	৫২
৩২৮৬	নীতি-বিধায়না	৩০২	গুরু, পিতামাতা, শিক্ষক, জ্যেষ্ঠ	৫২
৩২৮৭	"	৩০৩	যে বিষয় বা ব্যাপারের সম্মুখীনই হওনা	৫৪
৩২৮৮	বিবাহ-বিধায়না	১৬৫	স্বামী ও স্ত্রীর ভিতর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন	৫৫

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩২৮৯	কৃতি-বিধায়না	১৫৮	কূটক্ষেত্রে যা করবে, তা' ব'লবে না	৫৫
৩২৯০	"	১৫৫	কোন অন্যায্য কর্ম্মের ভিতর-দিয়েও যদি	৫৬
৩২৯১	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩২৯	অসৎপথ কঠিন, কৃচ্ছ্র ও মরণসঙ্কুল	৫৬
৩২৯২	তপোবিধায়না ১ম	৬৯	দীক্ষাই নেও, আর শিক্ষাই নেও	৫৬
৩২৯৩	আচার-চর্য্যা ১ম	১৯৬	শুধু নামমাত্র সৎ আদর্শ বা সৎ ব্রতকে	৫৭
৩২৯৪	কৃতি-বিধায়না	৩৬৭	শ্রেয়ার্থ-পরিপূরণী যে-কোন পথেই	৬০
৩২৯৫	দর্শন-বিধায়না	৩৫২	সত্তা চায় তা'র সংস্থিতি	৬২
৩২৯৬	"	৪৭	অস্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে বিচ্ছুরণ	৬৪
৩২৯৭	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৭৪	যে অনুপ্রেরণা বা উপভোগ সত্তাকে	৬৪
৩২৯৮	দর্শন-বিধায়না	৯১	সত্তার সুকেন্দ্রিক বিবর্ত্তনী চলনই।	৬৫
৩২৯৯	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৬৬	পরমার্থ মানে পরম যা' তাঁ'তে	৬৫
৩৩০০	"	১৯৭	আত্মচিন্তা মানে সত্তার চলনের চিন্তা	৬৫
৩৩০১	বিধিবিন্যাস	৬৯৬	প্রাজ্ঞদের ত্রুটি অর্থাৎ করায় ন্যূনতা	৬৫
৩৩০২	তপোবিধায়না ১ম	১২৭	ঈশ্বরকে গুরুই বল, মা-বাবাই বল	৬৬
৩৩০৩	আচার-চর্য্যা ১ম	১৯৭	প্রবৃত্তি যেমন, ভাবও হয় তেমন	৬৬
৩৩০৪	বিধিবিন্যাস	৬২১	নামের মোহ, যশের মোহ, ক্ষমতার মোহ	৬৭
৩৩০৫	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩২৮	যদি বাঁচতে চাও, বিবর্ত্তনের পথে	৬৮
৩৩০৬	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৩৭	প্রীতিই হ'চ্ছে পরাক্রমের উৎস	৬৯
৩৩০৭	আচার-চর্য্যা ১ম	১৯৮	মহৎ-মত্ততার মোহে যা'দের অহং	৬৯
৩৩০৮	বিধিবিন্যাস	৩৪১	উৎকর্ষী যাঁ'রা আপৎকালে তাঁদের দিয়ে	৭০
৩৩০৯	আদর্শ-বিনায়ক	২৩৪	ঈশ্বর যাঁ'দিগকে বরণ করেন, মনোনীত করেন	৭১
৩৩১০	বিধিবিন্যাস	৩৪৪	চিন্তা, ব্যবহার ও কর্ম্ম সমবায়ে যা'তে	৭৩
৩৩১১	"	৩৯৫	সেই অভিমানই ভাল, যা' তোমাকে	৭৪
৩৩১২	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩২৭	তোমার ইষ্টকে, তোমার ধর্ম্মকে, তোমার কৃষ্টিকে	৭৪
৩৩১৩	যাজীসূক্ত	১৪২	তুমি ইষ্টার্থে নিগূঢ়-নিবদ্ধ হয়ে বিদ্বদ্‌বোধি	৭৫
৩৩১৪	চর্য্যাসূক্ত	৯৪	তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও, বৃত্তিস্বার্থে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে	৭৬
৩৩১৫	সমাজ-সন্দীপনা	৪৩৮	সমাজ বা সমাজগত যে-বর্ণই হোক	৭৭
৩৩১৬	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৩৫	কাউকে যদি ভালবাসতে চাও, ঐ ভালবাসায়	৭৮

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৩১৭	বিধিবিন্যাস	৩৮৬	যিনি তোমার পোষক তিনি তোমার শাসকও	৭৯
৩৩১৮	আচার-চর্য্যা ১ম	১৯৯	মমতামুগ্ধদের শাসনক্ষমতা মুহ্যমান	৮০
৩৩১৯	নীতি-বিধায়না	৮১	যা'র আশা পেয়েছ তা' ততক্ষণ	৮০
৩৩২০	বিধিবিন্যাস	৪১৩	ঈশ্বরের প্রতি তুমি যেমন, ঈশ্বরও তোমার	৮০
৩৩২১	"	২৩৪	প্রীতি, পোষণ, শাসন, এই ত্রয়ী সঙ্গতির	৮১
৩৩২২	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩২৬	ধর্ম্মকে পরিপালন করতে হয়, কর্ম্মের	৮১
৩৩২৩	কৃতি-বিধায়না	১৬১	কিছু নেই তা'র ভিতর-দিয়ে যে গজিয়ে	৮২
৩৩২৪	বিধিবিন্যাস	৩০৪	লেখা বা কথায় পর্য্যায়ী অনুপূরক অনুক্রম	৮২
৩৩২৫	"	৩১৯	ওয়াদা-অনুলম্বিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবতায়	৮২
৩৩২৬	সমাজ-সন্দীপনা	১১৮	কৃষ্টি যেমন, সৃষ্টিও তেমনি	৮৩
৩৩২৭	সংজ্ঞা সমীক্ষা	৫০	অহং-এর প্রবৃত্তি অভিভূতি যখন সত্তাকে	৮৩
৩৩২৮	আচার চর্য্যা	২০০	কথায় যা'রা ধর্ম্ম করে	৮৪
৩৩২৯	"	২০১	উৎসর্গ-নিবদ্ধ যে নয়কো, সে স্বাধীনতার	৮৪
৩৩৩০	বিবাহ-বিধায়না	৩৭	বিবাহ-ব্যাপারে তা'সব যেই হোক	৮৪
৩৩৩১	তপোবিধায়না ১ম	২৯	শিষ্যত্বে যে যত অমলিন	৮৬
৩৩৩২	"	১৪৩	যে শ্রেয়কেন্দ্রিক হতে চায় না বা	৮৬
৩৩৩৩	"	৬	যুক্ত হও—অন্তরাসী অনুরাগ-উদ্দীপ্ত	৮৬
৩৩৩৪	নীতি-বিধায়না	২১২	যা'কে আপনার করতে চাও, আগে	৮৭
৩৩৩৫	প্রীতি বিনায়ক ১ম	১৩৪	কা'রো প্রতি সত্তানুপোষক প্রীতিই	৮৭
৩৩৩৬	সমাজ-সন্দীপনা	৭৯	দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব, অপটু-অনুরাগ, সন্ধিৎসাহারা	৮৭
৩৩৩৭	আচার-চর্য্যা ১ম	২০২	যা'রা কার্য্যতঃ ইষ্ট বা আদর্শের অপলাপক	৮৭
৩৩৩৮	"	২০৩	যে-প্রীতি শ্রেয়ার্থপরায়ণ নয়কো, তা'র স্বার্থে	৮৮
৩৩৩৯	বিধিবিন্যাস	১৩৮	অপরিপালিত নির্দ্দেশ কখনও	৮৯
৩৩৪০	বিকৃতি-বিনায়না	১৯৭	তোমার নায়ক-প্রবৃত্তি যেমনতর	৮৯
৩৩৪১	বিধিবিন্যাস	১৪০	যে-ভোগ শ্রেয়সংহতিতে বিরতি আনে	৮৯
৩৩৪২	নীতি-বিধায়না	২৩৭	বিধিবিপর্য্যয়ী ভ্রান্তির পথ অবলম্বন ক'রে	৯০
৩৩৪৩	"	২৮৭	সন্ধিৎসা নিয়ে বোধিবিচক্ষণতায়	৯০
৩৩৪৪	তপোবিধায়না ১ম	৩৪৩	শ্রেয়ার্থেই স্বার্থান্বিত হয়ে আত্মেন্দ্রিয়	৯১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৩৪৫	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৩২	একাগ্র অব্যভিচারী ভক্তি শক্তি ও পরাক্রমেরই	৯২
৩৩৪৬	"	১৩৩	তুমি যখন থেকেই যা'তে শ্রদ্ধায় অন্তরাসী	৯৩
৩৩৪৭	"	১৩১	প্রিয়-স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়েও তদর্থী যে	৯৪
৩৩৪৮	"	৩২৭	ভালবাসার ভাবালুতা আছে	৯৪
৩৩৪৯	বিধিবিন্যাস	১৬২	ভাবের ঘরে কারচুপি থাকলে সে ভাব	৯৫
৩৩৫০	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩২৫	তুমি যজ্ঞই কর, পূজাই কর, হোম বা	৯৫
৩৩৫১	তপোবিধায়না ১ম	১২৩	ঈশ্বরকে একান্তই আপনার ক'রে নাও	৯৬
৩৩৫২	"	১২৪	মনে রেখো, ঈশ্বরপূজার জীবন্ত বেদীই	৯৬
৩৩৫৩	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৪৪	অভ্যুদয় উৎসারণী বৈশিষ্ট্যপালী প্রাণন-পরিচর্য্যাই	৯৭
৩৩৫৪	আচার-চর্য্যা ১ম	২০৪	কোন কিছুর দায়িত্ব নিয়ে তা'কে উপচয়ে	৯৮
৩৩৫৫	বিধিবিন্যাস	১৪৮	আভিজাত্য যেখানে অবজ্ঞাত	৯৮
৩৩৫৬	কৃতি-বিধায়না	৯৬	যারা দ্রোহদীপ্ত দাম্ভিকতায় ব'লে থাকে	৯৮
৩৩৫৭	আচার-চর্য্যা ১ম	২০৫	শ্রেয়ার্থ বা ইষ্টার্থকে অবজ্ঞা ক'রেও যা'রা	৯৯
৩৩৫৮	বিধিবিন্যাস	১৬৮	উপস্থিত সুষ্ঠু লাভবাহী যা' তা'কে	৯৯
৩৩৫৯	সমাজ-সন্দীপনা	১৬	যোগ্যতাপ্রসূত কর্ম্মফলের মুদ্রান্বিত উপাধিই	১০০
৩৩৬০	বিকৃতি-বিনায়না	২৬	গণস্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে বা তা'র অপব্যবহারে	১০০
৩৩৬১	বিধান-বিনায়ক	১২৬	যিনি জন ও জাতির অন্তরকে ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়	১০১
৩৩৬২	বিধিবিন্যাস	৩৪২	উৎকৃষ্ট যদি অপকৃষ্টে আত্মবিক্রয় করে	১০১
৩৩৬৩	নীতি-বিধায়না	২৬১	কোন প্রথা বা তদনুগ প্রক্রিয়া যা' তুমি	১০২
৩৩৬৪	শিক্ষা-বিধায়না	১৮১	অন্তরের ওজঃ সম্বেগ যেমনতর সংস্থিতি	১০৩
৩৩৬৫	বিবাহ-বিধায়না	১২৯	যা'ই করতে চাও বা যা'ই ক'রতে যাও	১০৩
৩৩৬৬	কৃতি-বিধায়না	৩৩৫	যা' করবে তা' যেন শ্রেয়ার্থনিষ্যন্দী হয়	১০৪
৩৩৬৭	বিকৃতি-বিনায়না	'১৪২	সবারই অন্তরে শয়তান বসবাস করে	১০৪
৩৩৬৮	আচার-চর্য্যা ১ম	২০৬	যা'রা দানে কাতর	১০৬
৩৩৬৯	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৩০	যে-প্রীতিতে পরাক্রম নাই তা' প্রাণহীন	১০৬
৩৩৭০	বিধিবিন্যাস	৩২৫	যে-খাদ্যই গ্রহণ কর না কেন	১০৬
৩৩৭১	আচার-চর্য্যা ১ম	২০৭	ক্লীব, গর্ব্বেপ্সা-প্রাণোদিত হীনম্মন্যতার	১০৭

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৩৭২	বিধান-বিনায়ক	৪৪	বিভিন্ন দেশে শাসনসংস্থা যা'ই থাক না	১০৭
৩৩৭৩	নীতি-বিধায়না	৩৩	প্রবৃত্তি প্রলুব্ধ হ'য়ো না	১০৯
৩৩৭৪	দর্শন-বিধায়না	২৭	জন্মগত তাৎপর্য্য ও তপতাৎপর্য্যের অন্বিত সঙ্গতির	১০৯
৩৩৭৫	আচার-চর্য্যা ১ম	২০৮	ইষ্টহারা নিথর জীবন বা বিক্ষিপ্ত	১০৯
৩৩৭৬	"	২০৯	দুর্ভাগ্য তা'রা যা'রা ইষ্টানুগ উৎসারণায়	১১০
৩৩৭৭	বিকৃতি-বিনায়না	২৭৩	যা'রা উপায় ক'রে উপভোগ করে না	১১০
৩৩৭৮	আচার-চর্য্যা ১ম	২১০	ভক্তিই বল, আর জ্ঞানই বল	১১০
৩৩৭৯	"	২১১	ইষ্টার্থে অল্প আস্থাশীল যা'রা	১১১
৩৩৮০	বিধিবিন্যাস	৩৫৫	তোমার যা'-কিছু ভাব, বোধ, শেখা	১১১
৩৩৮১	"	২৬৮	প্রয়োজনীয় সেই তত বেশী	১১১
৩৩৮২	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১২৯	প্রীতি যত গভীর সক্রিয়	১১১
৩৩৮৩	নীতি-বিধায়না	২৭৩	তোমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অথচ অন্তরাসী	১১২
৩৩৮৪	তপোবিধায়না ১ম	৭০	যা'রা শাসিত হ'তে নারাজ	১১৩
৩৩৮৫	বিধিবিন্যাস	৫	তুমি সত্তাসন্দীপী বিধিকে অবজ্ঞা ক'রতে	১১৪
৩৩৮৬	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১২৮	ভক্তি বা অনুরাগকে যতই শ্রেয়কেন্দ্রিক	১১৪
৩৩৮৭	আর্য্যকৃষ্টি	৩০	মানুষ যখন নিজেদের অভিজাত গৌরবকে	১১৫
৩৩৮৮	দর্শন-বিধায়না	৩৩৭	স্মৃতিবাহী চেতনার উৎসারিত আবর্ত্তনে	১১৬
৩৩৮৯	কৃতি-বিধায়না	১২৯	যা'ই করতে যাও না কেন তা' নিষ্পন্ন করতে	১১৬
৩৩৯০	শিক্ষা-বিধায়না	১৫৭	যে-বোধ ব্যবহারে ফুটন্ত হ'য়ে	১১৭
৩৩৯১	বিকৃতি-বিনায়না	২৭	মানুষের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বীবৃত্তি অসঙ্গত	১১৭
৩৩৯২	সেবা-বিধায়না	১২৭	যে-দেওয়া বা করায় আত্মপ্রতিষ্ঠা	১১৭
৩৩৯৩	নীতি-বিধায়না	৩০৬	মহৎ-সংশ্রয়ে তোমরা যত লোকই	১১৮
৩৩৯৪	আচার-চর্য্যা ১ম	২১২	তোমার দূষক বা বিরোধীদের নিয়ামক বা	১১৯
৩৩৯৫	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১২৭	তোমার সৌরত-সন্দীপনা একান্ত	১২৩
৩৩৯৬	নীতি-বিধায়না	৩৩৬	পূরয়মাণ-ইষ্টার্থ অনুধ্যান-হারা স্বৈরী-মতবাদকে	১২২
৩৩৯৭	আচার-চর্য্যা ১ম	২১৩	তোমার নিন্দা, কুৎসা, অপমান, ক্ষয় ও	

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
			ক্ষতিকে	১২৩
৩৩৯৮	সদ্-বিধায়না ১ম	১৫২	তোমার শ্রদ্ধাভাজন যাঁ'রা তাঁ'দের সহিত	১২৫
৩৩৯৯	আচার-চর্য্যা ১ম	২১৪	ভাল মানুষ হওয়া ভাল, কিন্তু অসৎ	১২৬
৩৪০০	বিধিবিন্যাস	১৬০	প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত বোধ ভ্রান্তিরই	১২৬
৩৪০১	”	২৭৭	গুঁতোর ভিতর-দিয়েই সুতো মেলে	১২৬
৩৪০২	”	৩২০	অকারণ বিশেষ কারও ঘাড়ে দোষ, চাপিয়ে	১২৭
৩৪০৩	আচার-চর্য্যা ১ম	২১৫	সার্থক সুশৃঙ্খল আদর্শ চরিত্র বা সুসঙ্গত	১২৭
৩৪০৪	কৃতি-বিধায়না	১২১	তাগদের তহবিলই হ'চ্ছে নিরবচ্ছিন্ন	১২৭
৩৪০৫	তপোবিধায়না ১ম	১৫৪	তুমি অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও, তোমার বাক্য	১২৮
৩৪০৬	বিবাহ-বিধায়না	১২৩	বৈশিষ্ট্যপালী সুষ্ঠুজৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন জন্ম	১২৮
৩৪০৭	বিধিবিন্যাস	৩৩৫	সুসম্বদ্ধ সত্তাপোষণী চলন যেখানে	১২৯
৩৪০৮	বিবাহ-বিধায়না	৫১	জৈবী-সংস্থিতি যা'দের সুসঙ্গত নয়,	১২৯
৩৪০৯	”	১৩০	বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী জনন-বিজ্ঞানকে যেই	১৩০
৩৪১০	”	১১৫	যে-জাতি বৈশিষ্ট্যপালী সুষ্ঠু জৈব-সংস্থিতিতে	১৩১
৩৪১১	”	১৩২	তোমার লাখ বিদ্যা থাক, অজচ্ছল বুদ্ধিই	১৩২
৩৪১২	আচার-চর্য্যা ১ম	২১৬	স্ত্রীই হোক, আর পুরুষই হোক, তা'দের পক্ষে	১৩৩
৩৪১৩	”	২১৭	যা'রা একনিষ্ঠ একার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে	১৩৩
৩৪১৪	বিধান-বিনায়ক	৫৮	যা'দের কৌলিক ক্রমিকতা আজও কোন প্রকারে	১৩৪
৩৪১৫	দেবীসূক্ত	১১২	উৎকৃষ্ট-কুলসম্ভূতা নারী যদি অপকৃষ্ট	১৩৫
৩৪১৬	বিবাহ-বিধায়না	১৯৯	প্রতিলোম-সংমিশ্রণ আসুরিক শরীর	১৩৭
৩৪১৭	সমাজ-সন্দীপনা	১২৮	নিজের জাতির বর্ণগত স্তরকে	১৩৭
৩৪১৮	বিবাহ-বিধায়না	১৩৩	তোমার সভ্যতা যত উৎকৃষ্ট বা বিশালই	১৩৯
৩৪১৯	সেবা-বিধায়না	৭৯	অপকৃষ্টদের প্রতি দয়া মানেই হ'চ্ছে	১৪০
৩৪২০	দর্শন-বিধায়না	২২৯	ভাবানুকম্পিতা যেখানে বোধবাহী নয়কো	১৪০
৩৪২১	দেবীসূক্ত	৯১	যদি কোন উৎকৃষ্ট-কুলসম্ভূতা নারী	১৪০
৩৪২২	বিবাহ-বিধায়না	১৩৪	উৎকৃষ্ট কুলের উৎকর্ষীতপা যা'রা	১৪১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৪২৩	আশিস্-বাণী ১ম	২৯	সত্তার গভীরতম প্রদেশে অনু-আবিষ্ট	১৪২
৩৪২৪	বিধিবিন্যাস	৩৯৯	সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী ইষ্টার্থী চলন	১৪৪
৩৪২৫	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩২৪	দ্বিজাধিকরণান্তর বা লোকে যা'কে ধর্ম্মান্তর	১৪৪
৩৪২৬	নীতি-বিধায়না	৩১	লোককে বরং ক্ষমা কর কিন্তু নিজের	১৪৫
৩৪২৭	যাজীসূক্ত	১৩৩	যখনই কা'রও সাহচর্য্যে যাও না কেন	১৪৫
৩৪২৮	তপোবিধায়না ১ম	২১১	তোমার সৌরত-সন্দীপনাকে যে-লহমা থেকে	১৪৭
৩৪২৯	আচার-চর্য্যা ১ম	২১৮	সঙ্কর বা বিরুদ্ধ সংমিশ্রণ সঞ্জাত জাতকের	১৪৮
৩৪৩০	কৃতি-বিধায়না	২৬৩	কোন বিষয় বা ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা	১৪৯
৩৪৩১	বিবাহ-বিধায়না	৫৩	তুমি যত বড়ই বিহিত পরিশুদ্ধ কুলসম্ভূত	১৫১
৩৪৩২	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩২৩	ঈশ্বর বা তাঁ'র অনুগ্রহ-অনুপ্রেরিত দেবতাকে	১৫২
৩৪৩৩	দেবীসূক্ত	৮৭	সকলেরই বিশেষতঃ মেয়েদের কখনও	১৫৩
৩৪৩৪	আচার-চর্য্যা ১ম	২১৯	শ্রেয়জন বুঝিয়ে ধমক দিলে যা'রা	১৫৩
৩৪৩৫	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩২২	ধর্ম্মের তাৎপর্য্যকে ব্যাহত করে যা'রা অপলাপী	১৫৩
৩৪৩৬	"	৩২০	ইষ্টার্থনিবদ্ধ না হ'য়ে গণসেবার	১৫৪
৩৪৩৭	"	৩২১	ধর্ম্মপরিচর্য্যায় কোন আজগবিত্বের আমদানী	১৫৫
৩৪৩৮	আদর্শ-বিনায়ক	৬৬	বিধায়ক যাঁ'রা তাঁরা বহুকাল পরে পরে	১৫৬
৩৪৩৯	সেবা-বিধায়না	১৭১	জীবন-সংশয়ী বুভুক্ষা পীড়িত যা'রা কিংবা	১৫৭
৩৪৪০	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১৯	সত্তাহিতী যা', সত্তাপোষণী যা', ধর্ম্ম	১৫৭
৩৪৪১	বিধিবিন্যাস	২২৮	যা'কে যেমন মানবে	১৫৯
৩৪৪২	আদর্শ-বিনায়ক	১৮৪	যেমন মানবে তুমি, জানবেও তুমি তেমনি	১৫৯
৩৪৪৩	দর্শন-বিধায়না	২৮১	জীবন যত উদ্গতিশীল হ'য়ে উঠতে লাগল	১৬৩
৩৪৪৪	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৪	একটা বাস্তববোধের উপর দাঁড়িয়ে	১৬৪
৩৪৪৫	বিধিবিন্যাস	৭৩	যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত	১৬৪
৩৪৪৬	আচার-চর্য্যা ১ম	২২০	যা'দের স্বার্থকেন্দ্র একই বা একজনই	১৬৪
৩৪৪৭	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১৭	ধর্ম্মে কোন প্রকার অলস অজ্ঞ অস্বাভাবিকতা	১৬৫
৩৪৪৮	"	৩১৮	যদি ধর্ম্মকে প্রতিপালন ক'রতে চাও	১৬৬

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৪৪৯	বিবাহ-বিধায়না	২৭	যে-মেয়ের বিবাহের কথা উত্থাপন করা হয়েছে	১৬৬
৩৪৫০	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৮৭	যিনি অমিত্র যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে	১৬৭
৩৪৫১	”	৪	সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বিজ্ঞানই বেদ	১৬৭
৩৪৫২	দর্শন-বিধায়না	১০১	যা'কে অবলম্বন ক'রে বা যা'তে অধিষ্ঠিত	১৬৮
৩৪৫৩	তপোবিধায়না ১ম	১৭৬	একান্ত ইষ্টার্থপরায়ণতার সহিত তপঃপ্রাণতা	১৬৮
৩৪৫৪	নীতি-বিধায়না	৩০৭	ইষ্টার্থপরায়ণ হও, তা সর্ব্বাবস্থায়	১৬৯
৩৪৫৫	আদর্শ-বিনায়ক	২৩২	যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এমনই সত্তাঘাতী	১৭০
৩৪৫৬	দর্শন-বিধায়না	২২	ব্রহ্মের স্বরূপ কী?	১৭৪
৩৪৫৭	বিধান-বিনায়ক	২১৪	তুমি পুরোধ্যাসীই হও, রাষ্ট্রনায়কই হও	১৭৪
৩৪৫৮	”	১৯৮	যে-দেশ বা রাজ্যের তত্ত্বাবধায়কই হও	১৭৬
৩৪৫৯	নীতি-বিধায়না	২৯৫	যদি কা'রও কোন ব্যাপারে দায়িত্ব নাও	১৭৭
৩৪৬০	বিধান-বিনায়ক	২১	একানুধ্যায়ী ভগবৎ-প্রেরণা প্রবুদ্ধির সহিত	১৭৯
৩৪৬১	সমাজ-সন্দীপনা	২১৬	তুমি সন্ন্যাসী হ'লে, গেরুয়া পরলে	১৭৯
৩৪৬২	বিধান-বিনায়ক	১২৭	যতক্ষণ না তুমি উদ্-বেদনী উৎসর্গ নিয়ে	১৭৯
৩৪৬৩	সেবা-বিধায়না	১৫৫	পূরয়মাণ যে-কোন ধর্মসংস্থা বা দ্বিজাধিকরণই	১৮০
৩৪৬৪	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১২৬	সক্রিয় উদ্বেদনী উৎসর্গমণ্ডিত উপচয়ী	১৮১
৩৪৬৫	নীতি-বিধায়না	৩৩৮	তুমি যা'ই হও আর যেমনই হও, যে-দেশেই	১৮১
৩৪৬৬	শিক্ষা-বিধায়না	১২০	যত ভাষাবিদ হ'তে পারবে	১৮২
৩৪৬৭	সদ্-বিধায়না ১ম	১১১	ন্যায়ভাবেই হোক, আর অন্যায়ভাবেই হোক	১৮৩
৩৪৬৮	নীতি-বিধায়না	২২৩	অপকৃষ্ট যা'রা অর্থাৎ যা'দের কৌলিক	১৮৪
৩৪৬৯	স্বাস্থ্য ও সদাচারসূত্র	৬৯	সব খাদ্যই, বিশেষতঃ জান্তব যা'	১৮৪
৩৪৭০	বিকৃতি-বিনায়না	২৬৫	বিকৃত কাম ছন্নতায় আত্মগোপন ক'রে	১৮৬
৩৪৭১	নীতি-বিধায়না	২২৯	শিক্ষায়তনী গুণপনা বা অধীত শিক্ষাই	১৮৮
৩৪৭২	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১৬	শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত শ্রেয়ানুধ্যায়িতার সহিত সত্তাপোষণী	১৮৯
৩৪৭৩	সদ্-বিধায়না ১ম	১৯১	তোমার বাক্য, ব্যবহার বা আচরণে	১৮৯
৩৪৭৪	কৃতি-বিধায়না	১৩৬	যে-কাজেই হোক, বা যে-ব্যাপারেই হোক	১৯১
৩৪৭৫	তপোবিধায়না ১ম	৩৫৭	তোমার সৌব্রতসন্দীপনা অচ্যুত সম্বেগ-	

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
			সম্বুদ্ধ	১৯২
৩৪৭৬	নীতি-বিধায়না	৪৭	যে-ব্যাপারেরই সম্মুখীন হও না কেন	১৯৩
৩৪৭৭	”	৬৬	শাসনই যদি করতে হয়, তবে	১৯৩
৩৪৭৮	আচার-চর্য্যা ১ম	২২১	যা'রা সমীচীন ও সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত	১৯৩
৩৪৭৯	”	২২২	বুঝ যা'দের এলোমেলো, পল্লবগ্রাহী	১৯৪
৩৪৮০	বিধিবিন্যাস	১৯১	যে-জাতি একানুধ্যায়ী প্রীতিপরাক্রম-অধ্যুষিত	১৯৪
৩৪৮১	”	৪১৯	তোমার শ্রেয় যিনি তাঁর যে-কোন প্রকারের অবদানকে	১৯৪
৩৪৮২	সদ্-বিধায়না ১ম	১৬৩	তোমার সাথে অপদ্‌ভাব আছে	১৯৫
৩৪৮৩	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১৫	ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে বৈশিষ্ট্যপালী	১৯৬
৩৪৮৪	নীতি-বিধায়না	২০৮	স্মরণ রেখো, সর্ব্বতোভাবে মনে রেখো	১৯৭
৩৪৮৫	বিধান-বিনায়ক	৬২	যা'দিগকে মল্লবীর্য্যী ক'রে তুলতে চাও	১৯৭
৩৪৮৬	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১৪	ধর্ম্ম বিশ্বাসে অন্ধচলন নেই	১৯৯
৩৪৮৭	দর্শন-বিধায়না	১৩৭	ঈশ্বর সবারই এক	১৯৯
৩৪৮৮	বিধিবিন্যাস	৩৬৩	যা'রা ঈশ্বর বা প্রেরিতপুরুষের জন্য	২০০
৩৪৮৯	”	১৪১	ভ্রান্ত আত্মাহুতি	২০০
৩৪৯০	”	১৩১	মার-এ মানুষ বাড়ে শ্রদ্ধানুপাতিক	১০০
৩৪৯১	বিবাহ-বিধায়না	৫০	কৌলিক একানুধ্যায়ী তপঃসংস্কৃতি	২০০
৩৪৯২	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১২৬	পিতৃপ্রচোদনা-প্রভাবান্বিত	২০১
৩৪৯৩	সমাজ-সন্দীপনা	১৫৪	প্রাচুর্য্যের ভিতর দিয়ে ছেলেমেয়েকে	২০১
৩৪৯৪	বিধিবিন্যাস	১১৭	বহু নারী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে অধিক	২০২
৩৪৯৫	বিবাহ-বিধায়না	৭০	ইষ্ট ও কৃষ্টির অনুচর্য্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণ	২০২
৩৪৯৬	সমাজ-সন্দীপনা	২৮৪	কুৎসিত-স্বার্থ প্রণোদিত অসৎ-অভিনিবেশকে	২০৩
৩৪৯৭	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১৩	তুমি যে-কোন দ্বিজাধিকরণেই দীক্ষিত হও না	২০৩
৩৪৯৮	বিবাহ-বিধায়না	১৫৫	যে-মেয়ের চরিত্র ও কুলসংস্কৃতি	২০৪
৩৪৯৯	বিধিবিন্যাস	৩৪৩	ভ্রূণদেহে সত্তাসঙ্গত চেতন-কণার	২০৪
৩৫০০	”	৩৩	গণযোগ্যতাকে যতই দীপ্ত ক'রে	২০৫
৩৫০১	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৬৬	তোমার শ্রদ্ধা যেখানে যেমনতর অনুবিষ্ট	২০৫

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৫০২	বিবাহ-বিধায়না	২১২	প্রতিলোম-আসঙ্গ মেয়েদের জৈবী-সংস্থিতিকে	২০৫
৩৫০৩	নীতি-বিধায়না	৩২৬	কোন পুরুষোত্তম অর্থাৎ পূরয়মাণ প্রেরিত	২০৬
৩৫০৪	তপোবিধায়না ১ম	৩৪০	শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে তঁৎমননশীল হও	২০৬
৩৫০৫	বিধান-বিনায়ক	২১২	তোমার শ্রেয়সম্বুদ্ধ, গণস্বার্থী উদ্দেশ্যকে	২০৭
৩৫০৬	”	৫৫	বিবাহ-বিধান ও যৌন জীবনকে শ্রেয়সন্দীপী	২০৮
৩৫০৭	”	২৫	আগে উপচয়ী শ্রেয়ার্থ-অনুপ্রেরণা নিয়ে	২০৮
৩৫০৮	বিবাহ-বিধায়না	১৫৩	প্রতিলোম জাতক যতই প্রবীণ, বিদ্বান	২০৯
৩৫০৯	”	৮৫	শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত বরেণ্যের প্রতি	২১০
৩৫১০	বিধিবিন্যাস	২২৭	মানসিক ভাবের অধিগতি যেমনতর	২১১
৩৫১১	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৬৫	শ্রেষ্ঠ-সম্বন্ধে মাহাত্ম্যবোধ, তৎসুখসুখিত্ব	২১১
৩৫১২	শিক্ষা-বিধায়না	২৬৭	উপাধি বিদ্যা ও বিজ্ঞতার নিদর্শন নয়কো	২১১
৩৫১৩	কৃতি-বিধায়না	২৯৮	আগে ভেবে দেখ কী করবে	২১১
৩৫১৪	সমাজ-সন্দীপনা	৬৩	সত্তার বিবর্ত্তনী পোষণ, পূরণ ও সংরক্ষণ	২১২
৩৫১৫	আদর্শ-বিনায়ক	৪২	যে-মহত্ত্বে বা বড়ত্বে মানুষের সত্তা	২১৫
৩৫১৬	শিক্ষা-বিধায়না	৭৭	তোমার উদ্দেশ্য ও অনুপ্রাণতা একানুধ্যায়ী	২১৬
৩৫১৭	বিধিবিন্যাস	১৪৯	অলোকজ্ঞ ও বিজ্ঞ হ'তে যেও না	২১৬
৩৫১৮	আদর্শ-বিনায়ক	১১৫	মহৎদের ভিতর স্তরভেদ থাকলেও	২১৬
৩৫১৯	নীতি-বিধায়না	২৫৬	প্রাচীন প্রাজ্ঞদের সঙ্গে যা'র দ্বন্দ্ব	২১৬
৩৫২০	বিধান-বিনায়ক	১০০	নেতার আসনই হ'চ্ছে তা'র শ্রেয়ার্থপরায়ণ	২১৭
৩৫২১	প্রীতি-বিনায়ক	১৬৪	তোমার ইষ্টার্থপরায়ণ বাস্তব আকৃতি যোগ্যতায়	২১৭
৩৫২২	নীতি-বিধায়না	১১৯	যদি পার, সৎ যা', লোকহিতী যা'	২১৮
৩৫২৩	শিক্ষা-বিধায়না	২০৭	মানুষের বুঝের ধরণকে আশ্রয় ক'রে	২১৮
৩৫২৪	আচার-চর্য্যা ১ম	২২৩	সত্তা চিরদিনই শুভসংক্ষুধ, শুভস্বার্থী	২১৮
৩৫২৫	”	২২৪	কৃতজ্ঞতানিবদ্ধ থাকা আদর্শ-অনুপ্রাণিত	২১৯
৩৫২৬	বিধিবিন্যাস	১৮	তোমার শ্রেয়ার্থ-অভিদীপ্ত উপচয়ী যোগ্যতা	২১৯
৩৫২৭	দন্দ্-বিধায়না ১ম	১২২	প্রবৃত্তিই যা'দের স্বার্থপর দ্বেষসুলভ	২১৯
৩৫২৮	নীতি-বিধায়না	৩২৩	যদি সংহতি, শান্তি ও সমৃদ্ধিই চাও	২২০

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৫২৯	দর্শন-বিধায়না	৩৪৭	অনিত্য যা'-কিছুকে একানুধ্যায়ী	২২০
৩৫৩০	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১১	তুমি যে বেঁচে আছ, এটা যদি	২২১
৩৫৩১	দর্শন-বিধায়না	৩৩৮	জানার অন্তরালে অজানার যে নটলীলা	২৩৬
৩৫৩২	বিধিবিন্যাস	১৫৪	হীনম্মন্য ঔদ্ধত্যের কাছে পরাভূতি স্বীকার ক'রে	২৩৬
৩৫৩৩	শিক্ষা-বিধায়না	১৬১	কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতাকে	২৩৭
৩৫৩৪	সমাজ-সন্দীপনা	৩২৮	কেউ যদি কা'রও প্রতি অন্যায় করে	২৩৭
৩৫৩৫	নীতি-বিধায়না	১৭৬	কোন বিশেষ বিষয়ে যদি কেউ তোমার	২৩৮
৩৫৩৬	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১২	পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সুসঙ্গত পূরয়মাণ	২৩৮
৩৫৩৭	আদর্শ-বিনায়ক	২১৪	মনে রেখো, ভাগবত মানুষ বা প্রেরিতপুরুষ	২৩৯
৩৫৩৮	তপোবিধায়না ১ম	৩৬২	শ্রেয়ার্থকেই তোমার জীবনের স্বার্থ ক'রে লও	২৩৯
৩৫৩৯	বিধিবিন্যাস	৪০৭	এই বর্ত্তমান তোমারই অতীতের পরিণামমাত্র	২৪০
৩৫৪০	”	২৪৫	উদ্দেশ্য এক থেকেও যা'রা একমত হতে পারে না	২৪১
৩৫৪১	তপোবিধায়না ১ম	৪৭	মন্ত্রের মানস-কথনকেই জপ বলে	২৪২
৩৫৪২	আদর্শ-বিনায়ক	১৭১	জীবেরই হোক বা জগতেরই হোক	২৪২
৩৫৪৩	তপোবিধায়না ১ম	২৫০	যে-যে প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনে তুমি	২৪৪
৩৫৪৪	সমাজ-সন্দীপনা	২৭০	পরিবেশ সহ তোমার নিজের বাঁচবার	২৪৪
৩৫৪৫	”	৪৪৬	যে-গণজীবনে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মহৎ	২৪৫
৩৫৪৬	সদ্-বিধায়না ১ম	১০৬	যদি কেউ কখনও তোমার সাথে এমনতর	২৪৬
৩৫৪৭	আচার-চর্য্যা ১ম	২২৫	শ্রদ্ধা না-থাকলে সন্ধিৎসা ফুটন্ত	২৪৭
৩৫৪৮	আদর্শ-বিনায়ক	৮৭	তুমি যত বড় মহৎই হওনা কেন	২৪৮
৩৫৪৯	কৃতি-বিধায়না	৮৮	যখন যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়	২৪৯
৩৫৫০	শিক্ষা-বিধায়না	২৬৫	জ্ঞান যেমন গুণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে	২৫০
৩৫৫১	সমাজ-সন্দীপনা	১৭০	গার্হস্থ্যজীবনে বৈধী, বিহিত, সন্তাপোষণী	২৫০
৩৫৫২	বিধিবিন্যাস	২৫৯	গণসমষ্টির মনের অন্তর হ'লেই	২৫০
৩৫৫৩	বিবাহ-বিধায়না	১৮৫	একনিষ্ঠ সদাচারী সুস্বাস্থ্যবান পুরুষের	২৫১
৩৫৫৪	বিকৃতি-বিনায়না	২৪০	গর্ব্বেপ্সা, প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতা	২৫২

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৫৫৫	শিক্ষা-বিধায়না	১৪	তোমার বিদ্যা যতই যোগ্যতার	২৫২
৩৫৫৬	কৃতি-বিধায়না	২৮০	যে-কোন কাজই করতে যাও না কেন	২৫২
৩৫৫৭	বিধিবিন্যাস	২১২	যে-জীবনে পূরয়মাণ শ্রেয়ার্থসন্দীপী একানুরক্তি	২৫৪
৩৫৫৮	দেবীসূক্ত	৫৯	পিতৃকুল-গরিমা, আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা	২৫৪
৩৫৫৯	তপোবিধায়না ১ম	১৪৭	যিনি তোমার শ্রেয় ও অবলম্বন	২৫৫
৩৫৬০	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১৬৩	যা'র জীবন মন ও দেহের স্থস্থি	২৫৫
৩৫৬১	বিধিবিন্যাস	৩৩৩	বৈশিষ্ট্যপালী একানুধ্যায়ী আপূরণী শ্রেয়নিষ্ঠা	২৫৬
৩৫৬২	তপোবিধায়না ১ম	৩৬৩	তুমি শুধুমাত্র অন্তরে অন্তরাসী আগ্রহ নিয়ে	২৫৬
৩৫৬৩	নীতি-বিধায়না	৩২৫	যিনি না থাকলে তোমার চলে না	২৫৮
৩৫৬৪	"	৩৪৪	শাশ্বত অনুশ্রয়ী পূর্ব্ববর্ত্তীতে শ্রদ্ধানতি	২৫৮
৩৫৬৫	বিধান-বিনায়ক	৬	ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা	২৬০
৩৫৬৬	নীতি-বিধায়না	৬১	বিরোধের ভিতর-দিয়ে সত্তাকে রক্ষা	২৬০
৩৫৬৭	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩১০	তোমরা যে-জাতি যে দেশে যে-বৈশিষ্ট্য	২৬০
৩৫৬৮	সেবা-বিধায়না	১১৩	প্রত্যাশার অধিক পাওয়া	২৬১
৩৫৬৯	আচার-চর্য্যা ১ম	২২৬	নির্ব্বোধরাই আত্মঘাতী ঔদার্য্যকে	২৬২
৩৫৭০	আদর্শ-বিনায়ক	১৩২	একানুধ্যায়ী পুরুষোত্তম-প্রবুদ্ধ বৈশিষ্ট্যপালী	২৬২
৩৫৭১	সদ্-বিধায়না ১ম	১৩২	অবস্থা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হ'লে	২৬৩
৩৫৭২	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩০৯	যেখানেই থাক, যেখানেই যাও আর যা'ই কর	২৬৪
৩৫৭৩	শিক্ষা-বিধায়না	১৭৪	ব্যক্তিত্বকে শ্রেয়ার্থসন্দীপী সুকেন্দ্রিক	২৬৪
৩৫৭৪	বিবাহ-বিধায়না	১০৪	জন্ম যা'দের বিল্পব অর্থাৎ	২৬৫
৩৫৭৫	শিক্ষা-বিধায়না	১৫	তুমি যত বিদ্বানই হও, বুদ্ধিমানই হও	২৬৫
৩৫৭৬	বিধান-বিনায়ক	৯৬	যা'রা সর্দ্দারী করে অথচ	২৬৫
৩৫৭৭	"	২৭৫	প্রবৃত্তি-অভিভূতি ভোগলিপ্সাপ্রলুব্ধ হ'য়ে	২৬৬
৩৫৭৮	তপোবিধায়না ১ম	৩৪৪	মহৎ-সংশ্রয় যতই কর না কেন	২৬৭
৩৫৭৯	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১২৫	তোমার সর্ব্ব-আপূরণী শ্রদ্ধাকেন্দ্রকে	২৬৮
৩৫৮০	সংজ্ঞা সমীক্ষা	৫২	অধিগমনের পছন্দসই নিষ্পন্নতাই	২৬৮
৩৫৮১	আদর্শ-বিনায়ক	২০৯	যিনি বা যাঁরা তথাগত অবতার	২৬৮

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৩৫৮২	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৫৪	স্বেচ্ছাচারিতায় ধর্ম্ম নেই	২৬৯
৩৫৮৩	বিধিবিন্যাস	১২১	সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে অতিক্রম ক'রে	২৬৯
৩৫৮৪	আচার-চর্য্যা ১ম	২২৭	শ্রেয়নিষ্ঠাশূন্য চরিত্রহীন চারুজীবন	২৭০
৩৫৮৫	"	২২৮	যা'র মন, প্রচেষ্টা, সম্বেগ, স্বার্থানুকম্পা	২৭০
৩৫৮৬	আচার-চর্য্যা ১ম	২২৯	অসৎ, দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন অত্যাচারী বা ষড়যন্ত্রকারী	২৭১
৩৫৮৭	নীতি-বিধায়না	২২১	পাহাড়, নদী, নালা, সমুদ্র বা জঙ্গল	২৭২
৩৫৮৮	আচার-চর্য্যা ১ম	২৩০	স্বার্থসন্ধিক্ষু গর্ব্বেপ্সার খোরাক যোগাবার জন্য	২৭২
৩৫৮৯	নীতি-বিধায়না	১৭৭	দেখতে অভ্যাস কর যা'-কিছুকে	২৭৩
৩৫৯০	বিবাহ-বিধায়না	৭৯	স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ অসম্মিলনী মিলন	২৭৪
৩৫৯১	সমাজ-সন্দীপনা	২৩	মানুষ ভিত্তিতে না দাঁড়িয়ে ব্যষ্টি	২৭৫
৩৫৯২	বিকৃতি-বিনায়না	৪৮	তোমার দুষ্কর্ম্মকে নানারকম ভাঁওতায়	২৭৫
৩৫৯৩	সদ্-বিধায়না ১ম	১২৮	শরীর, মন, অবস্থা ও সামর্থ্য না বুঝে নিজের	২৭৬
৩৫৯৪	বিধিবিন্যাস	৭৪	না ক'রেও যে তুমি পাও কখনও-কখনও	২৭৭
৩৫৯৫	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১২৪	প্রীতি জমাট বেঁধেই জীবন উদ্‌গতি লাভ	২৭৮
৩৫৯৬	বিকৃতি-বিনায়না	১০৫	তোমার অহংকে অচ্যুত অনুরাগে ইষ্টার্থ	২৭৯
৩৫৯৭	আচার-চর্য্যা ১ম	২৩১	বুঝের অস্মিতা যেখানে যত প্রবল	২৭৯